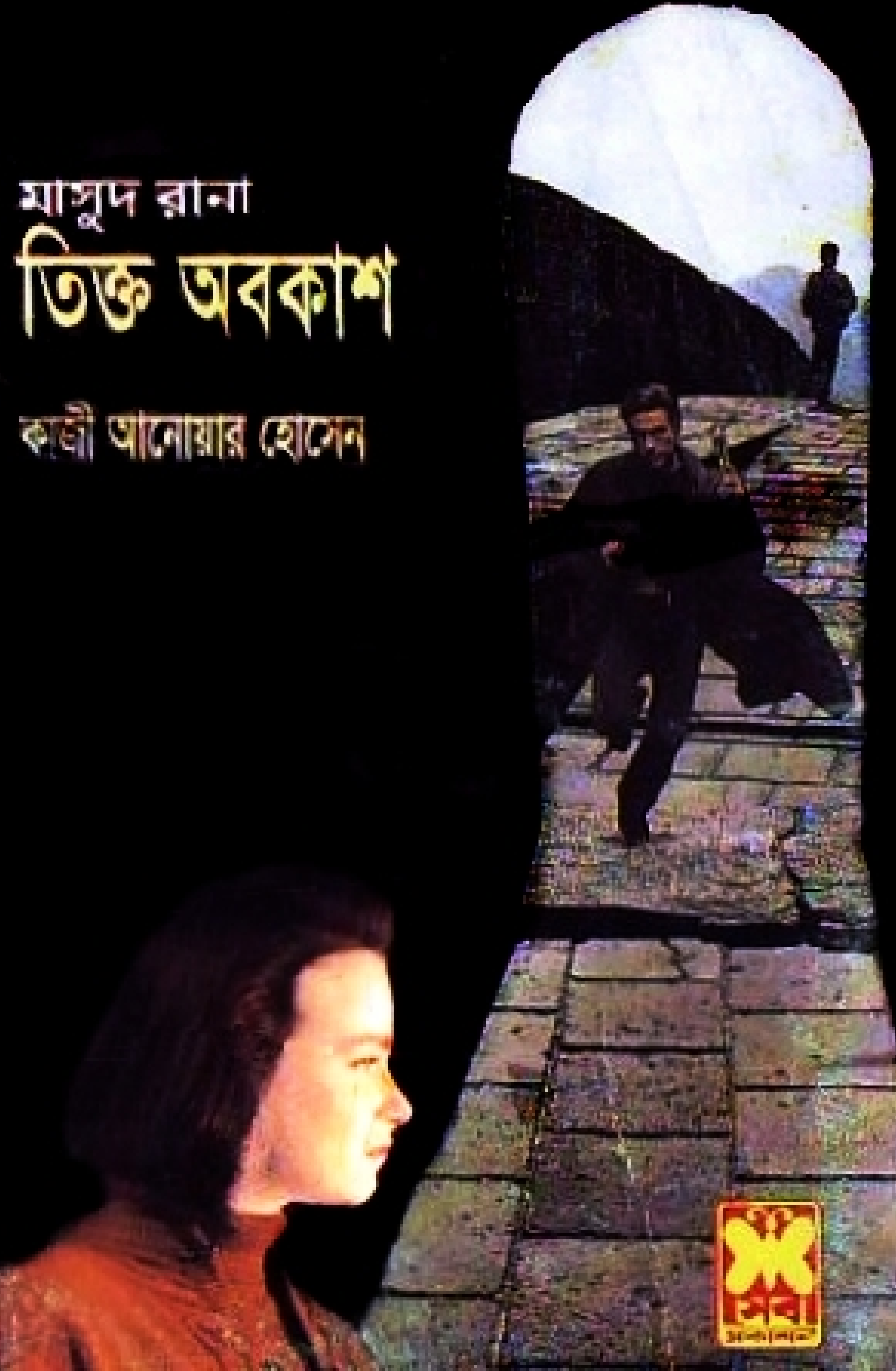
মাসুদ রানা

তিক্ত অবকাশ

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7198-0

প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ শরাফত খান

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-198
TIKTO ABOKASH
Part-II
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

সাদা পোশাকের ডিটেকটিভরা ঘুর ঘুর করছে বাংলোর সবখানে। প্রতিটি কামরা প্রতিটি কোনা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ফিঙ্গার প্রিন্টের আশায়। ঘন ঘন ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান ঝলসাচ্ছে, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তার ছবি তোলা হচ্ছে সামনের দরজার ভাঙা ইয়েল লকের এবং রাইটিং টেবিলের নিচের ড্রয়ারটার ছবি তোলা হয়েছে চার-পাঁচটা করে, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। ডিটেকটিভদের সঙ্গে এ-কামরা ও-কামরা ছোটাছুটি করছে ভিটেলা ফ্রেনজি। মহাব্যস্ত।

রানার আশপাশ দিয়ে এর মধ্যে কম করেও বার দশেক আনাগোনা করেছে লোকটা, কিন্তু একবারও তাকায়নি ওর দিকে। এমন ভাব করছে যেন রানার অস্তিত্বই নেই। রানা নিজেও ব্যস্ত। লাউঞ্জের একটা ওল্টানো সিঙ্গেল সোফা সিধে করে নিয়ে বসে আছে তার ওপর গ্যাঁট হয়ে। আধঘন্টা আগে পৌঁছেছে ডিটেকটিভের দল ফ্রেনজির টেলিফোন পেয়ে, এইটুকু সময়ের মধ্যে পর পর চারটে সিগারেট ধ্বংস করেছে।

লোকগুলো আসার একটু আগে লিজাকে প্রায় জোর করেই বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছে রানা। যেতে চাইছিল না মেয়েটি। শেষে

রানার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়েছে যেতে।

ভাঙা ড্রয়ার এবং ক্যামেরাটার উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রানার বক্তব্য শুনে নিয়েছে ফ্রেনজি প্রথমেই। রানার ধারণা ওর একটা কথাও লোকটা বিশ্বাস করেনি। অবশ্য বলার সময় একবারও রানাকে বাধা দেয়নি সে। শুধু শুনে গেছে। রানা থামতে কেবল, 'হুঁ' বলে ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফোন করেছে পুলিস হেডকোয়ার্টারে।

লোকটার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে রানারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ড্যাম কেয়ার ভাব এসে গেছে ভেতরে। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অবশেষে সোয়া এগারটার সময় তল্লাশি শেষ হল। এক এক করে সব কজন ডিটেকটিভ লাউঞ্জে এসে ভিড় করতে লাগল।

একটা চেয়ার এনে রানার মুখোমুখি বসল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'ব্যাপারটা কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে, সেনর রানা,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'মাত্র কয়েক ঘন্টা হল ক্যামেরাটা এনেছেন আপনি, এরমধ্যেই চুরি হয়ে গেল সেটা। এমন অস্বাভাবিক একটা ঘটনা...।' থেমে গেল সে বক্তব্য শেষ না করেই।

'শুধু ক্যামেরাই নয়, সেই সাথে এক সুটকেস ভর্তি আমার কাপড়-চোপড়, কিছু ক্যাশ ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই চুরি হয়েছে। প্রথমেই জানিয়েছি আপনাকে। ভুলে গেছেন বোধহয়,' কড়া গলায় বলল মাসুদ রানা।

'না, সেনর। ভুলিনি। কিন্তু সারা বাংলো খুঁজেছি আমরা, আপনার ছাড়া কোথাও অন্য কারও ফিঙ্গার প্রিন্ট পাইনি একটিও।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। কাঁধ ঝাঁকাল। হাতের সিগারেটটা উপচে পড়া অ্যাশট্রে-তে ফেলে দিল আগুন নিভিয়ে। নতুন আরেকটা চিন্তার খোরাক দিয়েছে ওকে লেফটেন্যান্ট। এতবড় তোলপাড় হয়ে গেল, অথচ একটা ফিঙ্গার প্রিন্টও পাওয়া গেল না? এছাড়া আরও ব্যাপার আছে ভেতরে।

রানা নিশ্চিত, আসলে শুধু ক্যামেরাটার জন্যেই এসেছিল...সে যেই হোক। কিন্তু সেই সাথে নিয়ে গেছে আরও কিছু জিনিসপত্র। কেন? উত্তরটাও পেয়ে গেল ও একটু ভাবতেই। যে কাজটা করেছে, সে পুলিসকে বোঝাতে চাইছে, শুধু ক্যামেরাটা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল না তার। কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে এর?

যেন রানাকে সন্দেহ করা হয়। চুরির ঘটনাটাকে একটা ধাপ্পা বলে ভাবুক পুলিস। ও নিজেই এ ঘটনা সাজিয়েছে বলে মনে করুক। কিন্তু কেন? কেন ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে?

'ঘটনাটা আমার চীফকে রিপোর্ট করতে হচ্ছে,' বলল ফ্রেনজি। চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে।

এবার উত্তর দিল রানা। চাঁছাছোলা গলায় বলল, 'চাইলে প্রেসিডেন্টের কাছেও রিপোর্ট করতে পারেন।' সোফা ছাড়ল ও। 'এবার আসুন, লেফটেন্যান্ট। আগে চোরাই মালগুলো উদ্ধার করুন, তারপর কথা হবে আবার। সো লঙ।'

'লা সেনরিনার হত্যার তদন্ত চলছে, সেনর। এ মুহূর্তে ক্যামেরা হারানোটা একটা গুরুতর ক্ষতি হিসেবে দেখছি আমরা। নিঃসন্দেহে তদন্ত বিঘ্নিত হবে এতে।'

'ওটা আপনার শবযাত্রা, লেফটেন্যান্ট। আমার নয়। ক্যামেরাটা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহলে রেখে দিতেন! কেন

গুইডো দিল ওটা আমাকে? এমনভাবে কথা বলছেন যেন আপনাকে সমস্যায় ফেলার জন্যে চুরির ঘটনাটা আমিই সাজিয়েছি!'

রানা উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে নরম গলায় বলল ফ্রেনজি, 'আপনি অনর্থক রেগে যাচ্ছেন, সেনর। আমি তা ভাবছি না।'

সাথে সাথে গলা খাদে নামাল মাসুদ রানা। তার অনুকরণে বলল, 'ভুল করছেন আপনি। আমি রাগ করিনি। এখন দলবল নিয়ে যদি বিদেয় হন খুশি হব। ঘরদোর গোছগাছ করতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে।'

কিন্তু যাই যাই করেও আরও আধঘন্টা পার করে দিল গোয়েন্দা অফিসার। তার নির্দেশে আরও একবার বাংলো সার্চ করে দেখল অন্যরা, পিছু ধাওয়া করার মত অন্য কোন সূত্র ফেলে গেছে কি না চোর, সেই আশায়। কিন্তু ব্যর্থ হতে হল। একসময় সবাইকে বিদেয় করে দিয়ে নিজেও বেরিয়ে যাচ্ছিল ফ্রেনজি। কি মনে করে ঘুরে দাঁড়াল দোরগোড়ায় পৌঁছে।

'পুরো ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ল এর ফলে, সেনর,' বলল সে। 'আপনাকে ক্যামেরাটা দিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি গুইডোর।'

'জানি। কিন্তু সেজন্যে আমাকে নয়, গুইডোকে দায়ী করতে পারেন আপনি, অফিসার। ব্যাপারটা দুঃখজনক। এ ব্যাপারে বড়জোর দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, নাথিং মোর।' আড়মোড়া ভাঙল রানা। হাই তুলল লম্বা করে। যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলল না ভিটেলা ফ্রেনজি। নিজস্ব ঢঙে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ

বোলাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। পরিষ্কার বুঝল রানা, বেশ কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিল সে ওকে। কেন বলল না কে জানে।

দরজা বন্ধ করে সিটিং রুমের দিকে নজর দিল রানা। চারদিক তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। মন বলছে, এ সেই লোক ছাড়া আর কেউ নয়। সেই প্রকাণ্ডদেহী-ই দায়ী এ জন্যে। সনি, খুব সম্ভব।

টেলিফোনে গুইডোর সঙ্গে কথা চলছে ফ্রেনজির।

'আমাকে না জানিয়ে ক্যামেরাটা ওকে দিয়ে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি,' বলল সে।

'দুঃখিত। ভেবেছিলাম ওটা আর কাজে লাগবে না,' বলল লেফটেন্যান্ট গুইডো। 'সত্যিই কি মনে হয় ঘটনাটা ও-ই সাজিয়েছে?'

'এছাড়া আর তো কিছু মাথায় আসছে না আমার। চেম্বারে ফিল্ম্ ছিল না, কারও কোন হাতের ছাপও পাইনি আমরা ওটার গায়ে। তাহলে ওটা চুরি করতে যাবে কে? কিসের জন্য? একটা কারণ তো চাই।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল গুইডো। তারপর বলল, 'তাহলে ...আমরা যাকে খুঁজছি তাকে বোধহয় পেয়ে গেছি, না কি?'

'তাই তো মনে হয়।'

'ট্যাক্সি ড্রাইভারটাকে খুঁজে পেয়েছি। ও যা বলছে তাতে আমি শিওর, ও ব্যাটাই সেই। আমিই ফোন করতাম তোমাকে। আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের জন্যে মাসুদ রানাকে দরকার হবে আমার।'

'ওয়েল, কবে?'

'কাল। বা পরশু হলেও চলবে।'

'অল রাইট। পেয়ে যাবে।'

সবে সিটিং রুমটা মনুষ্য বাসোপযোগী করার কাজ শেষ করেছে মাসুদ রানা। এমন সময় গাড়ির আওয়াজ এল পোর্চ থেকে। আবার কে এল? পরমুহূর্তে নক হল দরজায়। ফ্রেনজি-ই এসেছে হয়ত আবার। হয়ত নতুন কোন প্রশ্ন মনে পড়ে গেছে।

লিজা ভ্যালেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'কি ব্যাপার, তুমি?'

'ইয়ে...মানে, কি কি চুরি গেছে জানতে এলাম,' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল মেয়েটি।

কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। তারপর দরজা ছেড়ে পিছিয়ে এল। 'এসো।'

দরজার ভাঙা লকটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিল দরজা।

'খুব বেশি কিছু নিতে পেরেছে, রানা?'

'তেমন কিছু নয়। কিছু কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা, ব্যাস। বসো। ড্রিঙ্কস?'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ব্র্যাণ্ডি, প্লীজ।' একটা চেয়ারে বসল লিজা ভ্যালেন্ট্রি। রানার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

নিজের জন্যে এক পেগ হুইস্কি আর ওর জন্যে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সেন্টার টেবিলে এনে রাখল রানা। বসল মুখোমুখি। নীরবে পান করছে দুজনে, কারও মধ্যে কথা বলার কোন লক্ষণ নেই। থেকে

থেকে চোখাচোখি হচ্ছে কেবল।

গ্লাস শেষ করে সিগারেট ধরাল রানা। ভুরু নাচাল লিজার উদ্দেশে। 'আসলে কি জন্যে আসা হয়েছে?'

'ঘরে বসে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না, রানা। ফোন করার চেষ্টা করেছি কয়েকবার। রিঙ হয়, অথচ ধরো না তুমি। তাই...'

চোখ কোঁচকাল রানা। 'কখন?'

'সেই দশটা থেকে চেষ্টা করছি।'

অবাক হল রানা। রাগও হল কিছুটা। 'অসম্ভব! আমি কোথাও যাইনি। ঘরেই ছিলাম। রিঙ হলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।'

হঠাৎ কি খেয়াল হতে উঠল ও। রিসিভার তুলে কানে লাগাল। ডেড! আশ্চর্য! অথচ একটু আগেই এখান থেকে পুলিস হেড-কোয়ার্টারে ফোন করেছিল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রানা। ব্যাপারটা কি?

পরক্ষণেই মেঝেতে পড়ে থাকা টেলিফোনের প্লাগটার ওপর চোখ পড়ল। কখন কার পায়ে পেঁচিয়ে গিয়েছিল তার, টান খেয়ে ছুটে এসেছে ওটা সকেট থেকে। লক্ষ্যই করেনি ও এতক্ষণ। 'তাই তো!' বিড়বিড় করে বলল। প্লাগটা জায়গামত ঢুকিয়ে দিতেই ফিরে এল ডায়াল টোন।

'সরি, লিজা,' অপ্রস্তুতের মত হাসল মাসুদ রানা।

'তা-ও ভাল,' বলল মেয়েটি। 'আমি ভয় পাচ্ছিলাম...'

'আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ভেবে, তাই না?' লিজাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল ও। 'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছ ভেবে ভালই লাগছে। ধন্যবাদ।'

মুখ লাল হয়ে উঠল মেয়েটির। চোখ নামিয়ে চেয়ারের হাত-

লের কোণ খুঁটতে খুঁটতে বলল সে, 'আমার বাসায় ফোন করেছিল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। সেনরিনার ব্যাপারে এটা-ওটা প্রশ্ন করছিল। তোমার ব্যাপারেও। বলার সুযোগ পাইনি তোমাকে।'

'আচ্ছা! কখন?'

'আজ সকালে।'

'তারপর?'

'লোকটাকে আমি সেনর শেরম্যানের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে বলেছি।'

'কি বলল ফ্রেনজি?'

'বলেছে, তারচে' ও বরং কোন ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও রাজি আছে।' হেসে উঠল লিজা ভ্যালেন্তি। 'উনি কি আছেন এখনও, না চলে গেছেন?'

'চলে গেছেন। সোফিয়ার ডেডবডি নিয়ে।'

আবার কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। টের পেল রানা, ভেতরে ভেতরে উসখুস করছে মেয়েটি। সব জানার জন্যে ছটফট করছে, কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না।

মৃদু হাসল রানা। 'আমি জানি, খুব অস্থির হয়ে উঠেছ তুমি সব শোনার জন্যে,' বলল ও। 'কিন্তু দুঃখিত, এ মুহূর্তে বিস্তারিতভাবে তোমাকে জানাতে পারছি না কিছু। ধৈর্য ধর, দুএকদিনের মধ্যেই জানতে পাবে।'

'ঠিক আছে। ধরছি।'

'গুড গার্ল।'

দুই

ধীরেসুস্থে নাশতা সারল মাসুদ রানা। ধূমায়িত কফির কাপটা নিয়ে বসল এসে টেলিফোনের পাশে। গভীর চিন্তায় মগ্ন। বুঝতে পারছে না কোন পথে এগোবে। একমাত্র সনির টেলিফোন নাম্বারটা ছাড়া এ-মুহূর্তে হাতে আর কোন সূত্র নেই। নীল রেনল্টটার সূত্র ধরে এগোবে, সে পথ বন্ধ। ওটার নাম্বার প্লেটটা ভুয়া। ও পথে এগিয়ে লাভ নেই। রোমে নীল রেনল্টের সংখ্যা একেবারে কম হবে না। তাছাড়া কে জানে, এতক্ষণে হয়ত আগের নাম্বার বদলে ফেলা হয়েছে।

রিসিভার তুলল রানা। ফোন করল রানা এজেন্সিতে। মোনিকা আলবিনো ধরল। 'রানা? কোথায় ছিলে এতদিন? তোমার না সোমবার ফিরে আসার কথা ছিল?'

'মুশকিল! এত প্রশ্নের উত্তর দেই কি করে একসাথে?'

'কাল খবরের কাগজে দেখলাম...ব্যাপারটা সত্যি না কি, রানা?'

'সত্যি।'

'কিন্তু, তুমিও তো ওখানেই...'

'ঠিক ধরেছ,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'কিন্তু বসের ব্যক্তিগত

লাইফ নিয়ে অত প্রশ্ন করতে নেই। এখন যা বলি, শোন।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মোনিকা। 'বেশ, বল।'

'একটা টেলিফোন নাম্বার লেখ। চেষ্টা করে দেখ, আজই জানাতে পার কি না, এটা কার নাম্বার।'

নাম্বারটা লিখে নিল মোনিকা। 'মনে কর জেনে গেছি। আর কিছু?'

'আপাতত এটুকুই।'

'আজ বিকেলে আসছ না অফিসে?'

'ঠিক নেই। সম্ভব হলে আসব। রাখছি।'

কফিতে চুমুক দিয়েই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। আবার রিসিভার তুলল ও, লিজা ভ্যালেট্রির বাসায় রিঙ করল। সাড়ে আটটা বাজে সবে। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েনি সে।

একবার রিঙ হতেই সাড়া দিল লিজা। 'হ্যালো!'

'মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ, বল।'

'প্যামেলাকে তুমিই তো জানিয়েছিলে যে আমি আর মিস্টার শেরম্যান সরেনটো আছি, তাই না? তুমিই তো তাকে সোফিয়ার মৃত্যুর খবর দিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি?' বিস্মিত হল লিজা। 'কবে? না তো!'

চুপ করে থাকল রানা। মনে আছে, শেরম্যান বলেছিলেন লিজার কাছে খবর পেয়েই সেখানে গিয়েছিল প্যামেলা।

'ব্যাপার কি, রানা?'

'না, কিছু না। এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম।' লাইন কেটে দিল

রানা। চিন্তার খোরাক আরেকটা পাওয়া গেল। দেখা যাচ্ছে অনেক খবরই অ্যাডভান্স পেয়ে গিয়েছিল প্যামেলা শেরম্যান। ওদের সরেনটো উপস্থিতি এবং রানার কাঁধে যে সোফিয়ারই ক্যামেরা ছিল সেদিন, অন্তত এ দুটো খবর সে-সত্যই প্রমাণ করে। কোথায় পেল সে এসব খবর?

তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। লা ইটালিয়া ডেল পোপোলোয় যাবে প্রথমে। প্যামেলা সম্পর্কে টনি আমান্দো কিছু জানে কি না, শুনতে হবে। এর ব্যাপারে আগে নিশ্চিত হতে হবে।

বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে রোমের আকাশ। ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে আজ সারাদিনেও হয়ত সূর্যের মুখ দেখা যাবে না। রোমের এই আবহাওয়া একদম পছন্দ হয় না রানার। বৃষ্টি নেই তো নেই। কিন্তু যখন শুরু হবে, তখন আর থামার নামটি করবে না। ঘাস লতাপাতা পচিয়ে গন্ধে বাতাস ভারি করে তবে থামবে।

রানার প্রশ্ন শুনে ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলল টনি, 'ইনিও আছেন নাকি এর মধ্যে?'

'চেন নাকি ওকে?'

'চিনি না মানে? রোমে কে না চেনে অমন জ্যান্ত বোমাটিকে? বছরের সাত-আট মাসই তো পড়ে থাকে এখানে আর প্যারিসে শপিঙের নাম করে।'

'আসলে কে মেয়েটি? শেরম্যানের সাথে পরিচয় কিভাবে?' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'এ-ও আলবার্তো ফেলিনির আরেক বান্ধবী। ওর নাইট ক্লাবের সবচে সুন্দরী এবং নামকরা গায়িকা ছিল এক সময়।'

সোজা হয়ে গেছে রানা। আবার ফেলিনি! 'ওখানেই তাহলে সোফিয়ার সাথে পরিচয় ওর?'

'হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ক্রাইম রিপোর্টার। 'কেন?'

'প্যামেলা বলছিল অনেক আগে থেকেই সোফিয়াকে সে চেনে। যাক, শেরম্যানের সঙ্গে ওর পরিচয় কিভাবে?'

'শুনেছি, ওই নাইট ক্লাবেই নাকি প্যামেলাকে দেখেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর যাকে বলে দেখেই কাৎ। ইন ফ্যাক্ট, ওখানে, ওইদিনই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন শেরম্যান। তিনদিনের মাথায় শুভকাজ সম্পন্ন হয়।'

'হুঁম!'

'আরে, কি হল, উঠছ যে?' রানাকে আর কোন কথা না বলে হাঁটা দিতে দেখে বলে উঠল ট[illegible] 'বোসো! এক কাপ কফি অন্তত...'

'এখন আর বসব না। কাজ [illegible] দেখা হবে পরে,' বলতে বলতে বেরিয়ে এল ও।

সবে সকাল সাড়ে দশটা, [illegible]শের ভাব দেখলে মনে হয় যেন রাত নেমেছে। বাধ্য [illegible] লাইট জ্বেলে দিয়েছে করপোরেশন। ট্রাফিকের ভিড় [illegible]। ওয়াইপার চালু করে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। [illegible]স্তিশন যাবে।

মাইলখানেক এগুতে [illegible] অপ্রত্যাশিতভাবেই নীল রেনল্টটার ওপর চোখ পড়ল [illegible]টা। ব্রাঞ্চ রোড থেকে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় উঠ[illegible] রানার বিশ-পঁচিশ গজ পিছন পিছন আসছে। রাস্তার [illegible]র একটা ঝলমলে শপিং সেন্টারের আলোয় ওটার বৃষ্টি[illegible] গা চিক চিক করে উঠল।

নাম্বার প্লেটটা পরিষ্কার দেখা গেল—সেই একই নাম্বার।

ব্যাপারটা সম্ভবত দৈব-সংযোগ, ভাবল রানা। ড্রাইভার ওকে দেখেনি। তবুও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। গতি সামান্য বাড়াল ও লিঙ্কনের, ব্রেন চলছে ফুল স্পীডে। কি করে ওটাকে নিজের সামনে আনা যায় ভাবছে। ঝুঁকিপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। ঠিক করল, মাঝখানের দূরত্বটা আরও একটু বাড়াবে প্রথমে, কোন নির্জন রাস্তায় টেনে নিয়ে যাবে রেনল্টটাকে। তারপর আচমকা ব্রেক কষে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবে লিঙ্কন ওটার চালক কিছু টের পাওয়ার আগেই। এতে একেবারে মুখোমুখি হতে পারবে সে রেনল্টের। রাস্তা ভেজা থাকায় সুবিধে হবে।

কিন্তু খানিক এগিয়েই টের পেল রানা, ওর ধারণা আসলে ভুল। দৈব-সংযোগ নয়, ওর পিছনেই আসলে লেগেছে রেনল্ট। সেদিনকার মতই ওর গতির সঙ্গে সমান তাল রেখে এগোচ্ছে। দাঁড়াও, শালা! দাঁতে দাঁত চেপে বিচ্ছিরি একটা গাল দিল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার চেহারা মোবারক না দেখে আজ ছাড়ছি না, মোষ বাবাজী!'

রেনল্টটাকে পঞ্চাশ গজ পিছনে রেখে কলোসিয়ামের সামনে এসে পড়ল মাসুদ রানা। প্রবল বৃষ্টির ফলে কলোসিয়ামের চত্ত্বর আর কার পার্ক বলতে গেলে একদম ফাঁকা। এই তো চাই! স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে প্রকাণ্ড ইমারতটার পিছন দিকে চলে এল রানা। এই ফাঁকে চট করে রিয়ার ভিউ গ্লাসে চোখ বুলিয়ে নিল। আসছে! মাঝখানের দূরত্ব এ মুহূর্তে সম্ভবত চল্লিশ গজ মত হবে।

লিঙ্কনের স্পীডোমিটারের কাঁটা এক লাফে আশিতে উঠে পড়ল, প্রকাণ্ড লাফ দিল গাড়িটা। পরক্ষণেই গ্যাস পেডালের ওপর

থেকে সরে গেল রানার পা। প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল ও ব্রেকের ওপর। কাজ হল ওতেই, স্টিয়ারিং ঘোরাবার দরকার হল না। ভেজা রাস্তায় তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে সাঁৎ করে ঘুরে গেল গাড়ি, একেবারে মুখোমুখি এখন লিঙ্কন আর রেনল্ট। এমন অঘটনের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না রেনল্টের ড্রাইভার। থতমত খেয়ে গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়েই ফেলেছিল সে, কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারল পর-মুহূর্তে। রানা তখন এসে পড়েছে তার বিশ গজের মধ্যে।

ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েই আবার ছুট লাগাল রেনল্ট, লিঙ্কনের পাশ ঘেঁষে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে পলকের জন্যে ড্রাইভারের মুখটা দেখতে পেল মাসুদ রানা। উল্টে বেকুব বনে গেল ও এবার। সেই বৃষস্কন্ধ নয়। একটি মেয়ে চালাচ্ছে গাড়িটা। তার ছোট্ট ফর্সা মুখটা এবং ঘাড়ের নিচ পর্যন্ত ছড়ানো একমাথা ঘন চুল দেখতে পেয়েছে ও পরিষ্কার।

দু'পাশে পানি ছিটিয়ে সাঁই সাঁই ছুটছে রেনল্ট উল্টোদিকে, ওটার টেইল লাইট ক্রমশ ছোট হয়ে চলেছে। সচকিত হল মাসুদ রানা। ব্রেক ছেড়ে দাবিয়ে ধরল এক্সিলারেটর, চোখের পলকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ধাওয়া করে চলল ওটাকে। ততক্ষণে আরও এগিয়ে গেছে রেনল্ট, কামানের গোলার মত ছুটে চলেছে ভায়া দেই কোরি ইম্পেরিয়ালির দিকে।

পলায়নপর শেয়ালকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে যেন নেকড়ে। প্রশস্ত মসৃণ রাস্তায় চড় চড় চড় চড় আওয়াজ উঠছে, সবগুলো কাঁচ তুলে রাখার পরও বিরক্তিকর আওয়াজটা কান দুটোকে পীড়া দিচ্ছে রানার। রেনল্টের প্রায় দ্বিগুণ গতিতে ছুটছে রানা। কিন্তু তারপরও হেরে গেল ও প্রতিযোগিতায়। সামনে এসে পড়েছে

পিয়াযা ভেনেযিয়া—রোমের ব্যস্ততম বিপণীকেন্দ্র। প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই মহাব্যস্ত থাকে জায়গাটা।

ঘন বৃষ্টির ফাঁক দিয়ে পিয়াযার আলোগুলোর ওপর চোখ পড়তে গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে রেনল্ট। মেয়েটি বুঝতে পেরেছে। অনুসরণকারীকে কলা দেখানোর এটিই মোক্ষম স্থান। রানাও টের পেয়েছে ব্যাপারটা, কিন্তু করার নেই কিছুই। ওদিকে স্কোয়াড কার লেগেছে পিছনে, দূর থেকে ওটার চড়া পর্দার উঁচুনিচু সাইরেন শোনা যাচ্ছে।

গতি কমাতে বাধ্য হল মাসুদ রানা, নইলে চোখের পলকে ঘটে যেতে পারে কোন মারাত্মক ঘটনা। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই নেই রেনল্টের, টানা হর্ন বাজিয়ে একই গতিতে পিয়াযায় ঢুকে পড়ল ওটা। পর পর তিনটে গাড়িকে পাশ কাটাল এঁকেবেঁকে। ভাগ্য ভাল, দাঁড়িয়ে ছিল ওগুলো, নইলে সংঘর্ষ এড়ানোর কোন উপায়-ই ছিল না। দেখতে না দেখতে পিয়াযা ছেড়ে বেরিয়ে গেল রেনল্ট, তুমুল গতিতে টাইবার-এর দিকে ছুটে চলল।

অপেক্ষমান গাড়ির ভিড়ে ঢুকে পড়ল রানা, থেমে দাঁড়াল চট করে। স্কোয়াড কারের সাইরেন অনেক কাছে এসে পড়েছে। পুলিসের সাথে নতুন আর কোন হাঙ্গামায় জড়াতে চায় না ও নিজেকে। এক মিনিট পেরোবার আগেই ঝড়ের বেগে পিয়াযায় এসে ঢুকল স্কোয়াড কারটা। কিন্তু দাঁড়াল না, রাস্তায় টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে বাঁক নিয়ে ছুটল টাইবার-এর দিকে।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। মাঝারি গতিতে ফিরতি পথ ধরল। ভায়া ক্যাভোর পেরিয়ে এসে ঘুরপথে

কলোসিয়ামের দিকে চলল। কে মেয়েটা? আনমনে ভাবছে মাসুদ রানা, এই-ই কি সেই মেয়ে, যার গলা শুনেছিল ও কাল টেলিফোনে? লোকটার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? সামনে-পিছনে ভুয়া নাম্বার লাগিয়ে ঘুরছে কেন গাড়িটা?

•

কার্লো মনটি। দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার কলামিস্ট। চেহারাটা সব মিলিয়ে লেডিকিলার গোছের। ছ'ফুট লম্বা। এক-মাথা কোঁকড়া সোনালি চুল। দীর্ঘ, খাড়া নাক। গাঢ় নীল চোখ। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। ঢোলা আকাশী নীল টি-শার্ট আর সাদা ট্রাউজারে চমৎকার মানিয়েছে মনটিকে। রানার মুখোমুখি বসেছে সে। পাশে টনি আমান্দো।

'আমার বন্ধু মানুষ,' রানার সাথে মনটিকে পরিচয় করিয়ে দিল টনি। 'সোফিয়ার সাথে পরিচয় ছিল এর। কাগজে ওর মৃত্যু সংবাদ পড়েছে। তোমার কাছে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, আলাপ করলে হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যেতেও পার।'

'ধন্যবাদ, টনি। ভালই করেছ।'

'লারসেনও ওর পরিচিত। তোমার ওপর শেরম্যান ইনভেস্টি-গেশনের দায়িত্ব দিয়েছেন জেনে নিজেই দেখা করতে চাইল।'

'আচ্ছা।'

'ব্যাপারটা দুঃখজনক,' মন্তব্য করল কার্লো মনটি।

'কোন সন্দেহ নেই,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'উইল ইউ হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক?'

'থ্যাঙ্কস। ব্র্যাণ্ডি, প্লীজ।'

'তুমি?' টনিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'ব্র্যাণ্ডিই দাও।'

তিন গ্লাস পানীয় নিয়ে ফিরে এল রানা। বসল আবার মুখোমুখি।

'আসলে-ই কি ছুটি কাটাতে সরেনটো গিয়েছিল সোফিয়া?' এক চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল মনটি।

মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা তাহলে স্ট্রেইটফরোয়ার্ড, তাই না?' রানার দিকে তাকাচ্ছে না কলামিস্ট। 'আই মীন, সত্যিই তাহলে দুর্ঘটনা ছিল ওটা?'

প্রশ্নটার মধ্যে গূঢ় কোন অর্থ আছে। কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করল ও। বলল, 'আসলে, এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ আছে। ওর বাবার ধারণা হত্যা করা হয়েছে তাঁর মেয়েকে।'

কপাল কোঁচকাল কার্লো মনটি। কিন্তু তাকাল না মুখ তুলে। 'পুলিস? ওদেরও কি একই ধারণা?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে। প্রথমে অবশ্য ওরাও এটাকে দুর্ঘটনা ভেবেছিল। এখন মনে হয় অন্য কিছু ভাবছে।'

এবার চাইল লোকটা। ওর চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সেনর রানা, সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। ওটা দুর্ঘটনা নয়।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। খোলা প্যাকেটটা এগিয়ে দিল ওদের দুজনের দিকে। 'কি করে এত নিশ্চিত হলেন?'

'রোমে পা রেখেই একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছিল সোফিয়া। আমার ধারণা ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে বাধ্য হয়েই কাজটা করেছে কেউ। ঠেলে ফেলে দিয়েছে ক্লিফহেড

থেকে। মেয়েটা ছিল একটা ট্রাবলমেকার, সেনর রানা। এই ক'দিনেই আমার মত অনেকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সোফিয়া।'

'খুলে বল,' বলল টনি আমান্দো।

একটু ইতস্তত করল কার্লো মনটি। তারপর বলল, 'ক্যান উই টক অফ্ফ্ দ্য রেকর্ড?'

'অফ কোর্স,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'গো অ্যাহেড।'

'রোম আসার চার দিন পর এক পার্টিতে সোফিয়ার সাথে পরিচয় হয় আমার। প্রথম আলাপেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল মেয়েটি। আমিও বোকার মত...দু'রাত কাটায় সোফিয়া আমার সাথে,' কাঁধ ঝাঁকাল মনটি। 'ইউ নো, একটা মেয়ের ভেতর পুরুষ যা যা আশা করে। তার সবই ছিল সোফিয়ার। রূপ, ফিগার, সব। তারওপর, ওরও আগ্রহের কোন কমতি ছিল না। প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গেল। নিজের বাংলোয় তালা মেরে আমার ওখানে গিয়ে উঠল। কিন্তু...।' থেমে গেল সে।

'কিন্তু কি?' বুঝতে পারছে রানা, এখনই হয়ত নোংরা ব্ল্যাকমেইলের কাহিনী শুনতে হবে। কিন্তু তবুও শোনা দরকার।

'তৃতীয়দিন সকালে অফিসে যাব, এই সময় সোফিয়া এসে টাকা চাইল আমার কাছে।'

'ধার চাইল?'

'ওয়েল, নো। দেহদানের বিনিময়ে টাকা দাবি করে বসল। টেকনিক্যালি যাকে ব্ল্যাকমেইল বলে আর কি!'

'কত টাকা?'

'চার মিলিয়ন লিরা।'

'কি করলেন আপনি?'

'মেয়েটাকে অনেক করে বোঝালাম যে অত টাকা আমার নেই। কিন্তু শুনল না কিছুতেই। খেপে গেল। চেঁচিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল। বারবার আমাকে হুমকি দিতে লাগল, যদি টাকা না দিই তো বাপকে বলে আমার বারটা বাজাবে। ওর বাবাকে চিনি আমি। জানি, দেশ-বিদেশের পত্রিকা জগতে কি প্রচণ্ড প্রভাব ভদ্রলোকের। সেনর শেরম্যানের একটা টেলিফোনেই আমার এত বছরের চাকরিটা চলে যেতে পারত। তাই আর ঘাঁটাতে সাহস পেলাম না। দ্যাট'স হোয়াই...।'

'দিয়ে দিলেন টাকা?'

'আসলেই অত টাকা ছিল না আমার। নিজের যা ছিল, তার সাথে ধারদেনা করে আরও কিছু মিলিয়ে ছেষট্টি হাজার লিরা দামের একজোড়া ইয়ার রিঙ কিনে দিয়েছিলাম সোফিয়াকে। যদিও জানতাম আমাকে ব্লাফ দিচ্ছে ও, বাপকে আসলে কিছু জানাবে না। ভয় দেখাচ্ছে। তবু কোন ঝুঁকি নিতে সাহস হয়নি আমার।'

'তারপর?' মনে পড়ল রানার, সোফিয়ার জুয়েলারির বাক্সে একজোড়া ইয়ার রিঙ সত্যিই আছে।

'আমার আগে আরও এক সাংবাদিক ওর ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হয়েছিল, পরে শুনেছি আমি একথা। লোকটা আমেরিকান। তবে তার পরিচয় বলা নিষেধ আছে, নেভার মাইণ্ড। প্রায় দুই মিলিয়ন লিরা দামের একটা ডায়মণ্ড কলার কিনে দিয়ে তবে রক্ষা পেয়েছে বেচারা। পরে আর কাউকে শিকার করেছে কি না সোফিয়া, জানি না।'

এটাও আছে বাক্সে। কিন্তু সেকথা ভাবছে না রানা। ভাবছে অন্য কথা। মনটির এই কাহিনী যদি লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজির কানে যায়, এবং যদি সে জানতে পারে যে ও-ই সেই রহস্যময় রবার্ট হুইটনি, তাহলে আর কষ্ট করে রানার সোফিয়া-হত্যার মোটিভ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তাকে। এইটেই মোটিভ। একেবারে সহজ সিদ্ধান্ত। রানার কাছে টাকা দাবি করেছে সোফিয়া। রানা তা দেয়নি বা দিতে পারেনি। এবং ওদের নিভৃতবাসের খবর সোফিয়া যাতে শেরম্যানকে জানাতে না পারে, সেই জন্যে ধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে ফেলে দিয়েছে ও ক্লিফহেড থেকে।

ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। ভাবল রানা, অন্তত আরও কয়েকটা দিন যেন চুপ থাকে কার্লো মনটি।

'এই জন্যেই আমি শিওর যে সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে,' বলল মনটি। 'ও একা সরেনটো গিয়েছিল বলে মনে হয় না আমার। নিশ্চয়ই আর কেউ ছিল সঙ্গে। তাকে খুঁজে পাওয়া গেলেই সব জানা যাবে।'

উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা। বক্তব্য শেষ করতে বলছে।

'পত্রিকায় মেয়েটির মৃত্যুর খবর পাবার পর নিজেকে পুলিসের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেছি অনেক, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। কে জানে, হয়ত আমাকেই ধরে বসবে ওরা। ভাববে ব্ল্যাকমেইলিঙের প্রতিশোধ নিয়েছি আমি ওকে হত্যা করে।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'না গিয়ে ঠিকই করেছেন। পুলিস জানলে শেরম্যানও অবশ্যই জানবেন ব্যাপারটা। সেক্ষেত্রে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন আপনি।'

'এ নিয়ে ঘনিষ্ঠ কারও সাথে খোলাখুলি আলোচনা করার জন্যে খুব ছটফট করছিল মনটা। তাই আজ গিয়েছিলাম আমান্দোর অফিসে। ও বলল পুলিসের সামনে কিছু বলার আগে আপনাকে সব জানাতে।'

'আমার মনে হয়,' বলল রানা। 'আপাতত পুলিসকে কিছু জানানো ঠিক হবে না আপনার। বরং অপেক্ষা করুন। ওদের অগ্রগতি দেখুন।'

'কিন্তু, মনে করুন, ওরা যদি কখনও আমাদের অ্যাফেয়ারের কথা জেনে যায়?'

'তাতে কি?'

'না, মানে, যে ভয়টা করছি, আমাকেই যদি খুনী ভেবে বসে, তখন?'

'আগে বলুন। শনিবার, মানে যেদিন মারা গেল সোফিয়া, সেদিন কোথায় ছিলেন আপনি।'

'এখানেই। রোমে।'

'প্রমাণ করতে পারবেন?'

'অফকোর্স।'

'তাহলে চিন্তার কিছু নেই। আপনার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না পুলিস।'

খানিক ভাবল কার্লো মনটি। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিকই বলেছেন। সন্দেহ করলেও কিছু প্রমাণ করতে পারবে না ওরা।'

'ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান ভাবছেন কেউ তাঁর মেয়েকে হত্যা করেছে। এখন যদি এসব জানাতে যান আপনি, চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন ভদ্রলোক। মেয়ের শোকে এমনিতেই উন্মাদ হয়ে

আছেন, কি থেকে কি ঘটে যায় ঠিক নেই। এ মুহূর্তে কেসটা ডীল করছি আমি, প্রাইভেটলি। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি কে হত্যা করতে পারে তাকে। মিস্টার শেরম্যান এ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, সেই আমেরিকান সাংবাদিক কি করেছে এ কাজ?'

'নোপ!' দ্রুত মাথা দোলাল কার্লো মনটি। 'সে রাতে একটা পার্টিতে ছিলাম আমি সেই লোক এবং আরও অনেক রিপোর্টার। হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে।'

'আই সী। আর কে হতে পারে, কোন আইডিয়া?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কার্লো। 'নাহ্!'

'এক লোকের সাথে সোফিয়ার পরিচয় ছিল, যার প্রথম নাম সনি। চেনেন নাকি তাকে?'

'আই ডোন্ট থিঙ্ক সো।'

'আর কারও সাথে দেখেছেন কখনও সোফিয়াকে?'

গাল চুলকাতে লাগল মনটি। আড়চোখে তাকাল টনি আমান্দোর দিকে। 'হ্যাঁ। দেখেছি,' যেন কথাটা বলে মহা অন্যায় করে ফেলেছে, এমন একটা মুখভঙ্গি করল সে।

'কার সাথে?'

চোখ নামিয়ে নিল কলামিস্ট। 'আপনার সাথে। প্যারাডাইস থেকে বেরোচ্ছিলেন আপনারা মুভি দেখে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। তারপর বলল, 'মিস্টার শেরম্যান আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন সোফিয়াকে সঙ্গ দিই আমি। সে জন্যে দুতিনবার একসাথে বেরিয়েছিলাম আমরা। সে যাক, আমি ছাড়া আর কারও সাথে দেখেননি?'

'হ্যাঁ। একবার লুইগি রেস্তোরাঁয় দেখেছিলাম আরেকজনের সাথে। লোকটা ছিল পালোয়ানের মত। যেমন লম্বা, তেমনি তার স্বাস্থ্য।'

কপাল কুঁচকে গেল রানার। 'আরেকটু ডিটেল বর্ণনা দিন লোকটার, প্লীজ।'

'লোকটা ইটালিয়ান, আমি শিওর। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে বয়স। গায়ের রঙ চাপা। বুকের ছাতি বিশাল। নিয়মিত ব্যায়াম করে মনে হয়। চেহারাটাও বেশ ভালই, তবে খুব নিষ্ঠুর লাগে দেখতে। আর...ডান গালে একটা কাটা দাগ আছে। সাদা, আঁকাবাঁকা দাগ।'

'লোকটা কে হতে পারে কোন ধারণা দিতে পারেন?'

'না, সরি। তবে ও চেহারা একবার দেখলে জীবনেও ভুলতে পারবেন না, আমি শিওর।'

'হুঁম!' টনির দিকে তাকাল রানা।

'ও, হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল মনটি। 'লোকটার ডান কানে ছোট্ট একটা সোনার রিঙ দেখেছি।'

'অল রাইট, অ্যাণ্ড থ্যাঙ্কস। আপাতত কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আগে এই পালোয়ানকে খুঁজে বের করি। বলা যায় না এ-ই হয়ত সেই লোক যাকে আমি খুঁজছি। খুব সম্ভব এই লোকই জড়িত আছে সোফিয়ার মৃত্যুর সাথে, বলা যায় না। যাক দুয়েকদিন। চিন্তা নেই। টনি আমান্দোর মাধ্যমে খবর দেব আমি আপনাকে।'

নার্ভাস এক টুকরো হাসি ফুটল মনটির মুখে। 'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন...।' পাশে তাকাল সে, টনিকে বলল, 'আমি

এবার উঠব।'

'আমিও যাব।'

ওরা বেরিয়ে যেতে আগের জায়গায় এসে বসল মাসুদ রানা। অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, সনির সাথে সত্যিই পরিচয় ছিল সোফিয়ার। তার মানে সম্ভবত সেই মেয়েটিও সোফিয়ার পরিচিত—রেনল্টের আজকের ড্রাইভার। সেই একই মেয়ে তো, যার গলা শোনা গিয়েছিল সেদিন টেলিফোনে?

যেভাবে হোক, ভাবল রানা, আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই খুঁজে বের করতে হবে সনিকে।

রিসিভারটা কানের কাছে চেপে ধরল মাসুদ রানা। 'একটা মেয়ের?'

'হ্যাঁ, রানা,' ও প্রান্ত থেকে বলল মোনিকা আলবিনো। 'এর নাম্বার কোথায় পেলে তুমি?'

'নেভার মাইণ্ড। অ্যাণ্ড ডোন্ট বি জেলাস। নামটা বল তার।'

'সারা গ্র্যানডি।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল রানা। সামনে রাখা একটা নোটপ্যাডে লিখতে লাগল নামটা। 'সারা গ্র্যানডি? জি আর এ এন ডি আই, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিকানা?'

'ভিলা প্যালেস্ট্রা। ভেইল পাওলো। ভেরোনেস।'

কি নাম যেন বলছিল টনি আলবার্তো ফেলিনির সম্ভাব্য হত্যাকারীর? ইটোলা গ্র্যানডি না? সারা গ্র্যানডির সঙ্গে কোন

সম্পর্ক আছে নাকি তার? কে এই সারা—ইটোলার স্ত্রী, বোন, নাকি মেয়ে?

সচকিত হল রানা, কি যেন বলছে মোনিকা। আওয়াজটা কানের পর্দায় ড্রাম বাজাচ্ছে যেন। কিন্তু কথা বলার কোন গরজ দেখা গেল না রানার মধ্যে, রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও দড়াম করে। মুহূর্তে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

সূত্র বোধহয় পাওয়া গেল এবার। ঠিক তাই। টনি আমান্দোর কথাই ঠিক, সত্যিই ফেলিনিকে হত্যা করার ব্যাপারে গ্র্যানডিকে সহায়তা করেছিল সোফিয়া। এবং সম্ভবত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে পড়াশুনার কথা বলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

সারা গ্র্যানডি যখন রোমে রয়েছে, সেক্ষেত্রে আশা করা যায় ইটোলা গ্র্যানডিও আছে এদেশেই।

আর সত্যিই যদি আলবার্তো ফেলিনির হত্যাকারী হয়ে থাকে এই লোক…।

উঠে দাঁড়াল রানা। উত্তেজিত হয়ে উঠছে ভেতরে ভেতরে। সম্ভবত পাওয়া গেছে সোফিয়ার হত্যাকারীকে। হয়ত ভিলা প্যালেস্ট্রাতেই পাওয়া যাবে তাকে।

আজই যেতে হবে ওখানে। দেরি করাটা ঠিক হবে না।

তিন

ঘড়ি দেখল রানা। সাতটা বাজে। সন্ধে হতে এখনও অনেক দেরি। দুপুরের পর থেকে কমতে শুরু করে বৃষ্টি। একটু আগে থেমে গেছে পুরোপুরি। কিন্তু মেঘের আনাগোনার কমতি নেই। আবার নামবে যে-কোন মুহূর্তে। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কথা ভাবল রানা। নিশ্চয়ই ওর টেলিফোনের অপেক্ষায় আছেন তিনি। অস্থির হয়ে পড়েছেন তদন্তের অগ্রগতি জানার জন্যে।

ভেবেচিন্তে আই. আই. এ.-কে, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। রোমে এদের নামডাক আছে। কাজও করে ভালই। বিশেষ করে, এদের সাথে রানা এজেন্সির তেমন একটা যোগাযোগ নেই। ভরসা আছে, রানাকে চিনতে পারবে না আই. আই. এ.।

অপারেটরের কাছ থেকে আই. আই. এ.-র নাম্বার জেনে নিয়ে ফোন করল রানা। একটু পরই খসখসে একটা গলা শোনা গেল। 'ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। কে বলছেন, সেনর?'

অল্প কথায় নিজের প্রয়োজনের কথা খুলে বলল রানা। সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিল, কাজটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গোপনীয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংস্থার শ্রেষ্ঠ অপারেটরকে এ

কাজে নিয়োগ করতে হবে।

'সি, সেনর,' রানার ঠিকানা লিখে নিয়ে লোকটা বলল, 'আধঘন্টার মধ্যে সেনর গুইসেপ ম্যালেট্টি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'থ্যাঙ্কস,' লাইন কেটে দিয়ে আরেকটা নাম্বারে রিঙ করল রানা। এটা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রোম প্রতিনিধি হেনরি কোলম্যানের নাম্বার। পাঁচ বছর আগে এখানে বদলি হয়ে এসেছে লোকটা নিউ ইয়র্ক থেকে। সেখানেই রানার সঙ্গে পরিচয় কোলম্যানের।

সেবার মার্কিন নেভির একটা টপ সিক্রেট প্ল্যান আগেভাগে ফাঁস করে দিয়েছিল সে পত্রিকায়। সি. আই. এ.-র সহযোগিতায় লেবাননে বড় ধরনের একটা অন্তর্ঘাতমূলক কাজের পরিকল্পনা নিয়েছিল ইউ. এস. নেভি, যাতে হাজার হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি এবং লেবাননীর মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা ছিল। খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিতে বাধ্য হয় ইউ. এস. নেভি। খেপে ওঠে কোলম্যানের ওপর।

এর ক'দিন পর সাজানো এক নারীঘটিত মামলায় প্রায় জড়িয়েই ফেলেছিল ওরা তাকে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সহায়তায় কোনরকমে কোলম্যানকে উদ্ধার করে সেবার মাসুদ রানা। নইলে শেষ হয়ে যেত কোলম্যান। ধর্ষণ মামলায় কম করেও ষাট বছর জেল হত তার।

সাংবাদিকদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, যারা মানুষের হাঁড়ির খবর পর্যন্ত রাখে। কোলম্যান সেই ধরনের সাংবাদিক। ওর কাছে সনি, ইটোলা গ্র্যানডি সম্পর্কে আরও কোন নতুন তথ্য পাওয়া

যেতে পারে, এই আশায় ফোন করেছে ও।

প্রায় দুসপ্তাহ ধরে রানা রোমে আছে, সময়ের অভাবে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি শুনে রাগে তোতলাতে শুরু করল কোলম্যান। অবশ্য প্রায় সাথে সাথেই সেরে গেল তোতলামি রানার রিজার্ভ স্টকের গোটাচারেক জঘন্যতম গাল শুনে।

'কি রে?' থতমত খেয়ে গেল কোলম্যান। 'দোষ করে আবার উল্টে রাগ দেখাচ্ছিস যে?'

হাসল রানা। 'না, দোস্ত। রাগিনি। কারও রাগ থামানোর দরকার হলে এই টেকনিকটা ব্যবহার করি আমি। নিজস্ব টেকনিক। কাজ দেয় চমৎকার। তোর নিজেকে দিয়েই দ্যাখ, কেমন থামিয়ে দিলাম।'

হো হো করে গলা ছেড়ে হেসে উঠল কোলম্যান। 'শালা বিটকেল! স্বভাব একটুও পাল্টায়নি তোর!'

'চোপ, শালা কোলাব্যাঙ! আগে কাজের কথা শোন।'

'ঠিক আছে, বল।'

'ফ্রি হচ্ছিস কখন?'

'তোর জন্যে সব সময়-ই ফ্রি আমি।'

'গুড। ঠিক সাড়ে আটটায় হ্যারি'স বারে থাকিস। ডিনার করব একসাথে। জরুরি কিছু আলাপ আছে।'

'নো অসুবিধে। থাকব।'

রিসিভার রেখে সিগারেট ধরাল রানা। এই সময় বেজে উঠল বেল। উঠে এসে দরজা খুলে দিল ও। মাঝারি উচ্চতার এক ইটালিয়ান দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, ডোরম্যাটের ওপর। লোকটা মোটা, বয়স চল্লিশের কিছু বেশি-ই হবে হয়ত।

এখানে ওখানে সুতো বেরিয়ে থাকা পুরানো ধূসর রঙের স্যুট পরে আছে লোকটা। মাথায় তেমনি মলিন একটা ভেলোর হ্যাট। আজ নিশ্চয়ই শেভ করেনি লোকটা, সারা গালে গিজ গিজ করছে কাঁচাপাকা দাড়ি। ডান চোখের নিচে খানিকটা জায়গা ফুলে আছে ফোস্কার মত। সাথে করে রসুনের দুর্গন্ধ নিয়ে এসেছে লোকটা, বিষিয়ে তুলেছে বাতাস।

ওর চোখে চোখ রেখে বলল লোকটা, 'ইল সেনর মাসুদ রানা?'

'ইয়েস।'

'গুইসেপ ম্যালেন্ট্রি, ফ্রম আই. আই. এ।'

ম্যালেন্ট্রির হ্যাণ্ডশেকের জন্যে বাড়ানো ডান হাতটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। পিছিয়ে গেল এক পা। 'কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকল ম্যালেন্ট্রি। রানার ইশারায় বসল সোফায়। হ্যাটটা নামিয়ে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল সে, হাত বোলাতে লাগল চকচকে টাকে। পিছিয়ে গিয়ে খোলা একটা জানালার উইণ্ডোসিলে নিতম্বের ভর চাপিয়ে বসল রানা। মুক্ত বাতাসের দরকার হয়ে পড়েছে, এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘরের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে গারলিক ম্যালেন্ট্রি।

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল মাসুদ রানা। 'আমার কিছু ইনফরমেশন চাই। খরচের ব্যাপারে পরোয়া নেই। তবে তাড়াতাড়ি কাজ চাই আমি।'

হাসি ফুটল ম্যালেন্ট্রির মুখে। কয়েকটা সোনা বাঁধানো দাঁত চিক চিক করে উঠল। কিন্তু রানার মনে হল, আচমকা হয়ত তলপেটে কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে তার।

'ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে হবে,' বলে চলেছে রানা। 'এই একই ব্যাপারে পুলিসও তদন্ত করছে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ওদের লেজে পা না পড়ে। তাহলে আপনারা তো বটেই, আমিও ঝামেলায় পড়ব।'

ম্যালেট্টির তথাকথিত হাসিটা মিলিয়ে গেল। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। 'আমরা পুলিসের বন্ধু। তবুও এমন কিছু আমরা করব না যাতে ওরা বিরক্ত হয়। এবং মক্কেলের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছুই করি না আমরা, সেনর। এবং গোপনীয়তা রক্ষার প্রশ্নে এদেশে আমরাই সবচে সিরিয়াস।'

'আমিও তাই চাই।' শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল রানা।

কোটের পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক এবং কাটা পড়তে পড়তে তিন ইঞ্চিতে এসে ঠেকা একটা কাঠ পেন্সিল বের করল ম্যালেট্টি। 'কাজটা কি, সেনর?'

'আমেরিকান একটি মেয়ে, রোমে তার গত বারদিন অবস্থানের বিস্তারিত রিপোর্ট চাই আমি। বিশেষ করে আপনাদের তার বয়ফ্রেণ্ডদের ব্যাপারে জানতে হবে। তাদের নাম, পরিচয় ইত্যাদি। মেয়েটির নাম সোফিয়া শেরম্যান। তার কয়েকটা ছবি দেব আমি আপনাকে। গত সাতাশ তারিখে একসেলশিয়র হোটেলে উঠেছিল সোফিয়া, একা। একদিনই মাত্র ছিল। পরদিন ভায়া ক্যাভোরের একটা বাংলোয় উঠে যায়। কম করেও পাঁচ-ছয়জন পুরুষ সঙ্গী ছিল মেয়েটির। আমি কি চাইছি, আশা করি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আপনার?'

'মোটেই না, সেনর,' নোটবই থেকে মুখ তুলল প্রাইভেট

গোয়েন্দা। 'লা সেনরিনা সোফিয়া সরেনটোয় এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, আই বিলীভ, সেনর? আমেরিকান এক নিউজপেপার ওউনার, ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মেয়ে তিনি। তাই না?'

ব্যাটা কেবল রসুন-ই খায় না, খবর-টবরও রাখে বোঝা যাচ্ছে। 'হ্যাঁ,' বলল ও।

আবার সোনা বাঁধানো দাঁত দেখা গেল ম্যালেট্টির। এই কেসে পয়সার কথা ভাবতে হবে না বুঝতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। নোটবইটা বন্ধ করে পকেটে পুরলো। 'আমি ইমিডিয়েটলি কাজ শুরু করছি, সেনর।'

'এটা গেল প্রথম কাজ। আরও একটা কাজ আছে। একটা নীল রেনল্ট সম্পর্কেও জানতে চাই আমি। গাড়িটা কার জানতে হবে। এই নিন, গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার,' এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল রানা। 'পুলিসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, ওরা বলে এই নাম্বারে নাকি কোন গাড়ি নেই। কিন্তু আমি জানি আছে। আজও ওটাকে দেখেছি আমি। গাড়িটার দেখা পেলে শুধু অনুসরণ করবেন, আর চালককে চিনে রাখার চেষ্টা করবেন। দ্যাট'স অল ফর ইউ।'

'লা সিনরিনার মৃত্যুটা সম্ভবত দুর্ঘটনাজনিত নয়, তাই না, সেনর?'

'জানি না। তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তথ্যগুলো তাড়াতাড়ি জানার চেষ্টা করুন,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'কোন তথ্য পেলে সাথে সাথে ফোন করবেন। লিখিত রিপোর্টের দরকার নেই।' পকেট থেকে চেক বই বের করল রানা। 'কত অ্যাডভান্স করতে হবে?'

'ইউজ্যুয়ালি সতের হাজার লিরা নিই আমরা।'

'আই. আই. এ.-র নামে ক্রসড চেক দিলে চলবে?'

'সি।'

বিশ হাজার লিরার অঙ্ক লিখে চেকের পাতাটা ফড়াৎ করে ছিঁড়ে বাড়িয়ে ধরল ও টেকোর দিকে। 'টেক ইট, অ্যাণ্ড স্টার্ট ইওর জব।'

'শিওর।' অঙ্কটার ওপর চোখ বুলিয়ে আরেকবার সোনা দেখাল ম্যালেট্টি। টাকে হাত বুলিয়ে হ্যাট মাথায় চাপাল। তারপর কোটটা টানতে টানতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রানা বেরোল সোয়া আটটায়। প্রচুর গুঁড়ো বরফ মেশানো স্কচ পান করছিল কোলম্যান। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে উঠে দাঁড়াল। কুশল বিনিময়ের পর বসল ওরা। খুব একটা কথাবার্তা বলল না রানা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ওকে গম্ভীর আর চিন্তিত দেখে কোলম্যানও ঘাঁটাল না। ওর মুখ খোলার অপেক্ষায় থাকল।

একসময় অধৈর্য হয়ে উঠল সে। বলব না বলব না করে বলেই বসল, 'কি রে, কিছু বলছিস না যে?'

'সারা গ্র্যানডি কে, জানিস?'

প্রতিক্রিয়াটা হল তাৎক্ষণিক। চোখেমুখে গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল কোলম্যানের। 'জানি। কেন?' বলল সে।

'কে মেয়েটি?' প্রশ্নটা না শোনার ভান করল রানা।

'ইটোলা গ্র্যানডির মেয়ে। বাপ কুখ্যাত এক ইটালিয়ান গুণ্ডা। নিউ ইয়র্কে থাকত।'

'এখন কোথায় আছে লোকটা?'

'আছে এ দেশেই কোথাও। আত্মগোপন করেছে পুলিসের ভয়ে। তবে কেউ সঠিক জানে না কোথায় আছে। সম্ভবত পুলিসও জানে না। কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসেছে। শুনেছি, মোটরবোটে প্রথমে নেপলস আসে ইটোলা। ওখানকার ভিসুভিয়াস হোটেলে ছিল একদিন। তারপর থেকে হাওয়া। কোন খবর নেই লোকটার। তবে এটুকু জানি, এখনও এদেশেই আছে সে।'

'সারাও জানে না কোথায় আছে?'

'হয়ত জানে। কিন্তু বলে না। আমি নিজে ওর ইন্টারভিউ নিয়েছি। প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ রোমে আছে সারা। আগে থাকত নিউ ইয়র্কে, বাপের সাথে।'

'চলে এল কেন?'

'বলে পড়াশুনা শেষ, তাই চলে এসেছে।'

'তাই?'

'বাপের সাথে নাকি অনেকদিন যোগাযোগ নেই। সে কোথায় আছে জানে না।'

ইশারায় একজন ওয়েট্রেসকে ডেকে ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিল রানা। 'ইটোলা গ্র্যানডি সম্পর্কে কি কি জানিস, সব বল আমাকে।'

একটু বিস্মিত মনে হল কোলম্যানকে। 'বলিস কি! আমি তো জানতাম তুই সবই জানিস ওর ব্যাপারে।'

মাথা দোলাল রানা, জানে না।

'হতে পারে। তবে তোর নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চের ছেলেরা জানে সব।'

'কি জানি, জিজ্ঞেস করিনি কখনও। তুই বল।'

'নিউ ইয়র্ক বেকারস' অ্যাণ্ড ওয়েটারস' ইউনিয়নের প্রধান ছিল ইটোলা গ্র্যানডি। লোকটা যেমন টাফ তেমনি বিপজ্জনক। ওই ইউনিয়নের ডিপুটি চীফ ছিল আরেক ইটালিয়ান গুণ্ডা, আলবার্তো ফেলিনি। গত কয়েক বছর ধরে ফেলিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছে ইলেকশনে গ্র্যানডিকে হারিয়ে তার পদটা দখল করবে। কিন্তু পারেনি। শেষে কায়দা করে গ্র্যানডির বাংলোয় হেরোয়িনের বড় একটা প্যাকেট প্ল্যান্ট করে ফেলিনি এবং টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দেয় নারকোটিক ডিপার্টমেন্টকে। সাথে সাথে রেড করে তারা গ্র্যানডির বাংলোয়।

'ইনফরমেশন অনুয়ায়ী জায়গামতই পাওয়া যায় প্যাকেটটা। ইটোলা গ্র্যানড়িকে অ্যারেস্ট করে পুলিস। কিন্তু কেসটা ছিল আসলে কাঁচা। ফেলিনি যদি আরও একটু মাথা ঘামিয়ে প্ল্যানটা করত, তাহলে হয়ত উদ্দেশ্য হাসিল হত তার। প্রায় অনায়াসেই গ্র্যানডি জিতে গেল কেসে। ছাড়াও পেল। কিন্তু এই সুযোগটা নিল প্রেস। বিপজ্জনক ইটোলা গ্র্যানডিকে হাড়ে হাড়ে চেনে তারা। নিউ ইয়র্কের সবগুলো পত্রিকা তখন খেয়ে না খেয়ে তার পিছনে লাগল, এমন সব মন্তব্য করতে লাগল গ্র্যানডির বিরুদ্ধে যে ঘাবড়ে গেল প্রশাসন। জনমতের ভয়ে সরকার বাধ্য হল গ্র্যানডিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কোলম্যান। 'জন্মগত ভাবে ইটালীর নাগরিক লোকটা। এদেশে চলে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করে সে। কিন্তু গ্র্যানডির নেপলস উপস্থিতির খবর পাওয়ার সাথে সাথে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিস, তাকে অ্যারেস্ট করার ছুতো খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওদের চাইতে

অনেক বেশি তৎপর ছিল লোকটা। বিপদ হওয়ার আগেই গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়।'

'শুনেছি ও-ই নাকি খুন করিয়েছে ফেলিনিকে। সত্যি নাকি?'

'মোর অর লেস, সত্যি।'

ব্র্যাণ্ডি দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে যার যার গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল রানা ও কোলম্যান।

'নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করার আগে ফেলিনিকে হুমকি দিয়েছিল গ্র্যানডি। বলেছিল, প্রতিশোধ নেবে এর। এ-কাজ যে ও-ই করিয়েছে, আমার অন্তত তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল কোলম্যান।

'কি করে ঘটল ব্যাপারটা? গ্র্যানডির হুমকি সিরিয়াসলি নেয়নি নাকি ফেলিনি?'

'অবশ্যই নিয়েছিল। এক দঙ্গল সশস্ত্র বডিগার্ড ছাড়া এক পা-ও নড়ত না আলবার্তো ফেলিনি। কিন্তু গ্র্যানডি ওস্তাদ লোক, যে চাল চেলেছিল...।'

এরপর যা বলল কোলম্যান, তা টনি আমান্দোর কাছে শোনা কাহিনীর সাথে মিলে গেল হুবহু। সেই সাথে যোগ করল, 'পরদিন সকালে মৃত পাওয়া যায় ফেলিনিকে। অ্যাপার্টমেন্টের মেইনডোর খোলা ছিল।'

'আর ওর বান্ধবী?'

'মিলিয়ে গিয়েছিল হাওয়ায়। কেউ কিচ্ছু বলতে পারেনি মেয়েটির ব্যাপারে। তবে একটা বিষয়ে সবাই নিশ্চিত ছিল। তা হল, সে-ই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিল হত্যাকারীর জন্যে। কারণ দরজা অক্ষতই ছিল, বাইরে থেকে জোর করে খোলা হয়েছে

এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি।'

এটুকুও মিলে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত ভাবল রানা। তারপর বলল, 'মেয়েটির পরিচয় সম্পর্কে জানিস কিছু?'

হাসল কোলম্যান। 'জানি বৈকি! নিউ ইয়র্ক ভিশনের মালিক ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মেয়ে ছিল ওটা, সোফিয়া শেরম্যান। বিশ্ব বখাটে। কিন্তু,' অসহায় ভঙ্গি করল সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে। 'প্রমাণ করতে পারব না।'

'আই সী!' আনমনে গ্লাসে চুমুক দিল রানা।

'ব্যাপার কি, রানা? এসব পুরানো কাসুন্দি কেন ঘাঁটছিস তুই?'

'সনি নামে কোন ইটালিয়ানকে চিনিস? এ-ও বেআইনী জগতের মানুষ। বিশালদেহী ষাঁড়ের মত। গালে আঁকাবাঁকা কাটা দাগ আছে।'

ঠোঁট ছুঁচোলো করে খানিক ভাবল কোলম্যান। তারপর মাথা দোলাল। 'নাহ্! সরি।'

চার

মনটা তেতো হয়ে গেল মাসুদ রানার। প্রয়োজনের সময় এসব কথা শেরম্যানকে কি করে বলবে ও? প্যামেলা তাহলে ঠিকই

বলেছিল দেখা যাচ্ছে। এসব নোংরা কাহিনী শুনলে কি অবস্থা হবে মানুষটির? কিন্তু না বলেই কি থাকতে পারবে ও? আজ হোক, কাল হোক জানাতে তো হবেই।

বাংলোর গেট খোলা দেখে একটু অবাক হল রানা। কে খুলল গেটটা? গাড়ি নিয়ে পোর্চে এসে থামল ও। পোর্চের মৃদু আলোয় বারান্দায় খাটোমত একটা ছায়ামূর্তির ওপর চোখ পড়ল রানার। চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না। কে ও? ভাবতে ভাবতে নেমে এল ও গাড়ি থেকে।

এবার সামনে এগিয়ে এল লোকটা। সিঁড়ি বেয়ে দু'ধাপ নামতেই আলো পড়ল তার মুখের ওপর। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি! দুটো হার্টবিট মিস হল রানার। একচুল নড়ছে না লোকটা। কোমরে হাত রেখে স্থির চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। চাউনিটা যেন কেমন কেমন।

'হ্যালো, লেফটেন্যান্ট,' হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখিনি তো?'

'এইমাত্র এসেছি আমি,' গম্ভীর সুরে, একঘেয়ে গলায় বলল ফ্রেনজি। ঠোঁট কাঁপল না একটুও। 'জরুরি কিছু কথা আছে আপনার সাথে।'

'শিওর,' দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। সুইচ টিপে জ্বেলে দিল আলো। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

ডোরম্যাটে পা ডলে ঘরে ঢুকল ফ্রেনজি। তার আগে চকিতে একবার নজর বুলিয়ে নিল দরজটার ওপর। পাল্টে ফেলা হয়েছে ভাঙা তালাটা।

'বসুন।'

'থ্যাঙ্কস,' বসল গোয়েন্দা। শিরদাঁড়া খাড়া। চাউনি তেমনি অচঞ্চল, সরাসরি চেয়ে আছে ওর দিকে।

'আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, লেফটেন্যান্ট?' রানাও বসল। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। বুঝতে পেরেছে, ভেতরে ভেতরে ঘটে গেছে কিছু একটা। কি সেটা? রবার্ট হুইটনির সঙ্গে মাসুদ রানাকে মিলিয়ে ফেলেছে নাকি?

'আপনাকে প্রথমে একটা জরুরি খবর দিয়ে নিই, সেনর মাসুদ রানা। করোনার ইল সেনর ক্যানডালো তাঁর মত পাল্টেছেন। লা সেনরিনার মৃত্যুটাকে এখন আর দুর্ঘটনা ভাবতে রাজি নন তিনি। অবশ্য এজন্যে দুঃখও প্রকাশ করেছেন তিনি। ব্যাপারটা যদি আপনার বসকে জানিয়ে দেন, ভাল হয়।'

'অবশ্যই জানিয়ে দেব,' বলার সময় রানার চেহারায় কোন ভাবের রেখা ফুটল না।

'আর আমরা, এখানে আমি, সরেনটোয় লেফটেন্যান্ট গুইডো, দু'জনে ফুল স্কেল ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছি হত্যাকারীকে সনাক্ত করার ব্যাপারে। এরই মধ্যে সেই রহস্যময় রবার্ট হুইটনিকেও ট্রেস করতে পেরেছি আমরা, খুব সম্ভব।'

গলা শুকিয়ে উঠতে লাগল রানার। 'রিয়েলি?'

'উই থিঙ্ক সো।'

'তাহলে ধরছেন না কেন এখনও?'

সামান্য হাসি ফুটল এবার বেঁটে গোয়েন্দার মুখে। 'ধরব। আর একটু শিওর হওয়া বাকি আছে। পরশু সরেনটোয় আইডেন্টি-ফিকেশন প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছে। ওটা হয়ে গেলেই...।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকল সে।

'কোথায় আছে লোকটা?' নিজের কানেই কর্কশ লাগল কথাগুলো।

'এখানেই। রোমে।'

'যদি পালিয়ে...' থেমে গেল রানা লেফটেন্যান্টকে এপাশ ওপাশ মাথা দোলাতে দেখে।

'পারবে না,' আস্থার সঙ্গে বলল সে। 'পুলিস চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখছে তার ওপর।'

'আপনাদের নতুন তদন্ত শুরু করার আগে মিস্টার শেরম্যানকে জানিয়ে নিলে ভাল হতো না?'

'তার কোন দরকার দেখি না, সেনর। আমরা আমাদের কাজ করছি। তাঁকে জানাবেন কি না, সেটা আপনার ব্যাপার।'

লোকটিকে খুবই আস্থাশীল মনে হচ্ছে ওর এ-মুহূর্তে। অথচ দু'দিন আগেও ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের ভয়ে একে কেঁচো হয়ে যেতে দেখেছে সে। ব্যাপারটা কি? সাথে সাথেই উত্তরটা পেয়ে গেল রানা। এটা অন্য কোন ব্যাপার হলে শেরম্যানের দাবি অগ্রাহ্য করতে সাহস পেত না এরা। এখন পারছে। 'কারণ সোফিয়ার নোংরামী জেনে গেছে পুলিস।

এর সাথে জড়িয়ে আছে শেরম্যানের মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। কাজেই বেশি বাড়াবাড়ি করতে পারবেন না ভদ্রলোক, তা ওরা ভালই বোঝে। সব ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে উল্টে নিজেই চুপ হয়ে যাবেন।

'লা সেনরিনার বেশ কয়েকজন পুরুষ বন্ধুর খোঁজ পেয়েছি আমি,' আবার বলল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'এ সব ব্যাপারে কোন বাছ বিচার ছিল না তাঁর।'

'বলতে চাইছেন নীতি বিবর্জিত জীবন যাপন করত সোফিয়া?'

'আ'য়্যাম অ্যাফ্রেড সো।'

'আপনি শিওর?'

মাথা দোলাতে লাগল গোয়েন্দা, 'শিওর, শিওর! এদেরই কেউ হত্যা করেছে তাঁকে। লা সেনরিনার পুরুষ বন্ধুদের একটা তালিকা তৈরি করেছি আমি, সেনর। ওর মধ্যে আপনার নামও আছে।'

রেগে ওঠার ভান করল রানা। 'তার মানে আপনি...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল লোকটা। 'না না, তেমন কিছু মীন করছি না আমি। আমি ভেতরের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি এখনও। আপনি চিনতেন লা সেনরিনাকে, ঠিক?'

'ঠিক।'

'তাঁকে নিয়ে মুভি দেখতে গিয়েছেন, লাঞ্চ-ডিনার করেছেন, এগুলো মিথ্যে নয় নিশ্চয়ই?'

'না। সত্যি।'

'গুড। এবার দয়া করে বলুন, তাঁর মৃত্যুর দিন সন্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

অনেক আগেই এ প্রশ্নের উত্তর ভেবে রেখেছে ও। কিন্তু তখনই উত্তর দিল না। বরং শান্ত গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল। 'আপনার কি মনে হয় সোফিয়াকে আমি হত্যা করেছি?'

'আপনাকে বলেছি, সেনর, লা সেনরিনার পুরুষ বন্ধুদের একটা তালিকা তৈরি করেছি আমি। 'ওইদিন সন্ধেয় তারা কে কোথায় ছিল জানার চেষ্টা করছি। এখন দয়া করে কথা না বাড়িয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। কোথায় ছিলেন আপনি তখন?'

'এখানেই ছিলাম। আমার বাংলোয়। পরদিন সকালে মাছ...'

'পরদিনের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই, সেনর,' বলল ফ্রেনজি। 'আমি শুধু জানতে চাই ওইদিন সন্ধের সময় কোথায় ছিলেন।'

'এখানেই ছিলাম।'

'কি করছিলেন?'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'মানে, সন্ধেটা কাটালেন কি ঘরে শুয়ে-বসেই? নাকি...'

'বই পড়ে।'

'আই সী!' চোখ নামিয়ে নিজের চকচকে পালিশ করা জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ লেফটেন্যান্ট। 'ডিনার করেছেন কোথায়?'

'ঘরেই। মাথা ধরেছিল খুব, তাই ইচ্ছে থাকলেও বেরোতে পারিনি।'

'কেউ দেখা করতে এসেছিল ওইসময় আপনার সাথে? বা টেলিফোন করেছিল কেউ? অথবা আপনি কাউকে...?'

'অ্যাঁ...,' যেন চিন্তা করছে, এমন একটা ভাব করল রানা। 'হ্যাঁ। আমি ফোন করেছিলাম।'

'তাই? কাকে?'

'আমার পি.এ-কে।'

'ক'টার দিকে বলুন তো?'

'ঠিক সময়টা মনে নেই। তবে আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে।' বুদ্ধি করে লিজার বাইরে যাওয়ার সময়টা জেনে নিয়েছিল বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও।

'কি নিয়ে আলাপ করেছিলেন সেনরিনার সাথে? আই মীন ব্যাপারটা যদি একান্ত ব্যক্তিগত না হয়...'

হাসল রানা। 'আলাপ হয়নি।'

'বুঝলাম না।'

'আমি টেলিফোন করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু লিজাকে পাইনি। বাসায় ছিল না তখন সে। শপিং করতে গিয়েছিল।'

কতক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল ফ্রেনজি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছোট্ট করে বলল, 'অ।'

আবার নীরব হয়ে গেল লোকটা। জুতোর ডগা দিয়ে কার্পেট বিছানো ফ্লোরে 'থ্যাপ' 'থ্যাপ' আওয়াজ করছে। দু'চোখের মাঝখানে গভীর ভাঁজ পড়েছে। আবার যখন চোখ তুলে তাকাল, রানার মনে হল দু'চোখ জ্বলছে ব্লো-ল্যাম্পের মত।

'ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ, সেনর,' উঠে দাঁড়াল গোয়েন্দা। 'সমস্যাটা জটিল, বুঝতেই পারছেন। খোঁজ-খবর এবং একে-তাকে প্রশ্ন করে রহস্যের কিনারা করতে হবে আমাদের। এর কোন শর্টকাট উপায় নেই। বোধহয় আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

'দ্যাট'স ও কে,' বলল রানা।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্রেনজি। ঘুরে দাঁড়াল। 'আর কিছু কি বাদ পড়ে গেল, সেনর? মানে, এমন কিছু কি ছিল আপনার যা বলতে ভুলে গেছেন?'

'না, লেফটেন্যান্ট। আমি অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড প্রফেসর নই।'

'আমিও তাই ভাবি। তবুও বলা তো যায় না, মানুষের মন। হয়ত পরে মনে পড়বে আপনার।'

'তেমনটি হলে সাথে সাথে জানাব আপনাকে।'

'আই উইল বি গ্ল্যাড ইফ ইউ উড। ও হ্যাঁ, শুক্রবার নেপলস-এ একবার যেতে হচ্ছে আপনাকে। আমরা ওইদিন ফাইন্যাল রিপোর্ট দেব লা সেনরিনার মৃত্যুর ব্যাপারে। তৈরি থাকবেন।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি।

ভেতরের আলো নিভিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রানা। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। ঢাল বেয়ে দ্রুত পায়ে নেমে যাচ্ছে। সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল রানা। এখনও থম মেরে আছে আকাশ। পুরু কালো মেঘে ঢাকা। মাঝে মধ্যে ওর ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ—নিঃশব্দে। এবার নামলে সারারাত ধরে চলবে বৃষ্টি।

মনের ভেতর বিপদ সঙ্কেত বাজছে। সোফিয়ার হত্যাকারীকে সনাক্ত করার ব্যাপারে একচুল এগোতে পারেনি ও। অথচ ফ্রেনজি তার কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছে। তাড়াতাড়ি মাঠে নামার তাগিদ অনুভব করল রানা। নইলে দেরি হয়ে যেতে পারে।

টেলিফোনের আওয়াজে সচকিত হল মাসুদ রানা। সিগারেট ফেলে দিয়ে ভেতরে চলে এল তাড়াতাড়ি। রিসিভার তুলতেই লিজার গলা শোনা গেল। 'রানা, কি করছ?'

'তৈরি হচ্ছি।'

'তৈরি হচ্ছ মানে?'

'জরুরি কাজ আছে। বেরোতে হবে।'

'এত রাতে...কি কাজ? আমি আসব?'

'কেন?'

'যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয়!'

‘ধন্যবাদ। তার দরকার নেই। তুমি কিন্তু ধৈর্য ধরবে বলে কথা দিয়েছিলে কাল, লিজা।’

‘হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করছে, রানা।’

‘ও কিছু না। ঘুম দাও, ঠিক হয়ে যাবে। রাখি, সকালে দেখা হবে।’ তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল ও। ঘড়ি দেখল। পৌনে বারটা। আরেকটু গভীর হোক রাত, ভাবল রানা। সেই সাথে যদি বৃষ্টি নামত,খুব সুবিধে হত। সময় কাটছে না। লাউঞ্জে এসে টিভি খুলল রানা। মারিয়া মেনেঘিনি কাল্লাসের গানের অনুষ্ঠান চলছে। পুচ্চিনির বিখ্যাত একটা গান গাইছে শিল্পী।

আবার বেজে উঠল টেলিফোন। ভল্যুম কমিয়ে দিয়ে ফোন ধরল ও। ‘ইয়েস?’

শোঁ শোঁ, খুট খাট ইত্যাদি নানারকম আওয়াজ ছাপিয়ে সেই পুরুষালী মেয়ে কণ্ঠটা শোনা গেল—ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের পি. এস। নিউ ইয়র্ক থেকে লং ডিসট্যান্স কল। ধৈর্য ধরে থাকতে পারেননি ভদ্রলোক।

‘মিস্টার মাসুদ রানা?’

‘বলছি।’

‘মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান কথা বলবেন, স্যার। একটু ধরুন।’

প্রায় সাথে সাথে ভদ্রলোকের গলা ভেসে এল। ‘কেমন আছ, রানা?’

‘ভাল আছি। আপনার জার্নিতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?’

‘নো, থ্যাঙ্কস। রানা, কোন অগ্রগতি হল?’

'লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি এসেছিল এইমাত্র।'

'কি বলে সে?'

'সোফিয়ার মৃত্যুকে ওরা আর দুর্ঘটনা ভাবতে রাজি নয়। ওরা ফুল-স্কেল ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছে। রবার্ট হুইটনিকে খুঁজছে এখন।'

অনেকক্ষণ কথা বললেন না ভদ্রলোক। লাইনের বিভিন্ন বিরক্তিকর আওয়াজ পীড়া দিচ্ছে কানকে। 'সিদ্ধান্ত কেন পাল্টাল ওরা? করোনার আর পুলিস চীফের সাথে যে কথা হয়েছে আমার, বলনি লোকটাকে?'

'বলেছিলাম। মনে হয় করোনার আর ফ্রেনজির চীফও মত পাল্টে ফেলেছে। সেরকমই বলল ফ্রেনজি।' এই সাথে বাংলো থেকে সোফিয়ার ক্যামেরা চুরি যাওয়ার কথা শেরম্যানকে খুলে বলল রানা।

ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন তিনি, 'তাহলে? কি করতে চাও তুমি এখন?'

'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দেখি কি করা যায়। পুলিস জানতে পেরেছে এখানে বেশকিছু পুরুষ বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছিল সোফিয়া। তাদেরকে খুঁজছে ওরা। যাকগে, আমিও বসে নেই। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই আশা করি।'

'রানা, আমার হয়ে ফ্রেনজিকে একটা কথা বোলো। বলবে, সোফিয়াকে নিয়ে ও যদি কোনরকম স্ক্যাণ্ডাল ছড়ায়, ওর ভবিষ্যৎ ধুলো করে দেব আমি।'

'বলব। তবে আমার মনে হয় না এ নিয়ে এখনই দুশ্চিন্তার কিছু আছে।'

'তুমি বললে ভরসা পাই, সন।'

'খুব একটা ভরসা দিতে পারছি না আপনাকে। তবে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

'ওতেই আমি খুশি। আর শোন, করোনারের সাথে আলাপ করে দেখ। লোকটা আমাকে কথা দিয়েছিল সোফিয়ার প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা চেপে রাখবে। অথচ এখন...।'

'না, সে ভয় নেই। ওটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না এখন পুলিস। হুইটনি ধরা না পড়া পর্যন্ত ওসব নিয়ে কোন কথা ওঠার সুযোগ নেই। ওটা আসবে পরে।'

'সম্ভব হলে আজই একবার কথা বল করোনারের সাথে। কাল দুপুরে আবার ফোন করব আমি। তোমার ফোন করার দরকার নেই। কাজ চালিয়ে যাও তুমি। ওকে?'

'ওকে।'

কেটে গেল লাইন। নেপলস টেলিফোন করল রানা, করোনার সলোযা ক্যানডালোর বাসায়। দু'বার রিঙ হতে তিনি নিজেই ধরলেন ফোন।

'আমি নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো চীফ বলছি,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'মাসুদ রানা।'

'ইয়েস, ইয়েস, সেনর। বলুন?' হেঁ হেঁ করে হাসলেন করোনার। 'কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'আমার জন্যে কিছুই করার নেই আপনার। এইমাত্র কথা বলেছি আমি মিস্টার শেরম্যানের সাথে। তাঁর সঙ্গে আপনার কোন বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল। কিন্তু আপনি তা ভুলে গেছেন জানতে পেরে দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। সম্ভবত কাল-পরশু আবার এ দেশে

আসছেন তিনি।'

আকাশ থেকে পড়লেন যেন করোনার। 'না না, সে কি! কে বলেছে আপনাকে ভুলে গেছি আমি? কিচ্ছু ভুলিনি আমি, সেনর। সব পরিষ্কার মনে আছে। তাঁর মেয়ের প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা তো? ওটা যেমন বলেছি, তেমনি চাপা থাকবে। আর খুনীর ব্যাপারে... ওসব নিয়ে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই সেনর শেরম্যানের, বুঝলেন?'

'তাই যেন হয়। নইলে পরে বলবেন না যেন আপনাকে সতর্ক করিনি আমি,' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা।

শুরু হয়ে গেছে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি। এইবার! তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে শুরু করল মাসুদ রানা।

পাঁচ

স্টেডিয়ামের উল্টোদিকের মার্গারিটা সুপার মার্কেটের সামনে গাড়ির গতি কমাল রানা। পার্কিং লটে চার-পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ছাড়া ছাড়া ভাবে। ওর মাঝে অন্ধকারমত এক জায়গায় লিঙ্কন কনভার্টিবলটা দাঁড় করাল ও। স্টার্ট বন্ধ করে আশপাশে তাকাল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে ঝাপসা লাগছে সব। বড় বড় ফোঁটাগুলো

রাস্তায় আছড়ে পড়েই বিস্ফোরিত হচ্ছে। গাড়ির ছাতে অবিরাম ড্রামের শব্দ। কি এক সম্মোহনী জাদু আছে যেন ওর মধ্যে। মন দিয়ে শুনলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে যাবে।

পাশ থেকে রেইনকোটটা তুলে নিল মাসুদ রানা। আজই দুপুরে এটা কিনেছে ও। ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে বেরোল। চওড়া রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা বলতে গেলে। ঘুরে সুপার মার্কেটের দিকে তাকাল ও। গেটের কাছে দু'চারজন লোক দেখা যাচ্ছে। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেইনকোটের দু'পকেটে হাত ভরে দীর্ঘ পায়ে রাস্তা পার হল রানা।

স্টেডিয়ামের দেয়াল ঘেঁষে পিছনের অভিজাত আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ল। ভেইল পাওলো ভেরোনেস জায়গাটার নাম। রোমের ধনী চূড়ামণিদের অন্যতম স্বর্গ। দু'দিকে অনেক দূর পর পর একেকটা বাড়ি। বেশিরভাগই দোতলা। রাস্তায় জনমানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই। ডানদিকের দুটো বাড়ির পরই ভিলা প্যালেস্ট্রা।

গেটের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। আট ফুট উঁচু পাথরের দেয়াল ঘিরে রেখেছে ভিলাটাকে। দূরে বাহারি ফুলের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আবছাভাবে অন্ধকার ভিলাটা দেখা যায়। সামনে প্রকাণ্ড লন। আস্তে করে ভেতরে ঢুকল রানা। বাঁ দিকে গার্ডরুম। কিন্তু খালি। গার্ড নেই। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ওটার পিছন দিকটাও ঘুরে এল রানা। কোথাও কারও চিহ্ন নেই।

সাবধানে এগোল রানা। লনের মাঝখান দিয়ে দীর্ঘ ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে পৌঁছে গেল ভিলার ত্রিশ গজের মধ্যে। একটা বড়

ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল। ব্যাঙ ডাকছে চারদিকে। ইতস্তত করছে রানা।

আশপাশে কোথাও গার্ড থাকতে পারে ভেবে সতর্ক। এ বাড়ির সাথে ইটোলা গ্র্যানডির যদি কোন রকম সংস্রব থেকে থাকে, তাহলে গার্ড থাকবেই, কোন ভুল নেই তাতে। খুব সাবধানে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে পুরো ভিলাটা ঘুরে এল ও। যে সব জায়গায় গার্ড থাকতে পারে বলে সন্দেহ হয়েছে, তার সবখানেই খুঁজে দেখেছে। নেই গার্ড।

এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হল মাসুদ রানা। ঘুরে ভিলার অন্যদিকে চলে এল। সামনের বড় বারান্দা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তার ওপাশেই গ্যারেজ। চক্কর দেবার সময় এদিকের এক জানালায় আলো দেখতে পেয়েছিল ও। এখনও জ্বলছে আলোটা। জানালার পর্দা টানা নেই। ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ও পরিষ্কার। এটা ছাড়া ভিলার আর কোথাও কোন আলো নেই। রুমটা বেশ বড়। আসবাবপত্র সব দামি, লেটেস্ট ডিজাইনের। একই সঙ্গে মেয়েটির ওপর চোখ পড়ল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, টেবিল বা কিছু একটার ওপর ঝুঁকে কি করছে যেন মেয়েটি। সুবিধের জন্যে আরেকটু এপাশে সরে দাঁড়াল রানা।

টেবিল-ই। ওটার ওপর একটা কালো ইভনিং ব্যাগ, তার ভেতর কিছু একটা রাখছে মেয়েটি। ভাল করে তাকাতে হল না, প্রথম দেখাতেই বুঝে নিয়েছে রানা, এ সেই মেয়ে। এই মেয়েটিই ওকে অনুসরণ করছিল আজ। নিশ্চয়ই সারা গ্র্যানডি, ভাবল রানা। সরাসরি আলোর নিচে দাঁড়ানোয় মুখটা দেখা যাচ্ছে তার পরিষ্কার।

চেহারাটা চেয়ে দেখার মত, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না রানা। তেমনি দেহের গঠন, চোখ ফেরানো দায়। পাঁচ ফুট তিন কি চার ইঞ্চি হবে লম্বায়। বয়স বাইশ-তেইশ। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলগুলোর রঙ বাদামী। ঢোলা সাদা ইভনিং ড্রেস পরে আছে মেয়েটি। চমৎকার মানিয়েছে।

একটু পর ব্যাগের জিপার টেনে বন্ধ করল মেয়েটি। পাশেই চেয়ারের ওপর থেকে তুলে নিল একটা মিঙ্ক কোট। এক কাঁধে ইভনিং ব্যাগ, অন্য কাঁধে কোটটা ঝুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। কয়েক পা হেঁটে রুমের ও প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে নিভে গেল ঘরের আলো, নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল ভিলা প্যালেস্ট্রা। প্রকাণ্ড জানালার কাঁচে দ্রুত উড়ে চলা মেঘের ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এখন রানা।

বৃষ্টির তেজ এরমধ্যে আরও বেড়ে গেছে যেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পর সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেয়েটি। মিঙ্ক কোটটা এর মধ্যে গায়ে চড়িয়ে নিয়েছে। হাতে বড় একটা ছাতা দেখা যাচ্ছে। ওটা মাথায় দিয়ে এক দৌড়ে ওপাশের গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল সে। আলো জ্বলে উঠল গ্যারেজের।

একটা বটল্ গ্রীন ক্যাডিলাকের ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। দরজার মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে ওটার নাক থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বা, সাদা রঙের চওড়া স্ট্রাইপ রয়েছে। স্টার্ট নিল ক্যাডিলাক। দ্রুত বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে। রানা যে ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দশ ফুট সামনে দিয়ে গেটের দিকে ছুটে গেল দ্রুতবেগে। গেটের সামনে পৌঁছে থামল ক্যাডিলাক। গেট খোলার আওয়াজ শুনল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার

হুঙ্কার ছাড়ল ওটার শক্তিশালী এনজিন। উঁচু দেয়ালের ওপাশে রাস্তার গাছগুলো আলোকিত হয়ে উঠল হেডলাইটের আলোয়। বোঝা গেল স্টেডিয়ামের দিকেই যাচ্ছে মেয়েটি।

কিন্তু তখনই নড়ল না মাসুদ রানা। পুরো পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে ভিলার দিকে। তারপর এগোলো। আড়াল ছেড়ে ড্রাইভওয়েতে উঠে এল। প্রায় দৌড়ে এগিয়ে চলল ভিলার দিকে। সামনের দরজার হাতলটা ঘোরাল ও। ঘুরছে না। বন্ধ।

অবশ্য খোলা থাকবে এমনটি আশা করেনি ও। পকেট থেকে স্টীলের ছোট একটা এক মাথা বাঁকানো স্পাইক বের করল। বাঁকা প্রান্তটা চ্যাপ্টা, দু'ফাঁক করা। সেদিকটা তালার ভেতর ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল রানা। দু'তিনবার এদিক-ওদিক ঘোরাতেই আওয়াজ উঠল 'খুট' করে। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। স্পাইকটা পকেটে পুরে একটা মিনি টর্চ লাইট বের করল। ওটার আধুলি সাইজের জোরাল আলোয় দেখে নিল রুমটা। এটা হলরুম।

হলরুমের শেষ মাথায় বাঁ প্রান্তে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি, উঠে গেছে দোতলায়। আগে ওপরটা দেখে আসা যাক, ভাবল রানা। তাড়াতাড়ি উঠে এল ওপরে। লম্বা একটা ল্যাণ্ডিঙে উঠে শেষ হয়ে গেছে সিঁড়ি। সেখানে একটু দূরে দূরে চারটে দরজা দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি চারটে রুম। এগিয়ে এসে প্রথম দরজাটা খুলল রানা।

প্রথম দর্শনেই বুঝল ও, এটা নিশ্চয়ই সারার রুম। রুমটা মাঝারি আকারের। এক কোণে একটা ডিভান, ওপরে ভেলভেটের রক্ত-লাল বেড কভার। চার দেয়াল ধূসর রঙের সাটিন দিয়ে

মোড়া। ড্রেসিং টেবিলসহ ঘরের অন্য সব আসবাবপত্র রূপালী রঙের। স্টীলের তৈরি টকটকে লাল কার্পেট বিছানো পুরো ঘরে। ভেতরে এসে দাঁড়াল রানা।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল প্রথমেই। সামনে খোলা পড়ে আছে একটা জুয়েলারি বক্স। ভেতরে যা যা আছে সবই অত্যন্ত দামি। ডায়মণ্ড বসানো তিনজোড়া ইয়ার রিঙ, পাঁচটা আংটি, একজোড়া ডায়মণ্ড কলার ইত্যাদিসহ আরও হরেক রকমের অলঙ্কার। টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধানো দ্যুতি ছড়াচ্ছে সবগুলো।

বোঝা গেল পানিতে ফেলার মত প্রচুর অর্থ আছে সারা গ্র্যানডির। অথবা, ভাবল রানা, হয়ত এরও সোফিয়া শেরম্যানের মত পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা অনেক। একটা একটা করে অন্য রুমগুলোও ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখল ও। শেষ রুমটায় পা রেখেই থমকে দাঁড়াল। এটা সম্ভবত অতিরিক্ত বেডরুম। মনে মনে যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল ও এই রুমে।

ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল বাঁ হাতে পড়ে আছে ওর চুরি যাওয়া সুটকেসটা। খোলা। দামি দামি স্যুটগুলো সব দলা পাকিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে ভেতরে। এক কোণে চিক চিক করছে ওর প্রিয় রুপোর তৈরি সিগারেট কেসটা। গত জন্মদিনে সোহেল ওটা উপহার দিয়েছিল। অনেকক্ষণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

তারপর আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসল সুটকেসটার সামনে। একটা একটা করে স্যুটগুলো বের করে রাখল মেঝের ওপর। চুরি যাওয়া সবকিছুই আছে এখানে—নেই শুধু সোফিয়ার ক্যামেরাটা। যেমন ছিল, আবার তেমনি অগোছাল করে রাখল ও জিনিসপত্র।

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে কেঁপে উঠল পুরো ভিলা। চমকে গেল রানা ভূমিকম্প মনে করে। অবশ্য পরক্ষণেই ভুলটা ভাঙল ওর। আসলে হলরূমের দরজাটা গায়ের জোরে ধাক্কা মেরে খুলল কেউ। দেয়ালে আছড়ে পড়েছে ওটা সশব্দে।

'সারা!' ভীষণরকম মোটা, কর্কশ গলায় হাঁক ছাড়ল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

অবাক হল রানা গলাটা শুনে। কোন মানুষের গলা দিয়ে যে এরকম অমার্জিত, জান্তব স্বর বেরোতে পারে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। গলাটা রানার পরিচিত। সেদিন টেলিফোনে এই লোকটাই চেঁচাচ্ছিল ষাঁড়ের মত।

'সা-রা!' প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে আবার কেঁপে উঠল ভিলা। দরজা বন্ধ করল লোকটা। সনি!

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। নিঃশব্দে প্রেতের মত এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। টর্চটা পকেটে পুরেছে আগেই। নিচের হলরূমের আলো জ্বেলে দিয়েছে সনি। তার আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও পুরো ল্যাণ্ডিং।

হঠাৎ করেই গান গাইতে শুরু করল সনি। সুরহীন, চড়া পর্দার গান। শুনে মনে হয় কোন দরজার জঙ ধরা কবজা, অনবরত ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করছে। আওয়াজটা আগুপিছু করছে, নিশ্চয়ই হাঁটাহাঁটি করছে লোকটা। ল্যাণ্ডিঙের মোটা একটা পিলারের এপাশে দাঁড়াল রানা। সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল। এগিয়ে আসছে গলার স্বর।

হঠাৎ করেই দানবটার ওপর চোখ পড়ল। লাউঞ্জের দরজার

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই লোক!

গান গাইছে ঠিকই, কিন্তু কেন যেন লোকটাকে চিন্তিত মনে হল রানার। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে বিশ্রীভাবে। কালো টার্টল নেক সোয়েটার পরে আছে। ট্রাউজারটাও কালো। পায়ে চকচকে পালিশ করা উঁচু হিলের মেক্সিকান বুট। ডান কানে ছোট্ট সোনার একটা রিঙ। ঠিক যেমনটি বর্ণনা দিয়েছিল কার্লো মনটি, এ চেহারা একবার দেখলে ভোলা সম্ভব নয়, সত্যিই তাই।

কি করবে ভাবছে রানা। এ মুহূর্তে যদি ওপরে উঠে আসে লোকটা ধরা পড়ে যাবে ও। রানাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল সনি আচমকা। পাগল নাকি? ভাবল ও, একা একা হাসছে কেন লোকটা?

'সেনর রানা, কোথায় আছ তুমি, বেরিয়ে এস!' গর্জন করে উঠল সনি। 'আমি জানি ভেতরেই আছ তুমি। বেরিয়ে এসো। জরুরি আলাপ আছে তোমার সাথে।'

জমে গেল মাসুদ রানা। চেহারা হয়েছে দারুণ এক ঠক খাওয়া বেকুবের মত। এ ধরনের কিছু ঘটবে কল্পনা-ই করেনি ও। কি-ভাবে লোকটা টের পেল ও এখানে আছে?

'আমার ধৈর্য খুব অল্প, সেনর,' আবার বলে উঠল সে। হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। 'বেরিয়ে এসো। নইলে সোফিয়া শেরম্যানের সাথে কে সরেনটো গিয়েছিল জানিয়ে দেব আমি পুলিসকে।'

মাথা কাৎ করে, কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ সনি। রানার তরফ থেকে উত্তর শোনার আশায় আছে হয়ত। কয়েক মুহূর্ত পর আবার গলা শোনা গেল তার। বলল, 'আমি

জানি তুমি খুব চালাক মানুষ, সেনর। আগে জানতাম না বলে দুয়েকবার ঠকাতে পেরেছ। কিন্তু আর পারবে না। মাথায় কোন বদ চিন্তা থাকলে বের করে দাও। চলে এসো লাউঞ্জে। নইলে পস্তাবে পরে।'

লোকটার কথামত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবল রানা। শোনা দরকার কি বলতে চায় সে। হয়ত তাতে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে ও। অনর্থক ঝুট ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা যাবে। সরে এসে খোলা জায়গায় দাঁড়াল ও, সিঁড়ির মাথায়। সরাসরি চেয়ে আছে সনির দিকে।

পিলে চমকানো এক টুকরো হাসি ফুটল তার মুখে রানার ওপর চোখ পড়তেই। 'নেমে এসো,' বলল সনি। 'সুখ-দুঃখের আলাপটা সেরে নেয়া যাক।' দু'কোমরে হাত রেখে ওর দিকে চেয়ে আছে সনি অপলক চোখে। চেহারায় ভাবভঙ্গিতে গভীর আত্মপ্রত্যয়।

ছয়

ধীরপায়ে নেমে এল মাসুদ রানা। এখনও ওর দিকে চেয়ে আছে লোকটা হাসি মুখে। দু'চোখ নড়ছে কেবল। ঘন ঘন নজর বোলাচ্ছে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। রানাও সতর্ক দৃষ্টিতে

মাপছে সনিকে। দু'পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে, বাঁ পা ডান পা'র ইঞ্চি ছয়েক সামনে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রয়োজনের সময় বিদ্যুৎগতিতে অঙ্গ সঞ্চালন করার জন্যে প্রস্তুত দানবটা।

নিচে নেমে দাঁড়াল রানা। সনি রয়েছে সাত-আট হাত দূরে। একেবারে কাছ থেকে লোকটাকে দেখল ও। কম করেও ছ'ফুট দু'ইঞ্চি হবে উচ্চতা। পাশে রানার দ্বিগুণ। শ্বাসের তালে তালে টাইট সোয়েটারের নিচে ওঠানামা করছে চওড়া পেশীবহুল বুকের ছাতি।

'হ্যালো, রোমিও,' হাসিটা আরও চওড়া হল সনির। 'খুব বেশি অবাক হয়েছ বুঝি? অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই, বুঝলে। আসলে বিকেল থেকেই তোমাকে অনুসরণ করছিলাম আমি। মেয়েটাকে যে-ভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তাতে ওকে আর তোমাকে ফলো করতে পাঠাতে সাহস হল না। তোমার সাহসের প্রশংসা করি। সেদিনও প্রায় একইভাবে বোকা বানিয়েছিলে আমাকে অটোস্ট্রাডায়।'

গালের কাটা দাগটা আলতো করে চুলকাল সনি। বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের লাউঞ্জ নির্দেশ করল কাঁধের ওপর দিয়ে। 'চল, ওখানে বসে আলাপটা সারা যাক।' দরজা ছেড়ে পিছিয়ে গেল সে। পথ করে দিল রানাকে।

বিনা বাক্যব্যয়ে লাউঞ্জে চলে এল মাসুদ রানা। গদিমোড়া পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে বসল। সনি বসল ওর মুখোমুখি, আরেকটা চেয়ারের হাতলে।

'তারপর?' পকেট থেকে এক প্যাকেট আমেরিকান সিগারেট

বের করল সনি। 'তোমার সুটকেসটা খুঁজে পেয়েছ নিশ্চই? 'ফশ' করে ম্যাচের কাঠি ধরাল। জিভের ডগা দিয়ে সিগারেটের ফিল্টারটা ভিজিয়ে নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরাল। দৃশ্যটি ঢাকাই বাংলা ছবির ভিলেনের ওভার অ্যাকটিঙের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে।

'পেয়েছি,' স্বাভাবিকভাবে বলল রানা। 'কিন্তু ক্যামেরাটা দেখলাম না কোথাও। কোথায় রেখেছ ওটা?'

আবার কপাল কুঁচকে গেল সনির। রানার প্রশ্ন করার ঢঙটা সম্ভবত পছন্দ হয়নি। ঠোঁট গোল করে ধোঁয়া ছাড়ল সে রানার মুখ সই করে। 'প্রশ্ন করব আমি, রোমিও। তুমি শুধু উত্তর দিয়ে যাবে। প্রশ্ন পছন্দ করি না আমি। সে যাক, এখানকার খবর জানলে কি করে তুমি?'

'ঘরের দেয়ালে এখানকার ফোন নাম্বারটা লিখে রেখেছিল একটি মেয়ে। বাকিটুকু কঠিন কিছু নয়।'

'সোফিয়া?' হাতল থেকে নেমে চেয়ারে বসল সনি।

'বুলস আই!'

'কি?'

'বলছি লক্ষ্য তোমার অব্যর্থ।'

ঠোঁট বেঁকে গেল সনির। 'এর মধ্যেও ঠাট্টা?'

'পাগল! জানে ডর-ভয় নেই বুঝি আমার?'

থমথমে হয়ে উঠল সনির চেহারা। কঠোর চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রেগে উঠছে লোকটা ভেতরে ভেতরে। অবশ্য কি ভেবে সাথে সাথেই সামলে নিল সে নিজেকে। 'সন্ধের পর পুলিসের লোকটা কেন গিয়েছিল তোমার

ওখানে?'

'তাকেই জিজ্ঞেস কর না গিয়ে,' বলেই উঠে দাঁড়াল রানা। তাড়াতাড়ি বলল, 'ভয় পেয়ো না। একটা সিগারেট ধরাব।'

কুঁতকুঁতে সন্দিগ্ধ চোখে রানার হাবভাব লক্ষ্য করছে লোকটা। দেহের প্রতিটি পেশী টান টান হয়ে উঠেছে, একচুল এদিক-ওদিক দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। সিগারেট ধরিয়ে আবার বসল রানা।

'আমার প্রশ্নের উত্তরটা এখনও দাওনি।'

'ভুলে গেছি। কি যেন জিজ্ঞেস করছিলে?'

উবু হল সনি। শান্ত ভঙ্গিতে আধ খাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিল দামি কার্পেটে, বুট দিয়ে ডলে নিভিয়ে ফেলল। এবার মস্ত দুই থাবা হাঁটুর ওপর রেখে মুঠো বানাল রানাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। গাঁটগুলো ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। ওই হাতের একটা ঘুসি খেলে কেমন লাগবে অনুমান করার চেষ্টা করল রানা।

'মন দিয়ে শোন,' গম গম করে উঠল লোকটার কণ্ঠ। 'আর একবার যদি বেশি স্মার্টনেস দেখাবার চেষ্টা করেছ, তো হাড়ে হাড়ে টের পাবে সনি বাসিলি কি চীজ। একবার মারধোর শুরু করলে সহজে থামি না আমি, বোঝা গেছে? নাউ স্টার্ট,' ডান হাতের তর্জনী পিস্তলের মত তাক করল সে ওর দিকে। 'কেন গিয়েছিল লোকটা তোমার বাংলোয়? কি আলাপ করছিলে তোমরা অতক্ষণ ধরে?'

'এক কথা বারবার বলতে ভাল লাগে না,' যেন বিরক্ত হয়েছে, এমন মুখভঙ্গি করল রানা। শক্ত হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে, লাফ দেবার জন্যে প্রস্তুত। 'বললাম তো, তাকে গিয়েই...'

আওয়াজটার উৎসটা ঠিক ধরতে পারল না রানা। বাজ পড়ল না সনির চিৎকার ওটা, পরিষ্কার হল না। তবে দানবটা যে রকেটের গতিতে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপর, তা ঠিকই টের পেল। মোটামুটি তৈরিই ছিল রানা, ঝট করে উঠেও পড়েছিল চেয়ার ছেড়ে, কিন্তু দানবটার সামনে থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেবার সময় পেল না।

বাঁ হাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি চালাল সনি ওর পাকস্থলি লক্ষ্য করে। কিন্তু ব্যর্থ হল, সময়মত আঘাতটা ঠেকিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা। ঠেকিয়ে দিয়েই নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইল ও, পাল্টা আঘাত করতে হলে মাঝখানে প্রয়োজনীয় ব্যবধান দরকার। কিন্তু তার আগেই বাঁ চোয়ালটা গুঁড়িয়ে যাওয়ার দশা হল সনির ডান হাতের নক আউট পাঞ্চ খেয়ে। মাথার মধ্যে বিস্ফোরিত হল যেন মগজ—উজ্জ্বল সাদা আলো ঝলসে উঠল চোখের সামনে।

ওরই মধ্যে আন্দাজে পা চালাল রানা, ঝটাং করে শক্ত এক লাথি বসিয়ে দিল সনির হাঁটুর ওপর।

'আউচ!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখের ঝাপসা ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল রানা, মুষ্টিযোদ্ধার মত মুঠো করা দু'হাত তুলে রেখেছে মুখের সামনে। খেপে গেছে সনি, দম ছাড়ছে ঝড়ের বেগে। সামলে নিয়ে উন্মত্ত গণ্ডারের মত ছুটে এল সে, তখনও পাঞ্চের ধাক্কা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি রানা। আবার ঘুসি ছুঁড়ল সনি। দু'হাতের ফাঁক গলে ওর থুতনিতে আঘাত করল ঘুসিটা। খুব একটা জোর ছিল না মারে, কিন্তু ওতেই আরেকবার নাড়া খেল রানার ঘিলু।

মরিয়া হয়ে ফাঁক খুঁজতে লাগল রানা। বুঝতে পেরেছে, বেশিক্ষণ একে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। যা করার দ্রুত করতে হবে। আবছাভাবে দেখতে পেল, ওকে টলোমলো পায়ে আগুপিছু করতে দেখে রাগে দাঁত বেরিয়ে গেছে সনির। বুঝে ফেলেছে তাকে বাধা দেবার শক্তি নেই এখন ওর। সতর্ক হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করল না সে, এগিয়ে এল বিদ্যুৎগতিতে।

সময়মত সর্বশক্তিতে ঘুসি ছুঁড়ল রানার চোয়াল সই করে। এবং বেকুব বনে গেল। 'সাঁৎ' করে মুখটা কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে নিল মাসুদ রানা, নাকের সামনে দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ভয়ঙ্কর আঘাতটা। পরক্ষণেই নাক দিয়ে 'ঘোঁৎ' শব্দ বেরুল তার তলপেটে রানার হাঁটুর জোরাল এক গুঁতো খেয়ে। একই সঙ্গে আঙুলগুলো সোজা রেখে তার কানের নিচে কারাতের এক কোপ ঝেড়ে দিয়েছে রানা।

অবশ্য খুব একটা জোরাল হল না মারটা, গুঁতো খেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেছে ততক্ষণে সনি। প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল লোকটার, গালের কাটা দাগটা জ্বল জ্বল করছে যেন। হঠাৎ ডাইভ দিল সনি দু'হাত সামনে বাড়িয়ে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে উড়ে পেরিয়ে এল মাঝখানের দূরত্বটুকু। বিপদ টের পেয়ে রানাও লাফ দিয়েছিল সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু সফল হল না এবারও। ওর একটা পা জড়িয়ে ধরেছে সনি, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল দু'জন মেঝেতে। পড়েই অদ্ভুত এক ডিগবাজি দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সনি, পরমুহূর্তেই পিঠ বাঁকা হয়ে গেল রানার শিরদাঁড়ার ওপর তার মেক্সিকান বুটের প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে।

দম আটকে এল রানার। নীল হয়ে গেছে মুখটা ব্যথায়। সেকেণ্ড পুরো হওয়ার আগেই দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল বুকের পাঁজরে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা, দম নিচ্ছে হাঁ করে। নড়ার শক্তি নেই। চট করে এবার ওর বুকের ওপর চড়ে বসল দানবটা, ডান হাতের পাঞ্জা পুরো খোলা রেখে প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল রানার নাকমুখ বরাবর।

দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল রানার নাক দিয়ে। ঠোঁটও কেটে গেছে বেশ খানিকটা। থাবড়ার পর পরই আরেকটা ঘুসি চালাল সে ওর ডান কানের সামান্য নিচে। চোখের সামনে সনি বাসিলির বিকট মুখটা ভাঙা কাঁচের মত খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল যেন, গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল মাসুদ রানাকে।

কারাতে কোপ খাওয়া জায়গাটা ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল সনি, চওড়া বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না রানার এই আঘাতটা যদি আরেকটু জোরে লাগত, তাহলে ওই দশা হত ওর নিজেরই। ধীরে ধীরে রাগ পড়ে এল সনির। পিছিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় বসল। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পর নড়ে উঠল মাসুদ রানা। অজান্তেই গলা দিয়ে মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল। চোখ মেলল ও। কপাল গাল কুঁচকে উঠল তীব্র যন্ত্রণায়। আস্তে আস্তে উঠে বসল রানা। টন টন করছে চোয়াল, হাড় আস্ত আছে কি-না কে জানে। মাথা ঝাড়া দিল ও, সাথে সাথে আরও কুঁচকে গেল গাল। ভীষণ যন্ত্রণা করছে মাথা। দপ দপ লাফাচ্ছে কপালের শিরা।

'দেখ দেখি,' কথা বলে উঠল সনি বাসিলি। 'কেমন শুধু শুধু

ঝামেলা বাধালে। সেই সন্ধে থেকে তোমার পিছু লেগে আছি দুটো কথা বলব বলে, আর তুমি কি না... ।'

মুখের মধ্যে জিভ ঘুরিয়ে দাঁতগুলো সব ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখল রানা। ঠিকই আছে, খোয়া যায়নি একটাও। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে, কিন্তু জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল রানা। ভুলে থাকতে চাইল ব্যাপারটা আপাতত। আগে জরুরি কাজটা শেষ হোক। এর সাথে কথা বলা দরকার, তাহলে হয়ত দুয়েকটা তথ্য পাওয়া যেতেও পারে। এমন কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে, যা থেকে সোফিয়ার হত্যাকারীর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

'ওঠো,' বলল সনি। 'চেয়ারে উঠে বসো।'

উঠল মাসুদ রানা। লোকটার চোখে চোখ রেখে বসল গিয়ে চেয়ারটায়।

'আশা করি আর ঝামেলা করবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তাহলে তোমার সাথে একটা চুক্তিতে আসব আমি। পুলিস যাতে সোফিয়ার হত্যাকারী হিসেবে তোমাকে পাকড়াও করতে না পারে সে ব্যবস্থা করব। তোমার পুরো দায়িত্ব আমি নেব। নইলে মনে কর, তুমি একটা গন কেস। খুনের দায়ে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতেই হবে তোমাকে।'

যন্ত্রণা ভুলে গেল মাসুদ রানা। সনির কথাগুলো ভাবনায় ফেলে দিয়েছে ওকে। ব্যাটা কি করে এত নিশ্চিত হল যে এ ব্যাপারে রানাকেই ধরবে পুলিস?

'কি?' ভুরু নাচাল সনি বাসিলি। 'কথা বলছ না যে?'

'প্রশ্ন কর।'

'গুডবয়। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি কেন গিয়েছিল তোমার ওখানে? কি চায় সে?'

'সোফিয়ার পুরুষ বন্ধুদের নাম।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নাকের ডগা চুলকাল লোকটা। 'কেন?'

'তার ধারণা ওদেরই কেউ হত্যা করেছে সোফিয়াকে।' ভেবেছিল কথাটা শুনে অন্তত কিছুটা হলেও বিচলিত হয়ে পড়বে সনি। কিন্তু হল না। কোনই লক্ষনীয় প্রতিক্রিয়া হল না তার মধ্যে। বরং হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা। আগের মত কার্পেটে সিগারেটটা মাড়িয়ে দিয়ে দু'হাত মুঠো পাকাল।

'রিয়েলি?'

উত্তর দিল না রানা। চোয়াল ডলছে আনমনে।

'তার মানে ওদের ধারণা সত্যিই কেউ ক্লিফ থেকে ফেলে দিয়েছে সোফিয়াকে?'

'হ্যাঁ এবং কাজটা যে তোমার, তা-ও বুঝে ফেলেছে সে।'

'ওয়েল, ওয়েল।' হাসিটা আরও বিস্তৃত হল সনির। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'নাও।'

'নো, থ্যাঙ্কস,' মাথা নাড়ল রানা। পকেট থেকে নিজের ব্র্যাণ্ড বের করে ধরাল। এক বুক ধোঁয়া টেনে নিয়ে ছাড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

বাড়ানো হাতটা ফিরিয়ে নিল সনি বাসিলি। হাসি মুছে গেছে। রানার প্রত্যাখ্যান ভাল লাগেনি হয়ত।

'কি করে নিশ্চিত হল লোকটা যে আমিই হত্যা করেছি সোফিয়াকে?' প্যাকেটটা পকেটে ঢোকাল সনি।

'ক্যামেরা থেকে ফিল্ম্ ছিঁড়ে বের করে নিয়েছ তুমি। নতুন

দশ কার্টন ফিল্‌ম্‌ও সরিয়ে ফেলেছ। এটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট।'

'কাজটা যে কেউ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যে আমিই, তা কি করে বুঝল ফ্রেনজি?'

'সূত্র ওই একটাই। এখানকার টেলিফোন নাম্বার।'

'চটাশ' করে নিজের দুই হাঁটুতে চাপড় মারল দানবটা। 'অসম্ভব! এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। খুঁজলে সোফিয়ার অসংখ্য পুরুষ বন্ধু পাওয়া যাবে। যেমন তুমি। তুমি যে করনি কাজটা, প্রমাণ করতে পারবে?'

'পারবো।' মুখের ভেতরটা শুকিয়ে উঠল রানার। 'কেন পারবো না?'

'না, পারবে না। কারণ সে পথ নেই।'

'কি বলতে চাও?'

'বলতে চাই চাপা মারছ তুমি। তুমি ভালই জান, ওইদিন ঠিক ক'টা পর্যন্ত ক্লিফ হেডে ছিলে তুমি। তোমাকে দেখেই ওর ঘড়ির কাঁটা সোয়া আটটায় ফিক্স করেছিলাম আমি।'

'তার মানে তুমিই খুন করেছ সোফিয়াকে?' পলকহীন চেয়ে আছে রানা।

'অফকোর্স। বাট, আনঅফিশিয়ালি। রেকর্ডস বলবে কাজটা তুমি করেছ।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। আমার হাতে দুয়েকটা নিশ্ছিদ্র প্রমাণ আছে। ওগুলো পুলিসের হাতে গেলেই তুমি শেষ।'

সোজা হয়ে বসল রানা। 'যেমন? আর কি প্রমাণ...'

'এক,' ডান হাতের তর্জনী তুলল সনি। 'ট্যুরিস্ট গাইড বুকটা।

বেলা ভিসটার লাউঞ্জে ফেলে এসেছিলে ওটা তুমি। মনে আছে? ওটায় তোমার হাতের ছাপ আছে। দুই,' মধ্যমা তুলল সে, 'সেদিনকার প্লেনের টিকেটের কাউন্টার পার্টের ফটোকপিটা জোগাড় করেছি আমি। বুদ্ধি করে যদি রবার্ট হুইটনির নামে করতে টিকেট, তাহলে হয়ত বেঁচে যেতে। কিন্তু তা তুমি করনি। করেছ নিজের নামে।'

নিজের হিপ পকেটে টোকা দিল সনি। 'ফটোকপিটা এখন আমার মানিব্যাগে। এবং তিন,' এবার অনামিকা তুলল। 'ওপরে তোমার যে স্যুটকেসটা আছে, কাল অথবা পরশু ওটা সরেনটোয় খুঁজে পাবে পুলিস। বেলা ভিসটার আশপাশের কোন ঝোপঝাড়ে। ওর মধ্যে সোফিয়ার ক্যামেরা আর হারানো ফিল্‌ম্‌গুলোও পাবে তারা। সুটকেসেও কেবল তোমার হাতের ছাপই পাওয়া যাবে। তোমার বাংলো থেকে ওটা আমি বয়ে এনেছি ঠিকই, কিন্তু সে সময় আমার হাতে গ্লাভস ছিল। এর মানেটা নিশ্চয়ই বোঝো তুমি? কি বল, এরপর কি ফ্রেনজির মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে সোফিয়ার খুনীর পরিচয় সম্পর্কে?'

সাত

মাথা কাজ করছে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। মনে পড়ে গেল, বেড়ালের সুপের বাটি উল্টে ফেলার আওয়াজ শুনে

ব্যাপার কি দেখার জন্যে বেলা ভিসটার কিচেনে গিয়েছিল ও। বেরিয়ে আসার সময় গাইড বইটা ছুঁড়ে ফেলেছিল লাউঞ্জের একটা টেবিলের ওপর। পরে ওটার কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল।

আর প্লেনের টিকেটটাও নিজের নামেই করেছিল রানা। তখন কি আর ছাই ভেবেছিল যে...। কিন্তু এ ব্যাটার মতলবটা কি আসলে? ওর বিরুদ্ধে এত প্রমাণ জোগাড় করে বসে আছে কিসের আশায়? রানাকে ফাঁসাবে বলে? উঁহুঁ, মিলছে না। তাহলে আরও আগেই এসব তুলে দিতে পারত লোকটা ফ্রেনজির হাতে। তা সে দেয়নি। কেন?

'এগুলো ছাড়াও পুলিসের যদি আরও কোন প্রমাণ দরকার হয়, তা-ও সরবরাহ করা হবে তাদের,' আবার বলে উঠল সনি। রানার অবস্থা টের পেয়ে মজা পাচ্ছে খুব। 'তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিল সোফিয়া ক্লিফ হেড থেকে উড়াল দেবার একটু আগে। ওটাও তুলে দেব আমি পুলিসের হাতে।'

বাজে কথা! কাঁপা কাঁপা হাতে আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। মেয়েটি ভালই জানত, ওরই সেট করা শিডিউল অনুযায়ী রানা আগেই পৌঁছে গেছে সরেনটো। কাজেই ওই সময় চিঠি লেখার প্রশ্নই আসে না। ব্যাপারটা ভাঁওতা। অবশ্য সেট আপটা যদি ওর অজান্তে পরে পাল্টে গিয়ে থাকে, সে আলাদা কথা।

নিষ্পলক চোখে সনি বাসিলির দিকে চেয়ে থাকল রানা। কি চায় লোকটা? কেন লেগেছে ওর পিছনে?

'কেন আমাকে চিঠি লিখেছে সোফিয়া?' কোলাব্যাঙের আওয়াজ বেরোল ওর গলা দিয়ে।

'আমি বলেছি বলে। তোমাদের সরেনটো যাওয়ার প্ল্যান-প্রোগ্রাম ইন ডিটেলস আছে ওতে। তোমরা যে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নামে বেলা ভিসটা ভাড়া করেছ, তা-ও আছে।'

এত কিছুর আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না, ভাবছে রানা। প্লেনের টিকেটটাই এজন্যে যথেষ্ট। 'বুঝলাম। কিন্তু আমার জন্যে এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন পড়ল তোমার? কি চাও আমার কাছে?'

চেয়ার ছাড়ল সনি বাসিলি। এগিয়ে গেল লাউঞ্জ আর হলরুমের মাঝখানের দরজার দিকে। ছোট একটা টেবিল রয়েছে ওখানটায়। প্রকাণ্ড এক ফুলদানি ভর্তি এক ধরনের গোলাপি লাল রঙের ফুল, সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার ওপর। পাশেই সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বড় একটা ছবি—একটি মেয়ের। কিন্তু এখান থেকে চেহারা দেখা যায় না মেয়েটির। টেবিলটার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। তার কোণে নিতম্বের ভর চাপিয়ে বসল। 'বেশ কিছুদিন ধরে একজন কাজের মানুষ খুঁজছিলাম আমি,' বলল সে। 'কিন্তু পাচ্ছিলাম না। এ কাজ আবার যাকে-তাকে দিয়ে হয় না। কি করা যায় ভাবছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একদিন সোফিয়ার মুখে তোমার কথা শুনেই বুঝলাম, এতদিন মনে মনে আসলে তোমার মতই একজনকে খুঁজছিলাম আমি। সাংবাদিকদের সবাই সমীহ করে, একটু অন্য চোখে দেখে।'

'ভাষণ বন্ধ করে আসল কথায় এলে হয় না?' বলল রানা।

'বলছি। কষ্ট করে ফ্রেঞ্চ ফ্রন্টিয়ারের নিসে একটা পার্সেল নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। খুব সোজা কাজ। তোমার যে আইডেন্টিটি,

তাতে কেউ তোমাকে চেক করার কথা চিন্তাই করবে না। পার্সেলটা সেখানে বিক্রি করে ক্যাশ নিয়ে ফিরে আসবে।'

'এ তো খুব সোজা কাজ দেখছি। জিনিসটা কি?'

কপাল কুঁচকে গেল সনির। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে দাঁড়াল সে। রানা ঠাট্টা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর চেহারায় তেমন কোন লক্ষণ না দেখে আশ্বস্ত হল। বলল, 'সে তোমার না জানলেও চলবে। তবে কাজটা খুবই সহজ, সত্যি বলেছ। সোজা গাড়ি চালিয়ে নিস যেতে হবে তোমাকে। যে নাম বলে দেব, সেই হোটেলে এক রাত থাকবে। যাওয়ার আগে তোমার গাড়ির এক বিশেষ জায়গায় পার্সেলটা প্লেস করে রাখব। ওখানে আমার পার্টি কালেক্ট করে নেবে তা, তোমার কিছু করতে হবে না। টাকাটাও তোমার রুমে পৌঁছে দেবে সে। পরদিন ভোরে হোটেল ছেড়ে রোম রওনা হবে তুমি।'

'হঠাৎ আমাকে কেন দরকার হল?' বলল রানা। 'এতদিন যে করত কাজটা, সে...'

'এদেশে একাজ আগে করিনি আমি। রোমে এসেছি অল্প কিছুদিন আগে। মাত্র কন্ট্যাক্ট পাকা করেছি।'

'আসতে না আসতেই হয়ে গেল লাইন?'

'হবে না? এ কি খুব কঠিন কাজ? কথায় বলে না, মানিকে রতন চেনে...'

'শুয়োরে চেনে কচু।' সনির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল মাসুদ রানা।

'কি বললে?'

'না, কিছু না। যদি কাজটা না করি, তাহলে? প্রমাণগুলো

তুলে দেবে পুলিসের হাতে, এই তো?'

মিলে যাচ্ছে সবকিছু। এ-ই সম্ভবত আলবার্তো ফেলিনির হত্যাকারী, ভাবল মাসুদ রানা, ইটোলা গ্র্যানডির গানম্যান। নিউ ইয়র্ক পুলিসের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে এদেশে এসে, উঠেছে বসের মেয়ের আশ্রয়ে। খুব সম্ভব, আপন মনে মাথা দোলাল ও, খুবই সম্ভব।

ওর মাথা দোলানো দেখে বলল লোকটা, 'কি ব্যাপার? একা একা কথা বলছ নাকি?'

'জাস্ট থিঙ্কিং অ্যালাউড। ধর কাজটা করে দিলাম তোমার। তারপর?'

'তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উপচে পড়বে। দু'দিন পর হয়ত তুমি নিজেই আমার সাথে যোগাযোগ করবে এধরনের আরেকটা ট্রিপ পাওয়ার আশায়।'

'ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে সাথে আমার বাড়িতেও যখন পুলিস উপচে পড়বে, তখন কি হবে?'

'হাঁদার মত কথা বল না। আমি রোম অ্যাকাউন্টের কথা বলছি না। বলছি সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের কথা। মাল নিয়ে নিস রওনা হওয়ামাত্র ওদেশে তোমার নামে অ্যাকাউন্ট ওপেন হবে।'

'পয়সা দিয়েই যখন কাজটা করাবে, তখন আমাকে অনর্থক খুনী বানাবার এত চেষ্টা কেন? সরাসরি অফার দিলেই তো পারতে।'

'পারতাম! কিন্তু না চাইতেই সুযোগটা যখন এসে গেল, ছাড়ি কেন? তাছাড়া ওতে ঝুঁকি ছিল। তোমার রাজি না হওয়ার চান্স ছিল। এখন তা নেই। কাজটা না করে দিয়ে উপায় নেই

তোমার।'

'আই সী! কিন্তু সুযোগটা এল কি করে? আমাদের প্ল্যান সোফিয়া ইচ্ছে করেই জানিয়েছে তোমাকে?'

'উঁহুঁ! মুখ ফসকে বলে ফেলেছে,' বলেই হেসে উঠল সনি বাসিলি। 'হাঁদা মেয়ে, বুঝলে? বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারেই ছিল না। বলে কি না, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। প্রেমে পড়ে গেছে তোমার। সে কি কান্না সেদিন, যদি দেখতে! বলে, নেশা ছেড়ে দেবে। ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে বিয়ে করে সুখী হবার চেষ্টা করবে,' হো হো করে হেসে উঠল দানব।

প্রচণ্ড রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠল রানার। ইচ্ছে করছে বুক ফেড়ে ওর নোংরা কলজেটা একটানে বের করে নিয়ে আসে খাঁচা থেকে। গলাটা যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল ও। 'ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই খুন করতে হল ওকে?'

'তা…একরকম তা-ই বলতে পার। সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভিলা ভাড়া করল সরেনটোয়, নিরিবিলিতে তোমার সাথে দুটো দিন কাটাবার জন্যে। প্রাক-বৈবাহিক মধুচন্দ্রিমা আর কি, বুঝলে না?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল সনি।

'এ দেশে কার আণ্ডারে কাজ করছ তুমি? সারা গ্র্যানডি, না ইটোলা গ্র্যানডি?'

চট করে মুখ বুজে ফেলল লোকটা। পরক্ষণেই বিস্মিত হওয়ার ভান করল। চোখ কপালে তুলে বলল, 'আরি বাপ্‌রে! সাংবাদিক সাহেব দেখছি অনেক খবরই জেনে গেছে!' টিটকিরির সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কেন, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতে চাইছ?'

'ক্লিফ হেডে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই সোফিয়া তোমাদের ছবি তুলে

ফেলেছিল, কি বল? ওই জন্যেই ফিল্‌মটুকু ছিঁড়ে বের করে ফেলার প্রয়োজন পড়েছিল?' উত্তেজিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। দু'হাত কাঁপছে একটু একটু। শুকিয়ে উঠল গলা।

উত্তর দিল না সনি বাসিলি। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে একভাবে। বাঁকা হাসি মুখ থেকে মুছে গেছে বেমালুম।

চট করে আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল রানার। 'ওই পাহাড়ের দ্বিতীয় ভিলাটা কার, ইটোলা গ্র্যানডির?'

'না হে! চেয়েছিলাম সুখ-দুঃখের আলাপ করব, এখন দেখছি তুমি কেবল দুঃখেরই গান গাইছ। সুখের ছিটেফোঁটাও নেই ওতে। সে যাকগে, তোমার ভালর জন্যে বলছি, এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে যেয়ো না। জানে বাঁচবে না। এবার বল, নিসে যাচ্ছ?'

চেয়ার ছাড়ল রানা। মুখের ভাব দেখে মনে হয় বুঝি চিন্তায় পড়ে গেছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। পায়চারি শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে বার-দুয়েক ঘুরে এল টেবিলটার কাছ থেকে। দু'বারই ফ্রেমে বাঁধানো বড় ছবিটার ওপর নজর বুলিয়ে নিল ও। যা ভেবেছিল, তা-ই। সারা গ্র্যানডির ছবি ওটা।

বড় একটা লাউঞ্জিং চেয়ারে বসে আছে মেয়েটি। পরনে সুইম সুট। মাথার ওপর বড় একটা রংচঙে ছাতা। ছবিটার ব্যাপারে একটা কিছু মনে পড়বে পড়বে করেও পড়ছে না। আসলে ওটার দিকে মন নেই রানার। ও খুঁজছে যা হোক একটা কিছু অস্ত্র—বেরোবার আগে দু'চার ঘা দিয়ে যেতে হবে সনিকে।

ফুলদানিটার কথা খেয়াল হতেই থেমে দাঁড়াল রানা। হ্যাঁ, মনে মনে বলল, ওটা দিয়েই চমৎকার কাজ হবে। সনির চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, 'আর তো কোন পথ দেখছি না।'

'তার মানে কাজটা করছ?' সোজা হয়ে দাঁড়াল সনি বাসিলি।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'করতেই হবে।' এর ব্যাপারে আরও ভাল করে খোঁজখবর নিতে হবে, ঠিক করল ও।

'দ্যাট'স দ্য বয়,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার। 'জানতাম, রাজি না হয়ে উপায় নেই তোমার। তাহলে শোন, আগামী শনিবার রাতে তোমার বাংলোয় আসব আমি। গ্যারেজ বা গাড়ি কোনটাই লক কোরো না। খোলা রেখ, পার্সেল প্ল্যান্ট করব আমি। পরদিন খুব ভোরে রওনা হবে তুমি, প্রথমে যাবে জেনেভা। রাতটা ওখানে কাটিয়ে পরদিন যাবে নিস। সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সন্ধে সাতটায় ফ্রন্টিয়ার পেরোতে হবে তোমাকে। ফ্রন্টিয়ার গার্ডদের সাপারের সময় ওটা। ওই সময় তুমি হাজির হলে বরং বিরক্ত হবে ওরা, চেক না করেই ঠেলে পার করে দেবে সীমানা। নিসের সোলেলি ডি'ওর হোটেলে উঠবে। হোটেল গ্যারেজে রাখবে গাড়ি, তারপর ভুলে যাবে ওটার কথা। গট দ্যাট?'

'পানির মত।'

'তবে উল্টোপাল্টা কিছু করতে যেয়ো না। ডবলক্রস করতে যেয়ো না।' চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল সনির। 'তোমাকে আমি কোথায় বেঁধেছি মনে থাকে যেন।'

'সে আমার মনে থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে যদি ফ্রেনজি অন্য কোনভাবে টের পেয়ে যায় যে সোফিয়ার মৃত্যুর সময় আমি বেলা ভিসটায় ছিলাম?'

'করুক আগে প্রমাণ,' বলল সনি। 'তেমন বুঝলে তোমার জন্যে একটা ফুলপ্রুফ অ্যালিবাইর ব্যবস্থা করব আমি। অ্যালিবাই

তৈরি করার ওস্তাদ আমি। আমার কথামত যতদিন চলবে, ততদিন এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। আগে তোমার কাজ দেখি। বলা যায় না হয়ত ভবিষ্যতে তোমাকে আমাদের সুইস প্রতিনিধি করে দেয়া হতে পারে।'

'আমার ভবিষ্যৎও ভেবে ফেলেছ এর মধ্যে?'

'মন্দ কি? বাদ দাও। কাজ আছে আমার। বেরোতে হবে। তাহলে কথা রইল, যেভাবে বললাম, সেইভাবে কাজ করবে। ওকে?'

'হ্যাঁ।'

রানাকে টেবিলের দিকে সরাসরি এগোতে দেখে চট করে সরে দাঁড়াল সনি, ওর আয়ত্তের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দূর থেকে লক্ষ করছে ওকে।

ছবির ফ্রেমটা তুলে নিল রানা। সারা গ্র্যানডি-ই। তবু জিজ্ঞেস করল, 'কে মেয়েটা? তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড নাকি? এ-ও ড্রাগস নেয় মনে হচ্ছে?'

'রেখে দাও ওটা!' তীক্ষ্ণ গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সনি। 'রাখো!'

বোকা বোকা করে তুলল রানা চেহারাটা। 'কি ব্যাপার! রাগ করার...'

দুর্বোধ্য কিছু একটা বলল দানবটা। চট করে এগিয়ে এসে ডানহাতে ধরে ফেলল ফ্রেমটা। 'বলছি রেখে দাও!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সুযোগ হল না।

বিদ্যুৎবেগে প্রকাণ্ড ফ্লাওয়ার ভাসটা তুলে নিয়েছে রানা ফ্রেমটা ছেড়ে দিয়েই, ঘুরে দড়াম করে মারল ওটা দিয়ে তার মাথার পাশে। 'ঠকাশ' করে প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল। আপাদমস্তক কেঁপে

উঠল লোকটার থর থর করে। ফ্রেমটা ধরে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মত, দু'চোখ বিস্ফারিত। সামনে পেছনে দোল খেল দেহটা কয়েকবার। তারপর 'ধড়াশ' করে আছড়ে পড়ল ফ্লোরে মুখ থুবড়ে। চুরমার হয়ে গেল সারা গ্র্যানডির ফটো ফ্রেমের কাঁচ।

পড়েই দুর্বল হাতে রানার পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল সনি বাসিলি। ঝটকা মেরে পা'টা ছাড়িয়ে নিয়ে ধাঁই করে কড়া এক লাথি বসিয়ে দিল ও তার থুত্‌নির ওপর। 'খট্টাশ' করে বাড়ি খেল দু'পাটি দাঁত। চিত হয়ে পড়ে গেল সনি, উল্টে গেছে চোখের মণি। জ্ঞান হারিয়েছে দানব।

এগিয়ে এল এবার মাসুদ রানা। ভারি দেহটা পা দিয়ে ঠেলে কাৎ করল। ঝুঁকে বাঁ হাতের দুটো আঙুল তার হিপ পকেটে ভরে দিল ও। কিন্তু জমে গেল একটা নারীকণ্ঠের ধমক কানে যেতে।

'হোল্ড ইট!'

ঝট করে ঘুরে তাকাল রানা। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সারা গ্র্যানডি। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আছে ইভনিং ব্যাগটার চামড়ার ফিতে। ডান হাতে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট অটোমেটিক। নলের ছোট্ট গোল ফুটোটা লোভীর মত চেয়ে আছে রানার মাথার দিকে। অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। সারার ঠাণ্ডা দৃষ্টি দেখে বুঝল রানা, বিন্দুমাত্র উৎসাহ পেলেই গুলি করে বসবে মেয়েটি। অস্ত্র ধরার ভঙ্গি দেখে মনে হল, এ কাজে বহুদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। নিজের অস্ত্র বের করার কোন সুযোগ দেবে না তাকে মেয়েটি। অতএব সে চিন্তা বাদ। বসেই থাকল রানা মূর্তির মত, দু'আঙুল সনির পকেটে রয়েছে এখনও।

'সরে যাও ওর কাছ থেকে, সেনর!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল আবার সারা গ্র্যানডি। মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে লেপ্টে থাকা দু'তিন গোছা ভেজা চুল সরিয়ে দিল। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা মোহনীয়, যে-কোন পুরুষকে প্রলুব্ধ করবে।

উঠে দাঁড়াল রানা ধীরে ধীরে। সরে দাঁড়াল দু'পা। এই সময় নড়ে উঠল সনি বাসিলি। গড়ান দিয়ে উপুড় হল, তারপর হাঁটু আর দু'হাতে ভর দিয়ে বসল। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। মুখ-চোখ বিকৃত করে মাথার আঘাত পাওয়া জায়গাটা টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল। আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল লোকটা। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, জানে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে সনি।

কিন্তু তা সে করল না। উল্টে দাঁত বের করে হাসির ভঙ্গি করল। মাথা ডলতে ডলতে বলল, 'এই ছিল তোমার মনে চিন্তাই করিনি। ওহ্, গড! মাথাটা ভর্তাই করে দিয়েছিলে আরেকটু হলে। কিন্তু কেন? ...ও, বুঝলাম। তুমি ভেবেছ ফটোকপিটা সত্যি সত্যিই পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?'

কথা বলল না রানা।

'কি হচ্ছে আমার এখানে?' অধৈর্য কণ্ঠে বলল সারা। দৃষ্টি বা অস্ত্র, কোনটাই রানার ওপর থেকে সরায়নি সে।

'নিসের নতুন চালান বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বহু কষ্টে রাজি করলাম ওকে। আলাপ করতে করতে হঠাৎ...'

'মুখ ছেড়ে হাতের আলাপ শুরু করে দিয়েছ দু'জনে, এই তো?' ঝাঝিয়ে উঠল সারা। 'চেয়ে দেখ, কি বিচ্ছিরি অবস্থা করেছ ঘরের। যাও! এক্ষুণি পরিষ্কার কর সব!'

'করছি। রাগ কোরো না। আগে একে বিদেয় করে নিই।' রানার দিকে ফিরল সনি। 'যাও, সেনর। আর কোন অ্যাকশন দেখাতে যেয়ো না। আর প্ল্যানের কথা ভুলে যেয়ো না যেন। দিন-তারিখ মনে রেখ,' দরজার দিকে ইশারা করল সে। 'যাও।'

পা বাড়াল রানা কোন কথা না বলে। সারার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে। ওকে জায়গা দেবার জন্যে এক পা সরে দাঁড়াল মেয়েটি। পরক্ষণেই রানার প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে উড়ে গিয়ে সনির ওপর আছড়ে পড়ল, সারার অটোমেটিকটা ততক্ষণে চলে গেছে রানার হাতে। ওদিকে সারার ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলল সনি বাসিলি, পড়ে যাচ্ছে সে চিত হয়ে, এক হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে মেয়েটিকে।

যে চেয়ারটায় বসে ছিল সনি, সেটার ওপর-ই পড়ল দু'জনে মিলে। 'মড়াৎ' করে ভেঙে গেল চেয়ারটা—হুড়মুড় করে পড়ল ওরা সবসুদ্ধ।

অটোমেটিক ধরা হাতটা সামান্য উঁচু করল মাসুদ রানা। সারা সরে গেছে সনির বুকের ওপর থেকে। অস্ত্রটা হাতছাড়া হতেই সব সাহস উবে গেছে মেয়েটির—ভীত চোখে চেয়ে আছে রানার দিকে।

সনির অবস্থাও অনেকটা একই রকম। চোখের পলকে এভাবে পাল্টে যাবে পরিস্থিতি, ভাবেনি সে। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হয়ে আছে লোকটা। চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। ওদের সামলে নেয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্ত সময় দিল রানা। তারপর বলল, 'আমার পিছনে লেগে ভাল করোনি তুমি। একদিন এজন্যে আফসোস করতে হবে। আর এরপর যখন আমার মুখোমুখি হবে,

ভদ্র আচরণ করার চেষ্টা করবে। নইলে এরপর কান ছিঁড়ে নেব তোমার।'

অটোমেটিকটা টেবিলের ওপর রেখে দৃঢ় পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। দরজাটা টেনে বন্ধ করতে যাবে, এই সময় সনির গলা শুনতে পেল।

'প্লেনের টিকেটটার কথা মনে রেখ, বন্ধু। নইলে তোমাকেও আফসোস করতে হবে,' বলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সনি বাসিলি।

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

আট

সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল রেনল্টটা। ওটার পিছনে সারার ক্যাডিলাক। গাড়ি দুটোকে পাশ কাটিয়ে এগোলো রানা, হন হন করে হাঁটতে লাগল গেটের দিকে। এতটুকু কমেনি বৃষ্টির বেগ। সমান তালে ঝরছে। ব্যাঙের আনন্দ-কোরাসের ঠ্যালায় কান ঝালাপালা।

দ্রুত স্টেডিয়াম পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠল রানা। ওপারে কেবল লিঙ্কনটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্য গাড়িগুলো চলে গেছে। সামনে দিয়ে একটা পুলিস স্কোয়াড কার ছুটে গেল পানি ছিটিয়ে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর রানাও ছুটল। স্কোয়াড কারের পিছন পিছন চলল বাংলোর দিকে।

ঠিক পৌনে একটায় বাংলোয় পৌঁছুল ও। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই টেলিফোনের কাছে এসে বসল। ফোন করল গুইসেপ ম্যালেট্রির বাসায়। সাথে সাথেই সাড়া দিল লোকটা। যেন জানত ফোন করবে রানা, তাই বসে ছিল ফোনের পাশে।

'হ্যালো?'

'যে নীল রেনল্টটার নাম্বার আপনাকে দিয়েছিলাম, ভেইল পাওলো ভেরোনেসের ভিলা প্যালেসট্রায় আছে ওটা,' বলল রানা। 'এক্ষুণি লোক পাঠান ওখানে। গাড়িটা কখন কোথায় যায়, কমপ্লিট রিপোর্ট চাই আমি। আপনার লোককে বলে দেবেন ওটাকে হারানো চলবে না।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রাইভেট গোয়েন্দা। 'তাই নাকি, তাই নাকি? ঠিক আছে, সেনর। কোন চিন্তা নেই। এখনই ব্যবস্থা করছি আমি।'

'আমার জন্যে আর কোন খবর আছে?' জানতে চাইল রানা।

'আশা করি কাল সকালে কিছু খবর জানাতে পারব, সেনর।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমার এখানে আপনাকে আসতে হবে না।'

'তাহলে? রিপোর্ট করব কোথায়?'

'সকালে ফোনে জানাব আমি কোথায় দেখা করবেন, ওকে?'

'অ্যাজ ইউ উইশ, সেনর।'

ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা। বলা যায় না, সনি হয়ত এখন সার্বক্ষণিক নজর রাখবে ওর ওপর। ম্যালেট্রিকে এখানে আসতে দেখলেই সতর্ক হয়ে যাবে।

ভেজা কাপড়-চোপড় বাথরুমে রেখে একটা ঢোলা পাজামা-

গেঞ্জি সেট পরল রানা। চুল মুছে ব্রাশ করে বেরিয়ে এল। ক্যাবিনেট থেকে আধ গ্লাস হুইস্কি ঢেলে অন্ধকার বারান্দায় এসে বসল ও। ঘুসি খাওয়া চোয়াল আর লাথি খাওয়া শিরদাঁড়া ব্যথায় টন টন করছে। জালে আটকে গেছে ও, এ বাঁধন থেকে মুক্ত করতে হবে নিজেকে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কেন যেন মনে হচ্ছে সময় বেশি পাওয়া যাবে না। পুরো ব্যাপারটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হচ্ছে এখন ওকে। সনির কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ও। সোফিয়া শেরম্যান তাহলে ভালবেসে ফেলেছিল রানাকে? ওর প্রেমে পড়েছিল?

শুধু তা-ই নয়, সনি নিজেই বলেছে, ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল সে শেষ সময়ে। ফিরে যেতে চেয়েছিল সুস্থ জীবনে। কিন্তু সে সুযোগ পায়নি সোফিয়া। না, হল না। পায়নি নয়, বরং দেয়া হয়নি। তার আগেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে মেয়েটিকে। চিরতরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা অজান্তেই। বেচারি! সোফিয়া পাপ ছাড়তে চাইলেও পাপ তাকে ছাড়েনি। কৃতকর্মের ফল কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে ছেড়েছে সে। সোফিয়ার শেষ ক'টা দিনের আচার-আচরণ মনে করার চেষ্টা করল রানা। সত্যিই, হঠাৎ করেই কেমন যেন পাল্টে গিয়েছিল মেয়েটি। সহজে ছাড়তে চাইত না রানাকে। একভাবে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে। ধরা পড়ে গেলে মুখ নামিয়ে নিত লজ্জা পেয়ে। অথচ আশ্চর্য! তখন লক্ষই করেনি মাসুদ রানা। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছে ততই খারাপ লাগছে। আফসোস হচ্ছে তখন কেন খেয়াল করেনি ভেবে। কি করত ও

তাহলে? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, জানলে কি হত?

হত...কি আর হত! সোফিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করত রানা, ওটাও আরেকটা নিষিদ্ধ, সর্বনাশা নেশা। এ পথ তার ত্যাগ করা উচিত। কারণ কারও বাঁধনে নিজেকে জড়ানোর যোগ্যতা মাসুদ রানার নেই।

কিন্তু খটকাটা দূর হচ্ছে না মন থেকে। নেশা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল, মাসুদ রানাকে বিয়ে করে সুখি হতে চেয়েছিল, কেবল এই অপরাধেই হত্যা করা হল সোফিয়াকে? কিন্তু তাহলে বার ফুট ফিল্‌ম্‌ উধাও হওয়ার কি কারণ? কি রহস্য আছে এর পিছনে? সোফিয়াকে হত্যা করলেই যদি ঝামেলা মিটে গিয়ে থাকে, তাহলে ফিল্‌ম্‌ গায়েব করে ফেলা কেন?

নাহ, মাথা দোলাল রানা। এ অসম্ভব। নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে এর ভেতরে। হতে পারে, হয়ত এমন কিছু আপত্তিকর দৃশ্যের ছবি তুলেছিল সোফিয়া, যা সনি বা ইটোলা গ্র্যানডির জন্যে মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারত। সম্ভবত ব্যাপারটা কোনভাবে টের পেয়ে যায় ওরা। এবং ফিল্‌ম্‌টুকু কেড়ে নেয়ার সময় সোফিয়া বাধা দিলে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সনি ক্লিফ থেকে। চিরতরে বিদেয় করে দেয় আপদ। তার পরেরটুকু সহজ। এক্সপোজড বার ফুট ফিল্‌ম্‌ ছিঁড়ে বের করে নিয়ে ক্যামেরাটাও নিচে ফেলে দেয় সে।

তা-ই হবে, ভাবল মাসুদ রানা। ওপর থেকে দেখা যায় ওই পাহাড়ের দ্বিতীয় ভিলাটা। রানা যেখান থেকে ওটাকে দেখেছে, ওখানে দাঁড়িয়েই হয়ত ওই ভিলার অধিবাসীদের কোন নিষিদ্ধ চর্চার ছবি তুলেছিল সোফিয়া।

কিন্তু...আরও একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। ফিল্‌মটা যদি সনি পেয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে এখান থেকে কেন ক্যামেরাটা চুরি করতে গেল সে? শূন্য ক্যামেরা কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে তার? ধরা যেতে পারে, বেআইনী পার্সেল বহন করার জন্যে রানাকে বাধ্য করতে এ কাজ করেছে সনি। রানা রাজি না হলে ওরই সুটকেসে ভরে রেখে আসবে ওটা বেলা ভিসটার আশপাশে, এবং পুলিসে ফোন করে জানিয়ে দেবে ওর মধ্যে সোফিয়ার ক্যামেরাটা আছে।

তাই কি? রানাকে বড়শিতে গাঁথার জন্যে তো এয়ারপোর্টে একটা টলিফোন করাই যথেষ্ট। দিন-তারিখ-সময় উল্লেখ করলে টিকেটিং অফিসার-ই তো জানিয়ে দিতে পারত, হ্যাঁ, মাসুদ রানার নামে টিকেট ইস্যু করা হয়েছে ওইদিনকার রোম-নেপলসের অতটার ফ্লাইটে। তারপরও ক্যামেরাটা চুরি করার কি এমন দরকার পড়ল?

টেলিফোনের আওয়াজে চমক ভাঙল রানার। গ্লাসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এল। ওর সাড়া পেতেই চাপা উত্তেজিত গলা শোনা গেল গুইসেপ ম্যালেট্রির।

'রেনল্টটা পাওয়া গেছে, সেনর,' বলল সে। 'ওটার মালিকের নাম সনি বাসিলি। তাকে ফলো করে ভায়া ব্রেনটিনি এসেছি আমি এইমাত্র। এখানে থাকে লোকটা, একটা ওয়াইন শপের ওপরে তার অ্যাপার্টমেন্ট।'

'গুড! সনি কোথায়, ভেতরে?'

'না। কাপড় পাল্টে বেরিয়ে গেছে আবার মিনিট পাঁচেক আগে।'

'আপনি থাকুন ওখানেই। আমি আসছি,' বলেই দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল রানা।

ভায়া ব্রেনটিনি চেনা আছে রানার। ট্রাফিক স্বাভাবিক থাকলে এখান থেকে পনের মিনিট মত লাগে পৌঁছুতে। পথটুকু প্রায় উড়ে পেরিয়ে এল লিঙ্কন তিনভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে। জায়গাটা আধা বাণিজ্যিক আধা আবাসিক। তেমন চওড়া নয় রাস্তা।

হেডলাইট ডিপ করে ফুটপাথ ঘেঁষে এগোতে লাগল রানা ধীর-গতিতে। বাঁ দিকের দোকানগুলোর সাইনবোর্ড পড়ছে ও। একশো গজমত এগোতেই বোর্ডটা দেখতে পেল। একই সঙ্গে মোটা গোয়েন্দার ওপরও চোখ পড়ল। দোকানটার সামনের সরু শেডের নিচে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে।

আরও কয়েক গজ এগিয়ে গাড়ি রাখল রানা। বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ম্যালেট্টির সামনে। 'সনি ফিরেছে?' বলল ও। রসুনের গন্ধের ভয়ে শ্বাস বন্ধ করে রেখেছে।

'না, সেনর।'

'বেশ। আপনি থাকুন এখানে। ওর অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করতে যাচ্ছি আমি।'

'কাজটা বেআইনী, সেনর,' বলল ম্যালেট্টি।

'মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হচ্ছে আমাকে, সরি।' দোকানটার একপাশ দিয়ে সরু একটা গলি চলে গেছে পিছনে। তার শেষ মাথায় সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ওটাই সম্ভবত সনির অ্যাপার্টমেন্টের ওঠার পথ।

'ওকে, দেন,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালেট্টি। হাত ভরে দিয়েছে ট্রাউজারের পকেটে। একগোছা স্কেলিটন চাবি বের

করল, এগিয়ে দিল রানার দিকে। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'ডোর লকটা আমি চেক করে দেখেছি, সেনর। খোলা তেমন কঠিন হবে না বোধহয়।'

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'ধন্যবাদ। এ কাজটাও কিন্তু বেআইনী, এই চাবির কারখানা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।'

'জানি। তবু রাখতে হয়।'

হাতটা সরিয়ে দিল রানা। 'রেখে দিন। লাগবে না ওটা আমার।'

'দরজা খুলবেন না?' বিস্মিত হল ম্যালেট্টি।

'অফকোর্স। তবে আমার নিজস্ব কায়দায়।'

লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পা বাড়াল ও সিঁড়ির উদ্দেশে। লকটা দেখে বোঝা গেল, ঠিকই বলেছিল ম্যালেট্টি। উপযুক্ত জিনিস হাতে থাকলে হদ্দ আনাড়ীরও এক মিনিটের বেশি লাগবে না খুলতে।

রানার লাগল কয়েক সেকেণ্ড। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও, হাতে বেরিয়ে এসেছে ফ্ল্যাশ লাইটটা। এক রাতে পর পর দুটো অভিযান, ভাবল রানা, এখানেও ধরা পড়তে হবে না তো?

সামনেই ছোট্ট একটা প্যাসেজ। নাকটা কুঁচকে আছে রানার। ভেতরের বদ্ধ বাতাসে ওয়াইন আর ঘামের বিশ্রী দুর্গন্ধ, তিষ্ঠানোই দায়। আরও একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেই সাথে—সিগারের।

প্যাসেজ পেরিয়ে বাঁ দিকে একটা বন্ধ দরজা দেখতে পেয়ে খুলল রানা। ছোট্ট একটা কিচেন, ভীষণ নোংরা। সিঙ্কে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা ছোট-বড় থালাবাটি এবং দুটো ফ্রাইং প্যান।

অসংখ্য মাছি ঘিরে রেখেছে ওগুলোকে। সিঙ্কের পাশেই পড়ে আছে কয়েক টুকরো অভুক্ত রুটি আর সামান্য মাংস—ওগুলোরও একই দশা। ফ্ল্যাশ লাইটের আলো পড়তে অবস্থান ছেড়ে উড়াল দিল মাছিগুলো।

দরজা বন্ধ করে প্যাসেজ পেরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের পিছনদিকে চলে এল রানা। পাশাপাশি দুটো দরজা, দুটোই বন্ধ। প্রথমটাকে ড্রইংরুম বলা যেতে পারে, টেকনিক্যালি। দামি এক সেট সোফা, পড়ে আছে অযত্ন অবহেলায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছে রানা, একটা সিঙ্গেল সোফা বাদে অন্যগুলোয় পুরু হয়ে জমে আছে ধুলো—কতদিন ঝাড়মোছ করা হয়নি, কে জানে। এ ছাড়া আর কোন ফার্নিচার নেই এ ঘরে।

অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার সোফাটার সামনে ছোট্ট একটা টিপয়। কালো রঙের বড় একটা পাথরের অ্যাশট্রে রয়েছে তার ওপর। কি মনে হতে এগিয়ে গেল রানা ওটার দিকে, আলো ফেলল ফ্ল্যাশ লাইটের। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাথে সাথে। দুটো সিগারের শেষাংশ পড়ে আছে। এই একই জিনিস খুঁজে পেয়েছিল রানা সরেনটোয়; ক্লিফ হেডে।

কয়েক সেকেণ্ড টুকরো দুটোর দিকে চেয়ে থাকল ও। তারপর বেরিয়ে এল। পাশেরটা বেডরুম। বেশ বড় রুমটা। মাঝখানে একটা ডবল বেড, এলোমেলো। বেডশীট এবং বালিশের কভার দুটোই তেল চিটচিটে। ওপাশে জানালা ঘেঁষে একটা ডবল সোফা এবং দুটো লাউঞ্জিং চেয়ার। চেয়ার দুটোর মধ্যিখানে একটা ছোট্ট টেবিল। পাশাপাশি ছ'টা ওয়াইনের বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার ওপর। দুটো বোতল শূন্য।

গুইসেপ ম্যালেট্টি।

'কলোসিয়ামের মেইন এনট্রান্সে। ঠিক এগারটায়।'

বাসায় ফিরেই রোম ইন্টারন্যাশনাল কল বুকিং-এ ফোন করল রানা। নিউ ইয়র্কের একটা নাম্বার দিয়ে শুধু বলল, 'মোস্ট আরজেন্ট।'

রিসিভার রেখে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ও। ধরে এসেছে বৃষ্টি, ধীরে ধীরে কমে আসছে তেজ। একটা জানালা খুলে তার সামনে দাঁড়াল রানা। সিগারেট ধরাল। বিস্বাদ হয়ে আছে মুখটা। মনের মধ্যে হাজারো চিন্তার ভিড়।

সব ছাপিয়ে বার বার সোফিয়া শেরম্যানের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠছে মনের আয়নায়। ওকে ভালবেসে ফেলেছিল মেয়েটি, ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই পৃথিবী থেকে বিদেয় করে দেয়া হয়েছে ওকে, ভাবনাটা ত্যাগ করছে না রানাকে মুহূর্তের জন্যেও।

ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল, টেলিফোন বাজছে। সিগারেট ফেলে ফোন ধরল ও।

'আপনার নিউ ইয়র্ক নাম্বার লাইনে আছে, সেনর। কথা বলুন,' একঘেয়ে সুরে বলল অপারেটর।

ও প্রান্ত থেকে 'হ্যালো!' কানে আসতেই বলল রানা, 'শফিক? রানা।'

'জ্বি জ্বি, মাসুদ ভাই, বলুন,' বলল রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা প্রধান শফিকুর রহমান। 'কোত্থেকে?'

'রোম। কাগজ-কলম নিয়েছ?'

'জ্বি।'

'লেখ, নামঃ সনি বাসিলি...'

প্রমাণ করে যে এই লোকটিই হত্যা করেছে ফেলিনিকে। এখান থেকে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে সে, এবং ফিরে এসেছে নির্বিঘ্নে।

তারিখটা জানতে হবে কবে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল। যদি এই ছয় দিনের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে আর কিছু দরকার হবে না। খুব সহজেই প্রমাণ করা যাবে কে আলবার্তো ফেলিনির হত্যাকারী। টিকেটটা পকেটে পুরল রানা। হাসল মনে মনে। যে অস্ত্র দেখিয়ে ওকে হুমকি দিচ্ছে লোকটা, তাকেও সেই একই অস্ত্র দেখাবে ও প্রয়োজনে।

পকেটের চেইন বন্ধ করে ব্যাগটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল রানা। ড্রয়ারটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। আরও মিনিট দশেক ঘুরঘুর করল ও, সন্দেহজনক সবজায়গাতেই চোখ বোলাল। কিন্তু আগ্রহ জাগার মত তেমন আর কিছু পাওয়া গেল না।

বাইরে এসে দাঁড়াল রানা। বুক ভরে টেনে নিল মুক্ত ভেজা বাতাস। ফুসফুস থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিল শুয়োরের দুর্গন্ধ। মনটা বেশ উৎফুল্ল লাগছে, লড়াই করার মত যা হোক একটা কিছু পাওয়া গেছে অন্তত।

দ্রুত নেমে এল মাসুদ রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল সম্ভবত ম্যালেত্তি। প্রথমে চমকে উঠল রানার দীর্ঘ ছায়া দেখে। তারপর অভিযোগের সুরে বলল, 'অনেক সময় নিয়েছেন, সেনর। চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন আমাকে।'

'এবার চিন্তামুক্ত হোন। বাড়ি ফিরে ঘুম দিন গিয়ে।'

দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল রানা। বাসায় ফিরে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে নিউ ইয়র্কে।

'সকালে কোথায় দেখা হবে, সেনর?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল

মেঝের প্রায় সর্বত্রই পড়ে আছে দলা দলা সিগারেটের ছাই। দুর্গন্ধে ভূতও পালাবে। বিছানায়, চেয়ারে, সোফায় ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা নোংরা শার্ট-প্যান্ট। মনে হয়, মানুষ নয়, কোন শুয়োর বাস করে এ ঘরে। এত দুর্গন্ধ কোন মানুষের পক্ষে বেশিক্ষণ সহ্য করা সম্ভব নয়।

ঘরের সর্বশেষ ফার্নিচারটির ওপর নজর বোলাল এবার মাসুদ রানা। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটা ডেস্ক। তার ওপর পাহাড়ের মত জমে আছে এক গাদা খবরের কাগজ, সিনেমা ম্যাগাজিন এবং ন্যাংটো মেয়েদের ছবি।

ডানদিকে তিনটে ড্রয়ার। ওপরের দুটো ঠাসা রয়েছে সব পর্নো ম্যাগাজিনে। তৃতীয় ড্রয়ারটা খুলেই থমকে গেল রানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সামনে। ভেতরে আলইটালিয়ার ছাপ মারা নতুন একটা ট্রাভেল ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা বের করল রানা। জিপ খুলে ভেতরে তাকাল।

কিছু নেই, একদম খালি। এবার পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল। ধরেই নিয়েছে কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু সবশেষের পকেটটায় হাত দিতেই কিছু একটা বাধল রানার হাতে। টান মেরে জিনিসটা বের করে আনল ও। একটা প্লেনের টিকেট, আলইটালিয়ার। আনমনে ওটার দিকে চেয়ে থাকল রানা কয়েক মুহূর্ত।

তারপর কভার উল্টে নজর বোলাল ভেতরে। সনি বাসিলির নামে ইস্যু করা হয়েছে টিকেটটা। রুটঃ রোম-নিউ ইয়র্ক-রোম। ইস্যুর তারিখটা আজ থেকে ঠিক এক মাস আগের। ছয় দিন নিউ ইয়র্ক ছিল সনি, তারপর ফিরে এসেছে। যোগসূত্রটা সম্ভবত

নয়

ছোট ছোট পায়ে মেইন এন্ট্রান্সের দিকে এগিয়ে আসছে গুইসেপ ম্যালেট্টি। আজ একটা কালো স্যুট পরেছে সে। নতুন না হলেও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। শেভও করেছে আজ। মুখটা বেশ প্রাণবন্ত লাগছে। বাঁ বগলে একটা পোর্ট ফোলিও রয়েছে দেখা গেল। দাঁড়িয়ে পড়েছে ম্যালেট্টি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানার খোঁজে।

গাড়িতে বসে ছিল মাসুদ রানা। হাত তুলে লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হাসিমুখে পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'গুড মর্নিং, সেনর।'

'মর্নিং। উঠে পড়ুন,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। হাত বাড়িয়ে ওপাশের দরজা খুলে দিল।

'কোথায়?' উঠে বসে কোটটা টেনেটুনে ঠিক করল ম্যালেট্টি। কোলের ওপর রাখল পোর্টফোলিওটা। এমনভাবে দু'হাতে ধরে আছে, দেখলে মনে হবে বুঝি বহুমূল্য হীরে-জহরৎ আছে ওতে। ছিনিয়ে নিতে পারে রানা।

রসুনের গন্ধে নাক কুঁচকে উঠতে যাচ্ছিল ওর, কোন রকমে সামলে নিল। বলল, 'এখানে বসেই কথা বলা যাক। বলুন, কি কি

জানতে পেরেছেন।'

'ওয়েল। আপনার নির্দেশমত দশজন গোয়েন্দা লাগিয়েছি আমি লা সেনরিনার ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার ব্যাপারে, সেনর,' বলল ম্যালেট্টি। পোর্টফোলিওটা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। 'আই. আই. এ-র নামকরা অপারেটর তারা প্রত্যেকে। এখনও তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট আমি পাইনি, সেনর। তবে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু তথ্য আমি উদ্ধার করেছি অলরেডি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বাঁ কানের লতি চুলকাল লোকটা। নড়েচড়ে বসল। 'এ ধরনের কাজ করতে গেলে অনেক সময় অনেক গোপনীয়, অনেক...আই মীন আনপ্লেজেন্ট ফ্যাক্টস ফাঁস হয়ে পড়ে। আমাকেও সেরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।' ভেতর থেকে কয়েকটা টাইপ করা কাগজ বের করল সে। 'একেবারে তৈরি করেই এনেছি রিপোর্টটা।'

এমনভাবে কথাগুলো বলল ম্যালেট্টি যেন নতুন একটা মহাদেশ আবিষ্কার করে এসেছে।

'বলে যান,' বলল রানা। 'কি বলতে চাইছেন তা কম-বেশি আমিও জানি। তবে আপনাকে আরেকবার সতর্ক করে দেয়া দরকার যে কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি যা যা জানবেন, তার সবই গোপন রাখতে হবে। লা সেনরিনার বাবা খুবই প্রভাবশালী মানুষ। এসব যদি কোনভাবে জানাজানি হয় বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন তিনি। তার ফলটা আপনার বা আমার, কারও জন্যেই শুভ হবে না।'

'সে কথা নতুন করে বলতে হবে না, সেনর। একবার বলেছেন, তাই যথেষ্ট। মনে আছে আমার। তবে আপনি নিশ্চয়ই

জানেন, লেফটেন্যান্ট ভিটেলো ফ্রেনজিও ঘাঁটাঘাঁটি করছে এসব নিয়ে। আমি যা জেনেছি, সে-ও তা জানবে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। হাতের কাগজগুলোয় দুটো টোকা মারল ম্যালেট্টি। 'আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বড়জোর আর তিনদিন। এর মধ্যেই সব জানা হয়ে যাবে তার।'

'কি করে বুঝলেন আপনি?'

রানার দিকে ঘুরে বসল লোকটি। কাগজগুলো রেখে হ্যাট নামিয়ে টাক চুলকাল। 'আপনি বোধহয় জানেন, সেনর, লা সেনরিনা ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিলেন? ইল সেনর ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান প্রচুর পয়সার মালিক, কিন্তু মেয়ের প্রয়োজনের দিকে ভদ্রলোকের একেবারেই খেয়াল ছিল না। হাত খরচের জন্যে খুব সামান্যই অর্থ দিতেন তিনি মেয়েকে। কিন্তু তাতে পোষাত না সেনরিনার। অন্য সব খরচ...সে যাক, আই রিগ্রেট টু টেল ইউ, এই আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে অনেককে ব্ল্যাকমেইল করেছেন তিনি। নিজ দেশে তো বটেই, এদেশেও কয়েকজন তাঁর ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়েছে বলে জানতে পেরেছি আমি।'

হঠাৎ করেই বুঝল মাসুদ রানা, লোকটা সম্ভবত ওর এবং সোফিয়ার সম্পর্কের কথা জেনে গেছে। এবং রানাকেও তার শিকার বলে ভাবছে, যে জন্যে কথা বলছে নাটকীয় ভঙ্গিতে।

'এ ব্যাপারেও অল্প-বিস্তর জানি আমি,' বলল ও। 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দেননি আপনি। আমি জানতে চাইছি কি করে ফ্রেনজি...?'

'জাস্ট আ মিনিট, সেনর। এখনই বলব।' কাগজগুলো তুলল সে। 'এর মধ্যে কয়েকজনের নাম ঠিকানা আছে, এরা প্রায়

প্রত্যেকেই টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন লা সেনরিনাকে। পড়ে দেখুন তালিকাটা।' রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা। ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে ওর মধ্যে ওর নিজের নামটাও রয়েছে।

সিগারেট বের করল রানা। নিজে একটা নিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল ম্যালেট্টির দিকে। কিন্তু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল সে।

'আমি আমেরিকান সিগারেট পছন্দ করি না, সেনর। যদি অনুমতি করেন তো...।' পকেট থেকে নিজের ব্র্যাণ্ড বের করল সে।

'শিওর।' সিগারেট ধরাল রানা। 'এই তালিকা জোগাড় করলেন কিভাবে?'

'ইল সেনর ব্রুনো মারকোনি, একজন নামকরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তাঁর সাহায্যে। এক সময় পুলিসে চাকরি করতেন সেনর মারকোনি। এ ধরনের স্পেশাল কাজে বিশেষজ্ঞ এবং ভে-রি এক্সপেনসিভ। অবশ্য তাঁর অর্গানাইজেশনটা ছোট, আমারটা বড়। ঠেকায় বে-ঠেকায় একে অপরকে সাহায্য করে থাকি আমরা সবসময়। এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চেয়েছিলাম আমি আপনার সমস্যার কথা ভেবে। এই রিপোর্টটা তাঁর-ই তৈরি। খুশি হয়েই কাজটা করে দিয়েছেন তিনি খেটেখুটে।'

'একই প্রশ্ন আবারও করতে হচ্ছে, সেই লোকই-বা কি করে জোগাড় করল এ তালিকা?' স্টিয়ারিঙের ওপর একহাতে দেহের ভর চাপিয়ে বসল মাসুদ রানা।

'তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল লা সেনরিনার ওপর সারাক্ষণ নজর

রাখার। তিনি কি করেন, কোথায় যান ইত্যাদি লক্ষ রাখার।'

গলা শুকিয়ে গেল রানার। 'কখন থেকে কার্যকর হয় এ নিদের্শ?'

'তাঁর রোমে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই।'

'কার নির্দেশে?'

'দুঃখিত, সেনর। এটা আপনাকে জানাতে পারছি না। সেনর মারকোনিকে কথা দিয়েছি আমি এ ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করব বলে। কথা দিয়েছি বলেই তথ্যগুলো পেয়েছি তাঁর কাছে, নইলে আমার পক্ষে এসব জানা সম্ভব ছিল না।'

'লোকটা কি সরেনটো গিয়েছিল সোফিয়াকে ফলো করে?'

'না, যায়নি। তার ওপর রোমের বাইরে যাওয়ার কোন নির্দেশ ছিল না।'

'আপনি বললেন তিনদিনের মধ্যে এসব তথ্য জেনে যাবে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। কি করে আপনি জানলেন তা?'

'সেনর মারকোনি নিজেই জানিয়ে দেবেন তাকে। আজই জানাতেন, কিন্তু আমার অনুরোধে প্রোগ্রাম পিছিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন তিনি তিনদিনের জন্যে।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'সে কেন লেফটেন্যান্টকে জানাতে যাবে এসব?'

'কারণ তিনি ভাবছেন, হত্যা করা হয়েছে লা সেনরিনাকে,' গলায় দুঃখ দুঃখ একটা ভাব ফোটাল ম্যালেট্টি। 'পুলিসকে ইনফরমেশনগুলো জানানো কর্তব্য মনে করছেন তিনি। সময় বিশেষে একাজ আমরাও করে থাকি। এতে ওরাও ঠেকা-বেঠেকায় সাহায্য করে আমাদের।'

'বুঝলাম, কিন্তু তাকে তিনদিন অপেক্ষা করার অনুরোধ কেন করেছেন?'

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল গুইসেপ ম্যালেট্টি। টুপি নামিয়ে আবার টাক চুলকাল। কাগজগুলো হাতে নিয়ে আনমনে নাচাতে লাগল, যেন ওগুলোর ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। 'আপনি যদি দয়া করে তালিকাটার ওপর এক পলক নজর বোলান, সেনর, তাহলেই বুঝবেন কারণটা কি। বলতে পারেন সময়টুকু আমি আপনার কথা ভেবেই আদায় করে নিয়েছি জোর করে।'

শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিল মাসুদ রানা। মানুষ, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। কলোসিয়াম দর্শনার্থীদের কল-গুঞ্জন কোলাহলে পরিণত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও বাড়বে তা।

যেন এ-ও কেমন আছেন বা কোথায় যাচ্ছেন ইত্যাদি আর দশটা সাধারণ প্রশ্নের মতই, এমনভাবে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ওখানে আমার নামটাও আছে, তাই, এই তো?'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল ম্যালেট্টি। 'ইয়েস, সেনর। ইল সেনর মারকোনি জানতে পেরেছেন, সেনরিনা সোফিয়া যেদিন নিহত হয়েছেন, সেদিন নেপলস গিয়েছিলেন আপনি দুপুরের ফ্লাইটে। তাঁর ধারণা ওখান থেকে সরেনটো যান আপনি। আরও জানা গেছে, আপনাদের দু'জনের সম্পর্কটা খুবই ক্লোজ ছিল। সেনরিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে লাঞ্চ-ডিনার করা ছাড়াও সিনেমা-তেও গেছেন আপনি। আর...আপনার নেপলস যাওয়ার দিন দুপুরে আপনার অফিসে টেলিফোন করেছিলেন সেনরিনা একটা ফটোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।' কানের

লতি চুলকাল ম্যালেট্টি। 'ফোনে নিজেকে মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। আপনাদের দু'জনের সম্পর্ক আঁচ করতে পেরে সময়মত আপনার টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করেছিলেন ইল সেনর মারকোনি।'

থ হয়ে গেল মাসুদ রানা। বলে কি? ওর টেলিফোনে আড়ি পাতা পর্যন্ত গড়িয়েছে ব্যাপারটা? কিন্তু কে তাকে সোফিয়ার ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। কে সে? কেন?

'সব তথ্য ফ্রেনজিকে জানাতে যাচ্ছে আপনার বন্ধু?'

এমনভাবে রানার দিকে তাকাল মালেট্টি, যেন দুঃখে কলজে ফেটে মরার অবস্থা হয়েছে। 'হ্যাঁ। একে তিনি পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ভাবছেন, সেনর। এটা একটা ক্লীন মার্ডার কেস। পুলিসকে না জানালে পরে হয়ত উল্টে নিজেই ফেঁসে যাবেন তিনি তথ্য গোপন করার দায়ে।'

'তিনদিন দেরি করতে রাজি হওয়ার অর্থ আমি যেন একটা সুযোগ পাই?'

সরাসরি উত্তরটা এড়িয়ে গেল ম্যালেট্টি। 'আমি তাঁকে দেরি করতে সম্মত করিয়েছি, সেনর।'

অন্যমনস্কের মত তার চর্বি বোঝাই গোল মুখটার দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। আর কোন পথ নেই। রানার কোন অ্যালিবাই-ই এখন আর ধোপে টিকবে না। ফ্রেনজি কেবল জানতে পারলেই হয় যে ও-ই সেই রবার্ট হুইটনি, এবং সোফিয়ার মৃত্যুর দিন ও নেপলস গিয়েছিল—ব্যস্! আর কোন তথ্য প্রমাণের দরকার হবে না। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল রানা রীতিমত। ও জানে সোফিয়াকে হত্যা করেছে সনি বাসিলি, কিন্তু ওরা তা শুনবে

কেন? উপযুক্ত প্রমাণ কই রানার হাতে?

'আপনি কি তালিকাটা একবার দেখবেন, সেনর?' বলল ম্যালেট্টি। এখন আর সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না সে। বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে রানার অসুবিধের কথা ভেবে মনে সহানুভূতি জাগছে তার। 'তারপর না হয় আলোচনা করা যাবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে?'

কথাগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে কিন্তু আনমনা ছিল বলে ঠিক ধরতে পারল না রানা।

'দিন,' হাত বাড়াল ও। কাগজগুলো নিয়ে বলল, 'আপনার কোন তাড়া নেই তো?'

'না না, কোন তাড়া নেই আমার।'

'তাহলে গাড়িতেই বসুন,' বলে দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। 'আমি একটু ঘুরে আসছি। আধঘন্টার মধ্যেই আসব।'

'অল রাইট, সেনর।'

হাঁটতে হাঁটতে কাছের এক ককটেল বারে এসে ঢুকল ও। নিরিবিলি একটা জায়গা দেখে বসল। অল্পবয়সী প্রায় নগ্নবক্ষা সুন্দরী এক ওয়েট্রেস এসে দাঁড়াল সামনে। মেয়েটির হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেল মাসুদ রানার। হাসিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল সে, ককটেল বার হলেও এখানে আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়।

কর্কশ গলায় প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'ডবল হুইস্কি!'

ওর অপ্রত্যাশিত মধুর কণ্ঠে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মেয়েটি। এক পা পিছিয়ে গেল চট করে। তাড়াতাড়ি বলল, 'সি...সি, সেনর।' কথা শেষ করেই দ্রুত পায়ে বারের দিকে হাঁটা ধরল নগ্নবক্ষা। প্রায় সাথে সাথেই ফিরে এল। হুইস্কি ভরা গ্লাসটা

সাবধানে রানার সামনে রেখে ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

বড় একটা চুমুক দিয়ে কাগজগুলো চোখের সামনে মেলে ধরল মাসুদ রানা। পড়তে লাগল। ও সহ মোট চারজনের নাম আছে তালিকায়—সবাই সাংবাদিক। প্রথম নামটি কার্লো মনটির। এরপর লস এঞ্জেলস টাইমস-এর রোম সংবাদদাতা টিম ম্যাথিউসের নাম। সম্ভবত এর কথাই বলেছিল মনটি। আরেকজন ইটালিয়ান।

ওসব নিয়ে মাথা ঘামাল না মাসুদ রানা। নিজের ব্যাপারে কি কি আছে এতে, তার ওপর নজর বোলাতে লাগল দ্রুত। একটু পরই টের পেল ও, একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি গুইসেপ ম্যালেত্তি। সোফিয়ার রোমে পা রাখার মুহূর্ত থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি একজন প্রফেশন্যালের মতই লক্ষ করেছে ব্রুনো মারকোনি। রানার সঙ্গে সোফিয়ার প্রতিটি সাক্ষাৎ নির্ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে। সেই সঙ্গে ওদের টেলিফোনে যতবার আলাপ হয়েছে, তার প্রতিবারের প্রতিটি কথোপকথনও রয়েছে, হুবহু।

মাত্র তিন দিন!

কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল মাসুদ রানা। এর মধ্যে কি পারবে ও সনির মুখোশ উন্মোচন করতে। নাকি লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে নিজের পরিচয় জানিয়ে সব খুলে বলবে? না, তাতে কোন লাভ হবে না। বরং খেলো হয়ে যাবে ও ফ্রেনজির কাছে। তারচেয়ে বরং থাক এখন।

আচমকা প্রায় লাফিয়ে উঠল রানা। চমকে গেছে ভেতরে ভেতরে। লিস্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ নেই। কেন নেই? ব্যস্ত হাতে পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল ও। একই কথা জপ করছে

মনে মনে, কেন নেই? নেই কেন? ওর ধারণাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত—তালিকার কোথাও সনি বাসিলি বা সারা গ্র্যানডির নাম নেই।

অথচ থাকা অবশ্যই উচিত ছিল। রানা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যেমন ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে সোফিয়াকে, তেমনি সনির সঙ্গেও দেখা গেছে নিশ্চয়ই? হয়ত সারার সঙ্গেও এক-আধবার বেরিয়েছে মেয়েটি। তাহলে? ওদের দু'জনের উল্লেখ পর্যন্ত নেই, এ কেমন কথা?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। তারপর সচকিত হয়ে হাত ইশারায় সেই ওয়েট্রেসকে ডাকল। 'আমাকে রোমের টেলিফোন গাইডটা দাও প্লীজ, ডার্লিং!' বলল ও।

কিন্তু সহজে ভবি ভুলবার নয়। মুখে সামান্য হাসির রেখা ফুটলেও সতর্ক চোখে রানাকে দেখছে এখনও মেয়েটি। মাথা ঝাঁকিয়ে বার থেকে বইটা এনে দিল সে।

'থ্যাঙ্কস।' আবার হাসল রানা। পরমুহূর্তে ডুবে গেল বইটার মধ্যে। প্রথমে 'এম,' আদ্যাক্ষরগুলো আঁতিপাতি করে খুঁজল ও মারকোনির নাম দেখতে পাওয়ার আশায়। নেই! হয়ত ব্রুনোর ভেতর আছে, ভেবে এবার পুরো 'বি' ঘাঁটল। নেই এখানেও। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আপনমনে থুতনি চুলকাতে লাগল রানা—কেসটা কি?

উঠে বারে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। স্থূলদেহী বারম্যান গ্লাস মোছায় ব্যস্ত। তাকে টেলিফোন সেটটা এগিয়ে দেবার অনুরোধ করল ও। বিনা বাক্যব্যয়ে সেটটা এনে দিল সে। ধন্যবাদ জানিয়ে টনি আমান্দোর নাম্বার ঘোরাল রানা।

'সি!' গম্ভীর গলায় বলল ক্রাইম রিপোর্টার।

'রানা বলছি।'

'হাই, রানা! খবর কি তোমার? টেলিফোন করে পাওয়া যায় না!'

'পাবে। আর দুটো দিন সবুর কর। এখন একটা জরুরি খবর চাই আমার।'

'ডেফিনিটলি! বল কি জানতে চাও।'

'ব্রুনো মারকোনি নামে কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে চেন?'

'ব্রুনো মারকোনি?'

'হ্যাঁ। স্পেশাল কেস হ্যাণ্ডেল করে লোকটা। চার্জ নেয় খুব বেশি।'

'ব্রুনো মারকোনি...নাহ্! নামে ভুল হচ্ছে তোমার, রানা। রোমের প্রাইভেট ডিটেকটিভদের প্রত্যেককে চিনি আমি। এ নামে কেউ নেই।'

'তুমি শিওর?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর। কেন, ব্যাপার কি?'

'পরে বলব। থ্যাঙ্কস, টনি। রাখছি।'

মেয়েটিকে আরও একটা ডবল হুইস্কির অর্ডার দিয়ে টেবিলে ফিরে এল মাসুদ রানা। ঘড়ি দেখল। আধঘন্টা ফুরোতে আরও দশ মিনিট দেরি আছে। আরেকবার রিপোর্টটা পরীক্ষা করে দেখল রানা। প্রথম তিনজনের নামের পাশে ছোট্ট করে লেখা আছেঃ ব্ল্যাকমেইল ভিকটিম অভ লা সেনরিনা সোফিয়া শেরম্যান। ওর নামের পাশে লেখাঃ হু নট ওনলি হ্যাড দ্য মোটিভ, বাট দ্য অপরচিউনিটি অভ কিলিং হার।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। ধীরেসুস্থে শেষ করল পানীয়টুকু। ভেতরের অস্বস্তিকর ভাবটা কেটে গেছে। খুশিমনে ড্রিঙ্কসের দাম মেটাল ও, মেয়েটিকে আশাতীত রকম টিপস্ দিয়ে বেরিয়ে এল খাঁ-খাঁ রোদ মাথায় নিয়ে।

বসে বসে ঘামছে গুইসেপ ম্যালেট্টি। গাড়ির ভেতরটা রসুন, ঘাম আর ইটালিয়ান থার্ড ক্লাস সিগারেটের দুর্গন্ধে গুলজার। উঠে বসল রানা ড্রাইভিং সিটে। গোল করে পাকানো কাগজগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রিপোর্টটা পড়তে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ আপনাকে।'

এমনভাবে সেদিকে তাকাল লোকটা, যেন কোন বিষাক্ত মামবা ছোবল মারতে যাচ্ছে তাকে। 'না না, দরকার নেই,' ব্যস্ত গলায় বলল ম্যালেট্টি। 'ওগুলো আপনার জন্যেই এনেছি, সেনর। রেখে দিন।'

'ধন্যবাদ। ব্রুনো মারকোনির কাছে এর কপি আছে নিশ্চয়ই?'

'সি, সেনর। আনফরচুনেটলি।'

পা লম্বা করে দিয়ে বসল রানা। তখনকার সেই কথাটার মর্ম এখন বুঝতে পারছে ও—একেবারে জলবৎ তরলং। ওকে ব্ল্যাকমেইলের জালে জড়াতে চাইছে গারলিক ম্যালেট্টি। দুর্গন্ধ তাড়াতে সিগারেট ধরাতে বাধ্য হল রানা। 'ব্রুনো মারকোনি খুব বড়লোক হবেন নিশ্চয়ই, তাই না?'

কয়েক মুহূর্ত রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। প্রশ্নটার বিশেষ কোন অর্থ আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর মুখের নিরাসক্ত ভাবভঙ্গি দেখে দৃষ্টি পাল্টাল।

'কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কখনই ধনী হয় না, সেনর,' বলল ম্যালেট্টি। 'এক মাস কাজ করলে তিন মাস বসে থাকতে হয়। আমাকেই দেখুন, আমার পোশাক-আশাক দেখে কি মনে হয় আপনার?'

প্রশ্নটা শুনতে পায়নি, এমন ভাব করল ও। 'ব্রুনো মারকোনির সাথে কোন সমঝোতায় আসা যায় না?'

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টে গেল গোয়েন্দার। হ্যাট নামিয়ে টাকে হাত বোলাল কয়েকবার। চোখ কুঁচকে আছে, কিন্তু চেহারা উজ্জ্বল।

'কি ভাবে সমঝোতা করতে চাইছেন, সেনর?'

'সাপোজ, তাকে এই রিপোর্টের সবগুলো কপি বিক্রি করে দেবার প্রস্তাব দিলাম আমি?' বলল রানা। 'এগুলো ফ্রেনজির হাতে পড়লেই চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে সে। আমাকেই দায়ী ভাববে সোফিয়ার মৃত্যুর জন্যে।'

'সত্যিই তাই,' বলল ম্যালেট্টি। 'এটা পড়লে যে কেউ-ই তাই ভাববে। এই কারণেই সেনর মারকোনিকে তিনদিনের জন্যে খবরটা চেপে রাখার অনুরোধ করেছি আমি আসলে।'

'কিন্তু আপনার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হয় ভদ্রলোক খুব বেশি রকম কর্তব্য সচেতন। তিনি কি আদৌ রাজি হবেন আমার প্রস্তাবে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মাসুদ রানা।

'আপনি বললে তাঁকে আমি অনুরোধ করব আপনার হয়ে। মনে হয় রাজি করাতে পারব। ইন ফ্যাক্ট, সেনর, রিপোর্টটা আমি আগেই পড়েছি। এবং তাঁকে আভাস দিয়েই এসেছি যে আপনি হয়ত এরকম একটা কিছু প্রপোজ করতে পারেন। তাঁর সেন্স অভ

ডিউটি ওভার-ডেভেলপড, সন্দেহ নেই, কিন্তু ভদ্রলোক আমার বিশিষ্ট বন্ধু। আশা করি রাজি করাতে পারব তাঁকে। আফটার অল, ইল সেনর মারকোনির উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা জানা আছে আমার। ঠিক জায়গামত টোকা দিলে তিনি নিশ্চয়ই...'

'কি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা?'

'তাসক্যানির একটা আঙ্গুর বাগানের মালিক হওয়া।'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। 'আপনি তাহলে মারকোনিকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন?'

খানিক ইতস্তত করে বলল ম্যালেট্টি, 'আপনি আমার ক্লায়েন্ট, সেনর। কাউকে ক্লায়েন্ট হিসেবে গ্রহণ করলে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেই আমি, এটাই আমার ব্যবসার রীতি। এ ব্যাপারটা অবশ্য জটিল...আর বিপজ্জনকও। তবুও,' কাধ ঝাঁকাল সে। 'আপনার কথা ভেবে ঝুঁকিটা নিতে রাজি আছি।'

'আপনি বেশ কড়া প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এর মানুষ দেখছি।'

'ওটা আমার কাছে, সেনর। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আপনার সেবক।'

সরাসরি ম্যালেট্টির মুখের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'ভদ্রলোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে কত টাকা প্রয়োজন, জিজ্ঞেস করেছেন কখনও?'

সে-ও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বলল, 'এ ব্যাপারে অবশ্য কয়েকদিন আগেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। বাগান কেনার অর্ধেক টাকা আছে সেনর মারকোনির।'

'আর কত চাই?'

'টেন মিলিয়ন লিরা।'

টেন কেন, হানড্রেড মিলিয়ন চাইলেও আপত্তি ছিল না রানার। 'ওটা পেলে এই রিপোর্টের সমস্ত কপি আমাকে দিয়ে দেবে সে, এবং পুলিসকে জানাবে না কিছু, ঠিক আছে?'

'এখনই সে কথা দিতে পারি না আমি, সেনর। আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে আমার বিশ্বাস, সেনর মারকোনিকে রাজি করাতে ব্যর্থ হব না আমি।'

'কিন্তু একটা কথা এখনই জানিয়ে রাখছি আপনাকে, সেনর ম্যালেট্টি। এর বেশি এক পয়সাও দিতে পারব না আমি। মানে, এই বাড়তি কাজের জন্যে আপনাকে কিছু দিতে পারছি না। এর ফী-টা আপনি মারকোনির কাছ থেকেই নেবেন। আপনার কাজের ইউজ্যুয়াল ফী নিয়ে অবশ্য চিন্তা নেই।'

'তা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিও না আসলে। কাজটা এখন ভালয় ভালয় চুকে গেলে হয়।'

'গুড। তাহলে দেখুন গিয়ে আলাপ করে,' বলল রানা। 'কতক্ষণ সময় লাগবে মনে করেন?'

ঘড়ি দেখল ম্যালেট্টি। 'বারটা বাজে। আশা করি এক দেড় ঘন্টার মধ্যে ফলাফল জানতে পারব। কোথায় থাকবেন আপনি, বাসায়?'

'না, অফিসে।'

'ঠিক আছে। আমি ফোন করব।' পোর্টফোলিওটা বগলদাবা করে গাড়ি থেকে নেমে গেল গুইসেপ ম্যালেট্টি। 'চলি, সেনর মাসুদ রানা।'

'আসুন।'

রানাকে বো করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ছোট ছোট পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল দর্শনার্থীদের ভিড়ে। পাঁচ মিনিট পর গাড়ি ছাড়ল রানা। সোজা চলে এল নিউ ইয়র্ক ভিশনে। লিজা ভ্যালেন্টির দিকে তাকালই না ও, গম্ভীর মুখে ভেতরে এসে বসল।

দেয়া হলে দশ মিলিয়ন লিরা কার পকেটে যাবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর। কিন্তু কে লোকটাকে সোফিয়ার ওপর নজর রাখার জন্যে ভাড়া করেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারছে না রানা। আধঘন্টা পর পর দু'বার এসে ওকে কফি দিয়ে গেছে লিজা নিঃশব্দে। রানাকে চিন্তিত দেখে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি।

ঠিক দুটোয় ফোন করল ম্যালেন্টি। 'অ্যারেঞ্জমেন্ট পাকা করে ফেলেছি, সেনর,' খুশি খুশি গলায় বলল সে। 'আর কোন চিন্তা নেই।'

'ভেরি গুড।'

'আগামীকাল সকালেই শর্ত পূরণ করতে হবে আপনাকে।'

'কাল নয়, পরশু। মানে, আমাকে কিছু কিছু...'

ওকে থামিয়ে দিল গোয়েন্দা। 'নট ওভার দ্য টেলিফোন, সেনর,' ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'টেলিফোনে এ ধরনের আলোচনা মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে, এটা ওপেন লাইন। ঠিক আছে, পরশুই সই। পরশু ঠিক এই সময় আপনাকে ফোন করব আবার।'

'বেশ।' ফোন রেখে দিল রানা।

দশ

পরের একটা ঘন্টা একের পর এক সিগারেট টেনে কাটাল মাসুদ রানা। বিভিন্ন কোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখল পুরো সেট-আপটা। এমন নোংরা, প্যাঁচাল ঝামেলায় জীবনে আর কখনও পড়েনি ও, এমন নাকানি-চোবানিও খেতে হয়নি।

এরমধ্যে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে গুইসেপ ম্যালেট্টি। এর একটা বিহিত করা দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সন্দেহ নেই। আরও বড়রকম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ফেলতে পারে সে রানাকে ইচ্ছে করলেই। অতএব কোন চান্স দেয়া যাবে না লোকটাকে। এদিকে হাতে সময়ও নেই। আগামী দুয়েকদিনের মধ্যেই সম্ভবত সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে ফাইন্যাল রিপোর্ট সাবমিট করবে পুলিস নেপলস করোনারের কাছে।

তার মানে আরেকবার দৌড়াতে হবে ওকে সরেনটো, ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের প্রতিনিধি হিসেবে। তার আগেই যদি রানা সনিকে হত্যাকারী প্রমাণ করতে না পারে তাহলে ড্রাগের চালান নিয়ে নিস যেতেই হবে। অথচ, প্রথমেই যদি সামান্য মাথা খাটিয়ে সত্যের মুখোমুখি হত ও,তাহলে এর কিছুই হত না।

সোফিয়ার মৃতদেহ চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পুলিসকে

জানাত ও ফোন করে, তাহলে সনিও ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ওর জন্যে ফাঁদ পাততে পারত না। আফসোস! তখন কি আর ভেবেছিল এত সহজেই রগচটা শেরম্যানকে ম্যানেজ করা সম্ভব হবে?

সনি বাসিলির কথা ভাবল মাসুদ রানা। ইটোলা গ্র্যানডির সাথে নির্বাসনে এসেছে লোকটা এদেশে, সন্দেহ নেই। এবং নিউ ইয়র্ক থেকে গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ার পর ছ'দিনের জন্যে আবার ফিরে গেছে সেখানে। হত্যা করেছে আলবার্তো ফেলিনিকে, তারপর আবার দৌড়। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে রানা, কাজটা সাফল্যজনকভাবে শেষ করে সনি ফিরে আসার মাত্র এক সপ্তাহ পর রোমে আসে সোফিয়া শেরম্যান।

কে প্রথম ড্রাগের নেশা ধরিয়েছিল মেয়েটিকে? নিশ্চয়ই আলবার্তো ফেলিনি। সোফিয়ার সঙ্গে রাত কাটায় ফেলিনি, ব্যাপারটা যে ভাবেই হোক, জানতে পারে ইটোলা গ্র্যানডি। এবং কৌশলে ওকে দখল করে নেয়। সে জানে, নেশাখোরদের নীতি বলে কিছু নেই, থাকে না, লোভ দেখালেই ইচ্ছেমত নাচানো যায় তাদের। হয়েছেও তাই।

হয়ত বড় অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সোফিয়াকে, অথবা আজীবন বিনে পয়সায় ড্রাগ সাপ্লাইয়ের নিশ্চয়তা। ফলে আগুপিছু চিন্তা না করেই ফেলিনিকে হত্যা করার কাজে গ্র্যানডিকে সহায়তা করতে রাজি হয়ে যায় সে।

সারা গ্র্যানডির ওখানে দেখা বড় ছবিটার কথা চট করে মনে পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার যখন বেলা ভিসটায় যায় রানা, সেবার

ঠিক একই রকম একটা দৃশ্য চোখে পড়েছিল ওপর থেকে। বড় একটা ছাতার নিচে বসে আছে একটা মেয়ে, মুখটা দেখা যাচ্ছে না তার। নিশ্চয়ই সারা গ্র্যানডি হবে মেয়েটি। এর মানে, ভাবল ও, ধারণায় কোন ভুল নেই। ইটোলা গ্র্যানডি-ই ওই ভিলাটার মালিক। আরেকবার ওটার ওপর নজর বোলাতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল মাসুদ রানা। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে আগে।

কিন্তু সবার আগে এই ম্যালেট্রির ব্যবস্থা করতে হবে। কি ভাবে কি করা যায়, ভাবতে লাগল ও। হঠাৎ করেই সমস্যাটার সমাধান পেয়ে গেল, একেবারে সহজ-সরল পথ। ঠিক করল রানা, কাঁটা দিয়ে তুলতে হবে কাঁটা।

বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে রিসিভার তুলল ও। সারা গ্র্যানডির নাম্বার টিপতে শুরু করল। প্রথম রিঙটা পুরো না হতেই সনি বাসিলির বাজখাঁই গলা শোনা গেল।

'মাসুদ রানা বলছি,' বলল ও। 'তোমার সঙ্গে খুব জরুরি বিষয়ে কথা বলা দরকার। কোথায় বসা যায়?'

'কি এমন জরুরি আলোচনা?' সন্দিগ্ধ গলায় বলল সনি।

'আমাদের শনিবারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা সম্ভবত বাতিল করতে হবে,' বলল রানা। 'কিন্তু টেলিফোনে সব কথা বলা সম্ভব নয়। সামনাসামনি হওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সনি। শ্বাস নিচ্ছে বুনো মোষের মত। তারপর মুখ খুলল সে। 'ঠিক আছে। পাসকোয়েল ক্লাবে চলে এসো। ঠিক আধঘন্টার মধ্যে ওখানে যাচ্ছি আমি।'

'ও-কে।'

রিসিভার রাখতেই বেজে উঠল ফোন। 'সেনর মাসুদ রানা?'

'দ্যাট'স রাইট।'

'জাস্ট হোল্ড অন, প্লীজ। নিউ ইয়র্কের কল।'

'অপেক্ষা করছি আমি।' ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান-ই হবে, ভাবল ও। অথবা শফিকও হতে পারে। হয়ত সনি সম্পর্কে...।

'রানা?'

'ইয়েস, মিস্টার শেরম্যান।'

'কেমন আছ তুমি?'

'চলছে।'

'কথা বলেছিলে কাল করোনারের সাথে?'

'হ্যাঁ। আপনার মতামত জানিয়ে দিয়েছি ওঁকে।'

'কি বলে?'

'বলে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার সঙ্গে তার যে সেট্‌ল্‌মেন্ট হয়েছে তা এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে। নতুন কোন ঝামেলা দেখা দিলে সময়মত আপনাকে জানানো হবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন শেরম্যান। 'থ্যাঙ্ক গড। তুমি কি কিছু করতে পেরেছ, কোন ডেভেলপমেন্ট?'

'হ্যাঁ। সোফিয়ার খুনীকে খুঁজে পেয়েছি।'

'কে, রানা?' আচমকা লাফিয়ে উঠেছেন মনে হল ভদ্রলোক, তাঁর চেয়ারের আর্তনাদ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রানা। 'কি নাম তার?'

'সনি বাসিলি।'

'সনি বাসিলি? উঁম্‌ম্‌...নামটা চেনা চেনা লাগছে যেন?'

'লোকটা ইটোলা গ্র্যানডির গানম্যান। সম্ভবত এর হাতেই

গতমাসে খুন হয়েছে আলবার্তো ফেলিনি।'

'ও মাই গড!' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন শেরম্যান। তারপর আবার বিড়বিড় করে উঠলেন, 'ও মাই গড! এদের সাথে নিজেকে জড়িয়েছিল সোফিয়া!' খুবই দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু কেন ওকে হত্যা করল লোকটা?'

বিপদে পড়ে গেল রানা। এ সব কথা টেলিফোনে কি করে বলা সম্ভব? আমতা আমতা করে বলল, 'ওসব এখন থাক, মিস্টার শেরম্যান। এ নিয়ে পরে...'

'ডোন্ট বি হেজিটেন্ট, সন। যা-ই ঘটে থাকুক, বলে যাও তুমি। আমি কিছু মাইণ্ড করব না।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ও। মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল। নিচু, ধীরকণ্ঠে যথাসম্ভব রেখে-ঢেকে জানাল তাঁকে পুরো ব্যাপারটা। এসব হজম করতে প্রচুর সময় লাগল বৃদ্ধের। দীর্ঘ বিরতির পর আবার যখন মুখ খুললেন, রানার মনে হল কাঁদছেন তিনি।

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন। 'এ জন্যে আমিই দায়ী, রানা। সমস্ত অপরাধ আমার, চোখ থাকতেও অন্ধ ছিলাম আমি, দেখেও দেখিনি। কিন্তু...।' থেমে গেলেন শেরম্যান।

'এখন আর এ নিয়ে ভাববার সময় নেই,' নরম গলায় বলল মাসুদ রানা। 'সবকিছু মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে আপনাকে।'

'আমি প্রস্তুত, সন। পাপ যখন করেছি, তার খেসারতও অবশ্যই দেব। বল, কি করতে হবে। ওখানকার পরিস্থিতি কি

রকম? স্ক্যাণ্ডাল ঠেকাবার কোন পথ-ই নেই?'

'এটা এখন মার্ডার কেস, মিস্টার শেরম্যান। তবু আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্ক্যাণ্ডাল ঠেকাবার। দেখি, কি করা যায়।'

'আর, রানা, লোকটার ওপর নজর রাখার...'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না। দায়িত্ব যখন নিয়েছি, ওসব আমি বুঝব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আর কিছু? এখান থেকে কোন সাহায্য করতে পারি আমি তোমাকে?'

'না, তেমন কিছু নেই। ইটোলা আর সনির ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে জানার প্রয়োজন ছিল অবশ্য...'

'কি কি জানতে চাও, বল না। আমি জানাব তোমাকে।'

'দরকার নেই। আমার এজেন্সি এ ব্যাপারে কাজ করছে ওখানে।'

'আমার ক্রাইম ডেস্কের ছেলেরাও জানে কিছু নিশ্চই।'

'তা তো জানবেই। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার ওরা অনেক বেশি জানে। রাখি, জরুরি একটা কাজে বেরোতে হচ্ছে এখনই। সো লঙ।'

ক্রেডলে টোকা দিয়ে ফ্রেনজির নাম্বারে ফোন করল রানা এবার। দেখা দরকার কতদূর এগিয়েছে ওরা।

'ইয়েস, সেনর রানা?' নিরাসক্ত গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। 'বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'শুক্রবার কখন ফাইন্যাল রিপোর্ট দিচ্ছেন আপনারা?'

'সরি, বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। সাড়ে এগারটায়। আপনি আমার সাথে যাবেন? কাল রাতের শেষ ফ্লাইটে যাচ্ছি আমি।'

'নো, থ্যাঙ্কস। আমি শুক্রবারের ফার্স্ট ফ্লাইটে যাব ভাবছি।'

'অল রাইট।'

'কেমন চলছে তদন্ত?'

'সন্তোষজনক।'

'ভাল কথা, সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের কি অবস্থা?'

'আমাদের কাজ শেষ, সেনর। চাবিটা বিল্ডিঙের পোর্টারের কাছে রেখে এসেছি। চাইলেই দিয়ে দেবে।'

'ওকে। বাই দ্য ওয়ে, লেফটেন্যান্ট, অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা ছিল, দেখেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো! কিন্তু...কেন, এ প্রশ্ন কেন?'

'নাম্বারটা কার, জানেন?'

'সেনরিনা সোফিয়ার এক বান্ধবীর, সারা গ্র্যানডির।' গলার স্বরে খুব একটা আগ্রহী মনে হল না তাকে। 'চেক করে দেখেছি আমি।'

'সারা যে ইটোলা গ্র্যানডির মেয়ে, জানেন নিশ্চই?' হাসছে রানা নিঃশব্দে। 'আলবার্তো ফেলিনিকে হত্যার সাথে যাকে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফ্রেনজি। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'জানি বৈকি। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন, সেনর?'

'এমনিই। জাস্ট আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম। ভাবলাম খুব ব্যস্ত আছেন, ভুলে-টুলে যেতে পারেন। তাই আর কি।' লোকটাকে মুখ খোলার সময় না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল রানা।

ঠিক সময়মতই পৌঁছুল রানা পাসকোয়েল ক্লাবে। বসে বসে

ওয়াইন গিলছে সনি বাসিলি। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আ
একটা চুরুট, নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে গল গল করে। প্রকা
লাউঞ্জটা প্রায় জনমানবহীন। রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দে
হাত নাড়ল।

'হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক?' বলল সে।

'না, ধন্যবাদ।' সনির মুখোমুখি বসল মাসুদ রানা।

'ব্যাপার কি?' ভুরু নাচাল লোকটা, 'কিসে কামড়াচ্ছে তোমাকে?'

'টিকটিকি।'

'মানে?' চুরুটটা মুখ থেকে নামাল সনি। অন্য হাতে গ্লাসটা তুলেছিল, থেমে গেল হাতটা মাঝপথে।

'একে না ঠেকানো গেলে নিস যাওয়া হচ্ছে না আমার।'

'খুলে বল।'

'সোফিয়ার বাবা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করতে বলে গিয়েছিলেন আমাকে মেয়ের ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে। তাই করি আমি। আই. আই. এ. নামে এক প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং ফার্মকে অ্যাপয়েন্ট করি। ওদের এক অপারেটর, গুইসেপ ম্যালেট্রিকে এ কাজের দায়িত্ব দেয় ওরা।'

'তারপর?' হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সনি বাসিলি। চোখ আধবোজা—মন দিয়ে শুনছে।

'কিন্তু ব্যাটা উল্টে আমাকেই গেঁথে ফেলেছে।'

'কি ভাবে?'

একটু আগে ম্যালেট্রির সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে, খুলে বলল মাসুদ রানা। ওর বিরুদ্ধে লোকটার তথ্য-প্রমাণ জোগাড়ের

ব্যাপারটাও বাদ দিল না।

রানা থামতে পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাল সনি। 'সো হোয়াট?'

'ব্ল্যাকমেইল। দশ মিলিয়ন লিরা দাবি করেছে আমার কাছে। না দিলে রিপোর্টগুলো পুলিসের হাতে তুলে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে।'

'রিপোর্টগুলো কতটা ক্ষতিকর?' হেলান দিতে দিতে চেয়ারের ওপর প্রায় শুয়ে পড়েছে সনি বাসিলি। আনমনে গাল চুলকাচ্ছে।

'খুব ক্ষতিকর। ওগুলো পুলিসের হাতে পড়লে বারটা বাজবে আমার। অত টাকাও আমার নেই যে দিয়ে ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করব। আমার সার্ভিস চাইলে একে ঠেকাতে হবে তোমার।'

'কি করতে বল?'

'সে তুমি বোঝ কি ভাবে কি করবে।'

'বুঝে গেছি,' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। এক চুমুকে পুরোটা ওয়াইন গলায় ঢেলে ঠক করে আছড়ে রাখল গ্লাসটা। 'চলো, ওঠো।' হাঁটুর পিছন দিয়ে গুঁতো মেরে চেয়ারটা সরিয়ে দিতে চাইল সে, দড়াম করে উল্টে পড়ল ওটা। কেঁপে উঠল পুরো ঘর।

'কোথায়?'

'ম্যালেন্টির সঙ্গে দেখা করে আসি, চলো। ওকে আমি সামলাব, কোন চিন্তা নেই। কামন, কামন!'

'এখন পাচ্ছ কোথায় তাকে? তারচে' বরং কাল সকালে ওকে টেলিফোন কর। অ্যাপয়েনমেন্ট করে...'

'কোন দরকার নেই,' হাত উল্টে ঘড়ি দেখল সনি। 'তিনটে বাজেনি এখনও। পাওয়া যাবে শালাকে।'

বাহু ধরে রানাকে টেনে তুলল সে। কাউন্টারে এসে বিল মেটাল। বাইরে এসে বলল, 'তোমার গাড়ি থাকুক এখানেই। আমারটায় এসো।'

নীল রেনল্টটা দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্কিংলটের একেবারে শেষ প্রান্তে। লক্ষ্য করল রানা, ওটার আগের নাম্বার প্লেটটা নেই—অন্য প্লেট ঝুলছে। সম্ভবত এটাই আসল নাম্বার। সনির পাশে উঠল মাসুদ রানা। হুঙ্কার ছেড়ে ছুটল রেনল্ট তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে। রাস্তায় উঠেই কড়া ব্রেক কষল সনি।

রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল দুই বৃদ্ধ, ব্রেক কষতে আরেকটু দেরি হলেই গাড়ির নিচে পড়ত। অথচ দোষটা তাদের নয়, লাল সিগন্যাল দেখেই পা বাড়িয়েছিল তারা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে প্রচণ্ড ধমক লাগাল সনি লোক দুটোকে, তারপর সন্তুষ্টমনে গিয়ার বদল করল, ক্লাচ ছেড়ে ঠেসে ধরল গ্যাস পেডাল।

'ফ্যাটসো কোথায় থাকে, জানি আমি,' পিলে চমকানো টুকরো হাসি ফুটল সনির ঠোঁটের এক কোণে। অন্য কোণটা জুড়ে বসে আছে চুরুট। 'একসময় দু'জনে খুব ভাল বন্ধু ছিলাম আমরা। একসঙ্গে ব্যবসাও করেছি। খুব ভালবাসে ও আমাকে। আমার জন্যে সব করতে পারে ম্যালেট্টি।'

কথা বলল না রানা। লোকটাকে কি ভাবে সামাল দেবে সনি বুঝে উঠতে পারছে না। দশ মিনিট একনাগাড়ে চলার পর গাড়ির গতি কমাল সনি বাসিলি। বাঁয়ে টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা সরু রাস্তায়। ভায়া ফ্ল্যামিনিয়া নুয়োভা জায়গাটার নাম—গলিতে ঢোকার মুখে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো একটা সাইনবোর্ডে লেখা নামটা পড়ে নিয়েছে রানা চট করে।

কিছুদূর এগিয়ে আবার বাঁয়ে ঘুরল রেনল্ট। প্রায় সাথে সাথে থেমে দাঁড়াল একটা জীর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে। 'এখানে থাকে ও,' বলল সনি। 'চলো।'

গেটহীন গেট পেরিয়ে ওটার বাউণ্ডারির ভেতরে পা রাখল ওরা। বিল্ডিংটা চারতলা, টুইন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। দু'তিনটে ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দায় হুটোপুটি করে খেলছে শিশুরা। নোংরা সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে ওপরে ছুটল সনি, একেকবারে তিনটে করে ধাপ টপকে। বাধ্য হয়ে ছুটল রানাও।

তিনতলায় পৌছে থামল বৃষস্কন্ধ। ডানদিকের দরজায় গুইসেপ ম্যালেট্রির একটা ভিজিটিং কার্ড সাঁটা দেখতে পেল রানা। ফ্রেমের পাশে কলিং বেলের সুইচ। বুড়ো আঙুল দিয়ে সুইচটা চেপে ধরল সনি—ধরেই থাকল।

ছয়-সাত সেকেণ্ড পর সামান্য একটু ফাঁক হল দরজাটা, এবং সাথে সাথেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল আবার। এ জন্যে তৈরিই ছিল সনি, ভেতরের ছিটকিনি তোলার সময় দিল না ম্যালেট্রিকে। ডান হাঁটু দিয়ে ধাঁই করে মারল সে দরজার ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে। ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল ওটা ম্যালেট্রির ভুঁড়ির ওপর।

তীব্র আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় অস্ফুটে কাতরে উঠল লোকটা, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল চিত হয়ে। এদিকে রানার চোখ কপালে উঠেছে ওদের বন্ধুত্বের নমুনা দেখে।

লম্বা পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সনি বাসিলি। ম্যালেট্রি ততক্ষণে উঠে বসেছে, ব্যস্ত চোখে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। ডান হাত বাড়িয়ে তার নেকটাই মুঠো করে ধরল সনি, যেন মুরগির বাচ্চা তুলছে, এমন অনায়াস ভঙ্গিতে টেনে দাঁড় করাল তাকে।

ম্যালেট্রির মোটা গর্দানে এঁটে বসেছে নেকটাই, দম বন্ধ হয়ে এসেছে তার। মরিয়া হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে খামচি দেয়ার চেষ্টা করল সে সনির নাকে মুখে, কিন্তু অতদূর পৌছুল না হাত। আরও কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকল তাকে সনি, তারপর ছেড়ে দিল নেকটাই। পরমুহূর্তে ভয়ঙ্কর এক থাবড়া লাগাল তার বুকে।

চোখের পলকে তিন-চার পা পিছিয়ে গেল ম্যালেট্রি, মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে ওপাশের ডাইনিং রূমে গিয়ে থেমে গেল তার ছুটন্ত দেহ ডাইনিং টেবিলে ধাক্কা খেয়ে। সবে দুপুরের খাবার সাজিয়েছিল ম্যালেট্রি, সবসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ল সে।

ট্রাউজারের পকেটে দু'হাত ভরে অলস ভঙ্গিতে সেদিকে এগোলো এবার সনি। ঠোঁট গোল করে শিষ দিচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসল গোয়েন্দা, দু'ভুরু পৌছে গেছে টাকের প্রান্তে। পর পর তিন-চারটে ঢোঁক গিলল সে। কয়েক পা এগিয়ে ম্যালেট্রির সামনে এসে দাঁড়াল সনি—হাসছে দাঁত বের করে।

'শোন, ফ্যাটসো,' কর্কশ গলায় বলল সে। 'এ আমার বন্ধু,' বুড়ো আঙুল দিয়ে রানাকে দেখাল। 'কেউ যদি ওকে কামড়ায়, কামড়টা আমার গায়েও পড়বে। বুঝতে পারলে কিছু?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ম্যালেট্রি। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু স্বর ফুটল না, আটকে গেছে শ্লেষ্মায়।

'শুনেছি এর বিরুদ্ধে কিছু তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছ তুমি। লিখিত রেকর্ডস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সত্যি?'

মাথা দোলাল গোয়েন্দা ইতিবাচক ভঙ্গিতে।

'চিবিয়ে খেয়ে ফেল ওগুলো, আজই। কাল সকালে পেট পরিষ্কার করে দেখা করবে আমার সঙ্গে। ঠিক আছে?'

সারামুখ ঘামে জবজবে হয়ে গেছে ম্যালেট্টির। আবার মাথা ঝাঁকাল সে। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'সি...সি!'

রানার দিকে ফিরল সনি। 'ঠিক আছে। আর ঘাঁটাবে না ও তোমাকে। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা।

'চিন্তা কোরো না,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল সনির। 'ওর কাছে যেমন তোমার জন্যে ক্ষতিকর রিপোর্ট আছে, আমার কাছেও তেমনি ওর জন্যে ক্ষতিকর কিছু আছে। যা পুলিসের হাতে গেলে ওকে নিদেন পক্ষে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে,' ঘুরেই ম্যালেট্টির ভুঁড়ির ওপর হালকা একটা লাথি বসিয়ে দিল সে। 'না কি বল, ফ্যাটসো?'

কুঁকড়ে গেল ম্যালেট্টি। কোনরকমে বলল, 'সি...সি, সেনর।'

'কাল তাহলে আসছ আমার ওখানে?'

'অবশ্যই! অবশ্যই!'

এগার

মেইন রোডে এসে ট্যাক্সি নিল মাসুদ রানা। ফিরে চলল পাসকোয়েল ক্লাবের দিকে। অন্তত একটা ঝামেলা চাপা দেয়া গেছে আপাতত, মনে মনে বলল ও, এবার অন্য দুটোর দিকে

নজর দিতে হবে। অবশ্য কার নির্দেশে ম্যালেট্টি প্রথম থেকে নজর রাখছিল সোফিয়ার ওপর, জানা গেল না। কি ভেবে মৃদু হাসল রানা। ঠিক আছে, ভাবল, আজই জেনে নিতে হবে।

চাইলে অবশ্য এখনই ম্যালেট্টির ওখানে ফিরে গিয়ে তথ্যটা আদায় করা যায় সনির সাহায্যে, কিন্তু মন সায় দিল না তাতে। এ ব্যাপারে সনি কিছু জানুক, চায় না রানা। তাছাড়া বলা যায় না, প্যাঁদানির মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ম্যালেট্টি হয়ত ফট করে রানার গতরাতের অভিযানের কথা ফাঁস করে দিতে পারে।

কে জানে, এরই মধ্যে হয়ত সেকাজটি সেরেও ফেলেছে গোয়েন্দা। সনি জেনে গেছে, বাঘের ঘরে ঘোগ ঢুকেছিল কাল রাতে। জানুকগে! কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা, কেয়ার করে না ও।

পাসকোয়েল ক্লাবের সামনে ট্যাক্সি বিদেয় করল রানা। রেখে যাওয়া সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলটা নিয়ে ফিরে চলল বাংলোয়। সাড়ে তিনটে বাজে। প্রচণ্ড গরমে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে, অথচ গায়ের ঘাম শুকোতে চাইছে না।

পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে। আবার যে-কোন সময়ে শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি। বাংলোয় ফিরেই বাথরূমে ঢুকল মাসুদ রানা। বিশ মিনিট ধরে গোসল করল ঠাণ্ডা পানিতে। শরীর আর মাথার চাঁদি ঠাণ্ডা হল তাতে ঠিকই, কিন্তু মন শান্ত হল না। বার বার নিজেকে প্রশ্ন করছে ও, কে সোফিয়ার পিছনে লাগিয়েছিল ম্যালেট্টিকে? কে? কেন?

চারটে বাজার দু'মিনিট আগে টেলিফোনের সামনে এসে বসল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল—চিন্তিত।

ততক্ষণে পুরো আকাশ ছেয়ে গেছে সুরমা রঙের মেঘে, সাঁঝের অন্ধকার নেমেছে শহরে। খানিক মরা পাতা আর ধুলো ওড়াল এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস, তারপর আচমকা শুরু হল বৃষ্টি।

আগে থেকে যেন প্ল্যান করাই ছিল, একই সঙ্গে টেলিফোনটাও বাজল। ঘড়ি দেখল রানা চট করে। মনে মনে প্রশংসা করল ছেলেটার সময়জ্ঞানের।

'বলো!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'কতদূর কি করতে পেরেছ?'

নানারকম ঘ্যাশ ঘোঁশ, শোঁ-ও শোঁ-ও আওয়াজ ছাপিয়ে শফিকুর রহমানের গলা শোনা গেল। 'নামটা নিয়ে কনফিউশনে পড়েছি, মাসুদ ভাই,' বলল সে। 'আপনি শিওর সনি বাসিলি ওর নাম? ভুল নেই?'

'তাই তো জানি,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল রানা।

'আরেকটু জোরে বলুন! শোনা যাচ্ছে না পরিষ্কার। শব্দ কিসের, বাথরুমের দরজা খোলা নাকি?'

হেসে ফেলল রানা। গলা চড়িয়ে বলল, 'ন্যাচারাল শাওয়ার!'

'জ্বি? ও, বৃষ্টি?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। শুনুন, লোকটার নাম সম্ভবত কারলোত্তি। জেরি কারলোত্তি।'

'তাই নাকি?' সিধে হয়ে বসল রানা। ছাই ঝাড়ল অ্যাশট্রেতে।

'যে বর্ণনা দিলেন, তাতে সেরকমই মনে হচ্ছে। লম্বা, ব্রড শোল্ডারড, ডান গালে কাটা দাগ, কানে রিঙ, সব মিলে যাচ্ছে। ওর গলার স্বর কেমন, খুব মোটা না?'

'হ্যাঁ, সাঙঘাতিক মোটা।'

'ও তাহলে কারলোট্টি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল শফিক। 'কোন ভুল নেই তাতে।'

'অল রাইট। কি কি জান ওর ব্যাপারে, বল।'

'ভীষণ দাঙ্গাবাজ টাইপের। হাত চলে কথার আগে। কারলোট্টি যেখানে, সমস্যাও সেখানে। র‍্যাটলস্নেকের মত বিপজ্জনক। নিউ ইয়র্কেই থাকত, হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। সম্ভবত ইটালিতেই আছে সে।'

'নিউ ইয়র্ক ছেড়েছে কবে?'

'মাসখানেক আগে। কুখ্যাত ড্রাগ ব্যবসায়ী ইটোলা গ্র্যানডির গানম্যান এই বাইসনটা, লেফটেন্যান্ট। আলবার্তো ফেলিনি নামের আরেক গ্যাংস্টারের সাথে ড্রাগ নিয়ে একটা ঝামেলা বেধেছিল গ্র্যানডির। এরপর মার্কিন সরকার গ্র্যানডির নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। ওর পর থেকেই লাপাত্তা গ্র্যানডি। পুলিসের ধারণা কারলোট্টি তার সঙ্গেই আছে, যেখানেই হোক।'

রানা নিশ্চিত, ওর ধারণার সঙ্গে বাকিটুকুও মিলে যাবে। 'কারলোট্টির আর কোন অ্যাক্টিভিটির খবর জান?'

'অল্প অল্প। কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে কারলোট্টিকে। খুব অল্প সময়ের জন্যে অবশ্য। পুলিস কিছু টের পাওয়ার আগেই কোথাও মুখ লুকিয়েছিল। এই ঘটনার দু'দিন পর নিহত হয় আলবার্তো ফেলিনি। হত্যাকাণ্ডটির জন্যে কারলোট্টি-ই দায়ী বলে সবার বিশ্বাস। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই।'

'আছে,' বলল রানা। 'প্রমাণ আছে আমার কাছে। গতমাসের উনত্রিশ তারিখ নিউ ইয়র্ক গিয়েছিল কারলোট্টি ছয়দিনের জন্যে।

রোম ফিরেছে আবার এ মাসের ছয় তারিখে। ভ্রমণ করেছে সনি বাসিলি নামে।'

'তাই নাকি?' লাফিয়ে উঠল শফিক। 'বলেন কি? তাহলে তো ঠিকই আছে। পাঁচ তারিখ রাতে খুন হয়েছে ফেলিনি...কিন্তু, কি প্রমাণ আছে আপনার হাতে, মাসুদ ভাই?'

'ওর প্লেনের টিকেটটা এখন আমার পকেটে।'

'সে কি! ওর সঙ্গে বাধিয়েছেন নাকি খটমটি?'

'আমি না। ও-ই বাধিয়েছে। ঠিক আছে, শফিক। অনেক ধন্যবাদ ইনফরমেশনের জন্যে। রাখি এবার।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে মারল মাসুদ রানা। তারপর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ঘরময়। নিশ্চিত হওয়া গেছে সনি বাসিলি ওরফে জেরি কারলোত্তির ব্যাপারে, যদিও এ নিয়ে খুব বেশি উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই এ-মুহূর্তে। শুধু প্লেনের টিকেট দেখিয়ে জুরীদের প্রভাবিত করা সম্ভব হবে না।

এসব থিওরি। যতক্ষণ না থিওরিগুলোকে বাস্তবতার সঙ্গে খাপে খাপে মেলানো সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ মনকে কেবল সান্ত্বনা দেয়া যাবে, আর কোন লাভ হবে না। তবুও রানা সন্তুষ্ট, সঠিক পথেই এগোচ্ছে ও। এবার আরেকটু সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। সত্যের কাছাকাছি হওয়া গেছে, এখন হিসেব করে পা ফেলতে হবে।

গুইসেপ ম্যালেত্তির রিপোর্ট নিয়ে পড়ল রানা আবার। জবর এক ধাঁধা। সবার সব ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট লেখা হয়েছে, অথচ জেরি বা সারার উল্লেখমাত্র নেই এতে। রানা কবে সোফিয়াকে নিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় গেছে, কখন ছবি দেখতে

গেছে, তার সময় পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে। অথচ জেরির সাথে যে লুইগি রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল মেয়েটি, তা গোয়েন্দাপ্রবরের চোখে পড়েনি।

এসব দেখে-শুনে মনে হয় ম্যালেট্টিকে যে-ই এ কাজে নিয়োগ করে থাকুক, সারা-জেরির মিত্র সে। নিশ্চয়ই ওদের বিষয়টা চেপে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সে লোকটিকে। অথবা, হয়ত এই রিপোর্ট দুই এক দিনের মধ্যেই তৈরি করেছে সে, চেপে গেছে আগেরটা ইচ্ছেকৃতভাবেই।

যখন টের পেয়েছে লোকটা যে এ গেরো থেকে রানার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, তখনই মাথা খাটিয়ে এটা তৈরি করেছে, ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে টু-পাইস কামিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে।

বৃষ্টি অনেক আগেই থেমে গেছে। ঝকঝকে নীল আকাশে লক্ষ কোটি তারার মেলা বসেছে। রাত হয়েছে অনেক। ধীরে ধীরে কমে আসছে শহরের কোলাহল।

ঘিঞ্জি এক বাণিজ্যিক এলাকা, অনেকটা ঢাকার নবাবপুর রোডের মত। তবে রাস্তাটা আরও সরু। দু'পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য অফিস বিল্ডিং, একে অন্যের গায়ে হেলান দিয়ে। এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে আছে যেন পাড়াটা।

যে বিল্ডিংয়ে আই. আই. এ.-র অফিস, ওটা ছাড়িয়ে আরও গজ বিশেক গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। একজন মানুষ মোটামুটি চলতে পারে এ ধরনের একটা তস্য গলি আছে এখানে। রাস্তায় আলো আছে, তবে টিমটিমে। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে

নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে। খানাখন্দে বৃষ্টির পানি জমে আছে। সেদিকে চোখ রেখে ঢুকে পড়ল ও গলিটার মধ্যে।

ঠিকই আছে, গলির শেষ মাথায় এসে নিশ্চিত হল রানা। আরেকটা সরু রাস্তা আছে বিল্ডিংগুলোর পিছনদিকে। এই তস্যগলি মাঝখানের যোগসূত্র। খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট বিল্ডিংটার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা, এটার নিচতলাতেই ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির অফিস।

জেনিটর'স এনট্রান্সটা বন্ধ। নব ঘোরাল রানা। তালা মারা। পাঁচ সেকেণ্ড ব্যয় হল রানার দরজাটা খুলতে। চারদিকে আরেকবার ভাল করে নজর বোলাল ও। আবছা আলো-আঁধারিতে পরিষ্কার দেখা যায় না কিছুই। অর্থাৎ, ওকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

চট করে ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে। ছিটকিনি লাগিয়ে খুদে টর্চলাইটটা জ্বালল। নোংরা একটা করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। পাঁচ-ছয় গজ সামনে একটা বাঁক দেখতে পেয়ে পা বাড়াল। বাঁকের মুখে একদিকে ছোট একটা কিচেন, অন্যদিকে বাথরুম। ওগুলো ছাড়িয়ে আরও তিন পা এগোতে আরেকটা দরজা পড়ল।

ঠেলা দিতে খুলে গেল দরজাটা। সামনেই এক সারিতে চারটে ছোট ছোট রুম। প্রতিটি দরজার সাথে ঝুলছে একটা করে প্লাস্টিক বোর্ড, সবগুলোই আই. আই. এ.-র। দরজাগুলোর নিচের অংশ কাঠের, ওপরেরটুকু ঘষা কাঁচের। নাকে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ যেতে এদিক ওদিক আলো ফেলতে লাগল রানা।

প্রতিটি দরজার সামনে একটা করে ছোট ডাস্টবিন। উপচে পড়ছে আবর্জনা। শূন্য দুধের বোতল, টিনজাত মাছের ফেলে

দেয়া কনটেইনার এবং সিগারেটের প্যাকেটসহ আরও অনেক কিছুই রয়েছে ওতে। সম্ভবত রোজকারটা রোজ পরিষ্কার করা হয় না এগুলো, সারাদিন ধরে জমে ওঠা আবর্জনা পরদিন সকালে সাফ করা হয়।

প্রথম রুমটায় ঢুকল মাসুদ রানা। ভেতরের সাজ-সজ্জা দেখে মনে হয় কোন এক্সিকিউটিভের রুম হবে এটা। মাঝখানের পারটেক্স পার্টিশনের সঙ্গে পাশের রুমে যাওয়ার জন্যে রয়েছে কানেকটিং ডোর। ঘুরতে ঘুরতে শেষের রুমটায় এসে থামল রানা। ইন-ট্রে দেখে বোঝা গেল এটাই খুঁজছিল ও, গুইসেপ ম্যালেট্টি বসে এটায়। একটা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার আর একটা ফাইলিং কেবিনেট ছাড়া আর কোন ফার্নিচার নেই এ-রুমে। সবগুলোই পুরানো এবং নড়বড়ে।

অনেকক্ষণ খোঁচাখুঁচি করে ফাইলিং কেবিনেটটা খুলল রানা। ভেতরে অসংখ্য ফাইলপত্র স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে। ধুলো, ঝুল জমে যাচ্ছেতাই অবস্থা। কতদিন ঝাড়মোছ করা হয়নি কে জানে। পুরো পনের মিনিট ব্যয় করল রানা ওটার পিছনে। কিন্তু যা খুঁজছিল, পাওয়া গেল না।

এবার ম্যালেট্টির টেবিলটার ওপর নজর দিল রানা। ডানদিকে মোট তিনটে ড্রয়ার—তিনটেই তালা মারা। নিচেরটা থেকে শুরু করল রানা। খোলার আগে পুরো পাঁচ মিনিট ভোগাল তালাটা। ড্রয়ারটা খুলে ভেতরে চোখ বোলাল ও, সাথে সাথেই বুক চিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। পাওয়া গেছে!

একটামাত্র ফাইল ছাড়া আর কিছু নেই ভেতরে। ফাইল কাভারে লাল বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখাঃ সোফিয়া

শেরম্যান।

কপালের ঘাম মুছে ফাইলটা বের করল রানা। বসল ম্যালেট্টির চেয়ারে। ধীরে ধীরে ফাইল কাভার ওল্টাল। বেশ অনেকগুলো পাতা রয়েছে ফাইলে।

ফাইল শুরু হয়েছে এভাবেঃ অ্যাকটিং অন দ্য ইনস্ট্রাকশন অভ লা সেনরিনা প্যামেলা শেরম্যান, টু-ডে আই হ্যাভ অ্যারেঞ্জড উইথ মাই অ্যাসোশিয়েটস টু কীপ এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ওয়াচ অন লা সেনরিনা সোফিয়া শেরম্যান...

ঠোঁট ছুঁচোলো করে শিস দিয়ে উঠল রানা নিচু স্বরে। প্যামেলা শেরম্যান! তাহলে এই কেচ্ছা! তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে চলল ও, ভেতরে সাপ-ব্যাঙ কি কি আছে জানা দরকার। কয়েক পাতা উল্টে যেতে নিজের নামটা চোখে পড়ল, সাথে সাথে ব্রেক কষল রানা। ওর আর সোফিয়ার ব্যাপারে পুরো দশ পাতার রিপোর্ট রয়েছে এখানে। রিপোর্টটার শুরুতে লেখাঃ কপি অভ দিস রিপোর্ট সেন্ট টু লা সেনরিনা প্যামেলা, রিজ হোটেল, প্যারিস, টু-ডে দ্য...অগাস্ট...

বুকটা কেঁপে উঠল রানার ধড়াশ করে। দ্রুত পড়ে ফেলল ও রিপোর্টটা। পড়া শেষ হতে হাঁ করে বেকুবের মত চেয়ে থাকল দেয়ালের দিকে। সকালে ওর হাতে যে রিপোর্টটা দিয়েছিল ম্যালেট্টি, তাতে অনেক কিছুরই উল্লেখ ছিল না; যেগুলো এখানে আছে।

তার মধ্যে সরেনটোয় সোফিয়ার ভিলা ভাড়া করার প্ল্যান থেকে শুরু করে এ নিয়ে ওদের যাবতীয় আলাপ-আলোচনা, সেই সঙ্গে এমনকি মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নাম গ্রহণের

ব্যাপারে ওদের প্রতিটি কথোপকথন ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ও পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে উঠল রানা। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, নিশ্চয়ই সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টেও মাইক্রোফোনের সাহায্যে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছিল ম্যালেট্টি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এই রিপোর্টের একটা কপি অনেক আগেই পৌঁছে গেছে প্যামেলার হাতে। সম্ভবত সোফিয়ার মৃত্যুর আগেই।

অর্থাৎ সরেনটোয় যখন মেয়েটির সাথে পরিচয় হয় ওর, তার আগে থেকেই সে জানত যে রানা-ই সেই রবার্ট হুইটনি। অথচ চেপে গেছে পুরো ব্যাপারটা। জানায়নি কাউকে। এমনকি রানাকে পর্যন্ত কিছুই টের পেতে দেয়নি। কেন? কি অর্থ হতে পারে এর? অন্তত প্যামেলার তো সন্দেহের কোন অবকাশ-ই থাকতে পারে না যে রানা-ই হত্যা করেছে সোফিয়াকে? তারপরও কেন...।

হঠাৎ জমে গেল রানা। পিছনের গলিতে থপাস থপাস পায়ের আওয়াজ! টর্চ নিভিয়ে চুপ করে বসে থাকল ও। যে-ই হোক, এদিকেই আসছে লোকটা। একটু পর আচমকা হুড়মুড় করে ভারি কিছু একটা আছড়ে পড়ল পথের ওপর। সাথে সাথে মোটা জড়ানো গলার অশ্লীল খিস্তি শুনে হেসে উঠল রানা। কোন মাতাল হবে নিশ্চয়ই।

উঠে দাঁড়াল রানা। শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খুলে ফাইলটা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। এবার ফেরা দরকার।

বার

এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বেরোবার আগে লিজা ভ্যালেন্টিকে ফোন করল মাসুদ রানা। সোফিয়ার জিনিসপত্র প্যাকিং করার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলার কথা বলে যেতে হবে তাকে।

'হ্যালো, রানা,' ওর সাড়া পেতেই গলা চড়াল মেয়েটি। 'তোমার দু'দিন ক'দিনে হয়? আর কত ঘোরাবে?'

'আর মাত্র একদিন। তারপরই জানবে সব। যে জন্যে ফোন করলাম সেটা শোন আগে। আমি নেপলস যাচ্ছি, আজই সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে ফাইন্যাল রিপোর্ট দেবে পুলিস। ওখানে থাকতে হবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন তুমি?'

'বাধ্য হয়ে। তবে এবার কথা দিচ্ছি, আর ঘোরাব না। নেপলস থেকে ফিরেই সব জানাব। এবার শোন। আজই সোফিয়ার জিনিসপত্র প্যাকিঙের কাজে হাত লাগাও তুমি। যতদূর পার এগিয়ে রাখ। অ্যাপার্টমেন্টের চাবি বিল্ডিং পোর্টারের কাছে আছে। চাইলেই দিয়ে দেবে।'

'তারপর?'

'কাল যে-কোন সময় ফিরব আমি। ফিরেই তোমাকে ফোন

করব।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।'

'কিন্তু তুমিও নেই আমিও নেই, অফিস চলবে কিভাবে?'

'একদিন রোম অফিস না চললে তোমার নিউ ইয়র্ক ভিশন বন্ধ হয়ে যাবে না।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

'গুড গার্ল।'

ঠিক সাড়ে দশটায় নেপলস-এ অবতরণ করল বোয়িং। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ও। হোটেল ভিসুভিয়াসে নিজের জন্যে সুইট বুক করল মাসুদ রানা। তারপর ছুটল করোনারের কোর্টের উদ্দেশে। এগারটা বিশ বাজে তখন।

উৎসাহী দর্শকদের মধ্যে দু'তিনজন স্থানীয় সাংবাদিকও রয়েছে কোর্টে। প্রথম সারির এক কোণে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি আর গুইডোকে বসা দেখল রানা। চোখাচোখি হতে গুইডোর মুখে হালকা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। পলকহীন চোখে রানার দিকে চেয়ে থাকল সে দীর্ঘক্ষণ, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। ফ্রেনজি সামান্য মাথা দোলাল, উঠে এসে কথা বলার কোন আগ্রহ দেখাল না।

বসে পড়ল মাসুদ রানা। ওর মুখোমুখি বসে আছেন করোনার, সলোযা ক্যানডালো। মানুষটি ছোটখাট, টাকমাথা। খাড়া, লম্বা নাক। চাউনি দেখলে মনে হয় সারারাত প্রচুর কান্নাকাটি করেছেন। রানার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছেন না ভদ্রলোক, ব্যাপারটা লক্ষ করে অস্বস্তিতে পড়ল ও। তাকাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু

যাতে চোখাচোখি না হয়ে যায়, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। ঠিক সময়ে তাঁর দৃষ্টি ঠেকছে গিয়ে ওর মাথার ছ' ইঞ্চি ওপরে।

কোর্টের কাজ শুরু হল। প্রথমেই সাক্ষী হিসেবে ডাকা হল মাসুদ রানাকে। শুরু হল বিরক্তিকর একঘেঁয়ে জিজ্ঞাসাবাদপর্ব।

'আপনি-ই আইডেন্টিফাই করেছিলেন লা সেনরিনা সোফিয়ার ডেডবডি?' প্রশ্ন করা হল রানাকে।

'হ্যাঁ।'

'তিনি সরেনটো কেন গিয়েছিলেন জানেন আপনি?'

মাথা দোলাল রানা। 'জানি না। তবে শুনেছি।'

'কার কাছ থেকে শুনেছেন?'

'লেফটেন্যান্ট ভিটেলা ফ্রেনজির কাছ থেকে,' থুতনি তুলে অফিসারকে নির্দেশ করল ও।

'কিন্তু ওটা তো অনুমান। প্রাপ্ত তথ্য এবং যুক্তির ওপর দাঁড় করানো পুলিসী ওপিনিয়ন। আমরা ফ্যাক্টস্ জানতে চাইছি।'

'দুঃখিত। ফ্যাক্টস্ আমিও খুঁজছি। জানতে পারিনি এখনও।'

'আই সী,' গাল চুলকালেন প্রশ্নকর্তা। 'বেশ। তাহলে যা শুনেছেন, সেটাই না হয় আরেকবার শোনান আমাদের।'

বলতে লাগল রানা। সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেল উপস্থিত সাংবাদিকদের—নোটপ্যাডে হাত চলছে তাদের তুফান বেগে।

ও থামতে আবার জানতে চাওয়া হল, 'লা সেনরিনা যে মিসেস রবার্ট হুইটনি নাম ধারণ করেছিলেন, সে ব্যাপারে জানেন কিছু?'

আবার ফ্রেনজিকে দেখাল রানা। 'ওঁর মুখে শুনেছি। সত্যি-মিথ্যে কিছুই জানি না।'

'আচ্ছা, আপনি কি জানেন, লা সেনরিনার নামে একটা জঘন্য দুর্নাম আছে? তিনি একজন ব্ল্যাকমেইলার ছিলেন?'

লেফটেন্যান্ট গুইডোর সঙ্গে চোখাচোখি হল রানার। আবার ঠোঁট বেঁকে গেছে লোকটার। মাথা দোলাল ও। 'না। জানি না।'

আরও কিছু গৎ বাঁধা প্রশ্ন করা হল ওকে। প্রতিবারই 'জানি না' বলে জানাল রানা। অবশেষে করোনারের হাত ইশারায় কাঠগড়া থেকে নামল ও। ডাকা হল ভিটেলা ফ্রেনজিকে। লোকটির বক্তব্য শুনতে শুনতে সোজা হয়ে গেল সাংবাদিকরা।

বক্তব্য শেষ হতে রিপোর্ট সাবমিট করার জন্যে আরও সাতদিন সময় প্রার্থনা করল ফ্রেনজি। বলল, 'এই সংক্ষিপ্ত তদন্তে সন্তুষ্ট হতে পারিনি আমি। আমার বিশ্বাস, লা সেনরিনা খুন হয়েছেন, তাঁর মৃত্যু কিছুতেই দুর্ঘটনাজনিত হতে পারে না। এই সাতদিন সময় মঞ্জুর করা হলে আমি তা প্রমাণ করে দেব।'

'আপনি শিওর?' জিজ্ঞেস করলেন করোনার। কুঁচকে আছে চোখমুখ।

'ওভার শিওর!' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করল ফ্রেনজি।

মুখভঙ্গি পাল্টে গেল সলোযা ক্যানডালোর। মনে হল আচমকা দাঁতে ব্যথা শুরু হয়েছে তাঁর। উভয় সঙ্কটে পড়েছে লোকটা। রানা নিশ্চিত, সময় চাওয়া হবে, এবং তা অনুমোদিত হবে, এ নাটক আগেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু শেষ সময়ে এসে দ্বিধায় পড়ে গেছে করোনার। নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের নির্দয় মুখটা চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে তাঁর।

এক সময় চমক ভাঙল করোনারের। ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে কি যেন লিখলেন তিনি। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাডজর্নমেন্ট ফর

সেভেন ডেজ গ্র্যান্টেড।'

বলেই তড়াক করে আসন ছাড়লেন ভদ্রলোক, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন কোর্টরুম ছেড়ে। যেন ভয় পেয়ে গেছেন এ ধরনের স্থগিতাদেশ দেবার আইনগত কোন অধিকার তাঁর আছে কি না সে ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারে।

এক মিনিটের মধ্যে ফ্রেনজিকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল সাংবাদিকরা। একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল তারা। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ফ্রেনজি। ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। এবার রানার দিকে ছুটে এল লোকগুলো।

মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল রানা, 'আজই এসব ছাপতে যাবেন না। দু'দিন অপেক্ষা করুন। গুজব পছন্দ করেন না ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।'

'কেন?' মুখিয়ে উঠল এক সাংবাদিক। 'সংবাদ ছাপতে নিষেধ করার কে আপনি?'

'সংবাদ ছাপতে নিষেধ করিনি, গুজব ছাপতে নিষেধ করেছি। তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন লা সেনরিনার বাবা।'

'হুঁহ্!' গজ গজ করতে লাগল লোকটা। 'তাতে বয়েই গেছে আমাদের।'

'দ্যাট'স আপ টু ইউ,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার সতর্ক করে দেয়া কর্তব্য, করলাম। সময় থাকতে আপনাদের সাবধান করিনি বলে পরে হয়ত আমাকেই দোষারোপ করবেন।'

'সেনর রানা...'

ভিড় ঠেলে এগোতে যাচ্ছিল রানা, থেমে পড়ল। ঘুরে পিছনে তাকাল। লেফটেন্যান্ট গুইডোকে দেখা গেল। হাসছে মিটিমিটি।

'হ্যালো! কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, সেনর। একটা ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা দরকার।'

'শিওর। বলুন।'

'আপনার মত লম্বা চওড়া একজনকে খুঁজছি আমরা। আই মীন, ঠিক আপনার মত ফিগার তার। লোকটাকে লা সেনরিনার মৃত্যুর দিন দেখা গেছে সরেনটোয়।'

'সো?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'একটা আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের ব্যবস্থা করেছি আমি। ওখানে একবার যেতে হবে আপনাকে দয়া করে।'

'আমাকে!' বিস্মিত হওয়ার ভান করল ও। 'কেন?'

'ওই যে বললাম, আপনার মতই ফিগার লোকটার। দুর্ভাগ্য-জনক ব্যাপার, বুঝলেন? কষ্ট করে একটু না গেলেই নয়।'

'কিন্তু...আমি তো...।' আমতা আমতা করতে লাগল রানা। 'হাতে খুব জরুরি একটা কাজ আছে।'

'সামান্য কয়েক মিনিটের ব্যাপার, সেনর,' বলল গুইডো। 'আমার সাথে আসুন, প্লীজ।' শেষটুকু বলল প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে। ঘুরে দাড়াল লোকটা। সম্ভবত তার নীরব ইশারাতেই পোশাকধারী দু'জন পুলিস কনস্টেবল এগিয়ে এল রানার দিকে। দাঁত বের করে হাসছে।

'কোথায় যেতে হবে?'

'পুলিস হেডকোয়ার্টারস্-এ, সেনর,' বলল এক সেপাই।

'চলুন।'

বাইরে অপেক্ষমান পুলিসের জীপে এসে উঠল ওরা। রানাকে পিছনের একটা সিটে বসানো হল। সেপাই দুজন বসল মুখোমুখি।

লেফটেন্যান্ট গুইডো উঠল ড্রাইভারের পাশে। ব্যস্ত রাজপথ ধরে ছুটল জীপ পুলিস হেডকোয়ার্টারের দিকে।

সামনেই ফ্রেনজিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে দ্রুত একটা কক্ষে ঢুকে পড়ল লোকটা। অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল রানার, অমন চোর চোর ভাব কেন ব্যাটার? ভেতরে বড় একটা রুমে ঢোকানো হল ওকে।

মাঝখানে কাঁচের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে রুমটা। আগে থেকেই আরও দশজন লোক দাঁড়িয়েছিল রুমে এক সারিতে। রানাকে তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল দুই সেপাই। শূন্য দৃষ্টিতে কাঁচের ওপাশটা দেখছে মাসুদ রানা। দু'তিনটে খটখটে কাঠের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই ওদিকে।

খানিক পরে সঙ্গীদের দিকে নজর দিল ও। দু'জন আমেরিকান এবং দু'জন জার্মান রয়েছে তাদের মধ্যে—বাকি ছ'জন ইটালিয়ান। একমাত্র আমেরিকান দু'জন আর ও নিজে ছ'ফুটের কাছাকাছি। অন্যরা কেউ-ই পাঁচ ফুট আটের বেশি হবে না।

একটু পর পাশ থেকে লেফটেন্যান্ট গুইডোর গলা শুনল মাসুদ রানা। 'মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার, সেনর,' বলল সে। 'এখনই শেষ হয়ে যাবে ঝামেলা।' কথা শেষ হতেই বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

এর পরপরই কাঁচের ওপাশে উদয় হল সে, ফ্রেনজি এবং একজন ইটালিয়ান। চেয়ারে বসল তারা। গুইডো হাত ইশারায় সামনে দণ্ডায়মান লোকগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দ্রুত ঠোঁট নড়ছে তার, কিন্তু কি বলছে শোনা যাচ্ছে না।

তাকে ছেড়ে লোকটার দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। অতি

সাধারণ চেহারা, চোখে পড়ার মত বিশেষ কিছু নেই সেখানে। সারা গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি—চোখ দুটো লাল। চাউনিতে কেমন একটা অপ্রস্তুত ভাব। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বুঝল রানা, এ সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার, সে রাতে মরণপণ করে নেপলস পৌঁছে দিয়েছিল তাকে।

এখনও লোকটার কানের কাছে বক বক করে চলেছে গুইডো। বারবার হাত তুলে এদিকটা দেখাচ্ছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার টের পেল ও, লোকটার হাতটা ঘুরেফিরে ওকেই নির্দেশ করছে। তবে ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত কি অনিচ্ছাকৃত বুঝতে পারল না। ফ্রেনজি চুপচাপ। কোন কথা বলছে না।

সারির ও মাথা থেকে প্রতিটি মুখের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে থমকে রানার ওপর এসে সেঁটে গেল লোকটার দু'চোখ। প্রমাদ গুণল ও। ঘামতে শুরু করল। বুকের মধ্যে ধড়াশ ধড়াশ করছে প্রাণপাখি। চার-পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল লোকটা, অথচ রানার মনে হল যেন যুগ যুগ ধরে দেখছে সে ওকে নিষ্প্রাণ দুই পাথরের চোখ মেলে।

অবশেষে নড়ে উঠল লোকটা একসময়। কিছু বলল গুইডোকে। মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বলল সে। কপালের ঘাম মোছার ইচ্ছে হল রানার খুব, কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। গুইডো চেয়ে আছে ওরই দিকে। ঠোঁটে ঝুলছে তিক্ত হাসি।

কেন হাসছে হারামজাদা? নিজেকেই প্রশ্ন করল রানা, ড্রাইভার ব্যাটা কি চিনে ফেলেছে ওকে? জানিয়ে দিয়ে গেছে যে এই সেই লোক, যাকে খুঁজছেন আপনারা? এরপর আরেকজন ইটালিয়ানকে

ভেতরে নিয়ে আসা হল। লেফট লাগেজ অফিসের কেরানি। অন্য মুখগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত ঘুরে এল তার দৃষ্টি। সবার শেষে থামল এসে রানার ওপর।

নিজেকে সাহস দিল মাসুদ রানা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে নিজেকে চেয়ে থাকতে বাধ্য করল লোকটার দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল ওরা একে অন্যের দিকে। এরপর অন্য দুই আমেরিকানের ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কেরানি, পা বাড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। এরপর আরও দুই পুরুষ এবং এক মহিলাকে আনা হল। তাদের একজনকে চিনতে পারল রানা।

সরেনটো স্টেশনে যে রেস্তোরাঁয় এসপ্রেসো পান করেছিল ও, তার ওয়েটার লোকটা। একই ঘটনা ঘটল এবারও। সবার ওপর দিয়ে পিছলে এসে মাসুদ রানার ওপর থমকাল তার দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নজর নামাল সে। গুইডোর উদ্দেশে কিছু একটা বলল, তারপর বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে।

বাকি দু'জন তাকালই না ওর দিকে। বরং ওপাশের আমেরিকানদের একজনের দিকেই বেশি ঝোঁক দেখা গেল এক মহিলার। তার সন্ধানী দৃষ্টির প্রতিউত্তরে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে উঠল আমেরিকান, যেন মজা পাচ্ছে খুব। পুরো তিন মিনিটও লাগল না। হাত ইশারায় প্যারেডের সমাপ্তি ঘোষণা করল গুইডো রানাসহ অন্যদের উদ্দেশে।

রানার সাথে সাথে সে-ও বেরিয়ে এল ওপাশ থেকে। হাসিটা আরও প্রশস্ত হয়েছে তার। 'ধন্যবাদ, সেনর,' বলল সে। 'এবং দেরি করিয়ে দেবার জন্যে দুঃখিত।'

'না না, তাতে কি? যাকে খুঁজছিলেন, পেলেন তাকে?'

'দুঃখিত, সেনর। এখনই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।'

'আই সী! লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি কোথায়?'

'তার সঙ্গে দেখা হবে না এখন। খুব ব্যস্ত আছে ও।'

পাল্টা হাসি দিল রানা। 'ভুল করছেন। তার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন দেখি না আমি। শুধু একটা মেসেজ দিতে চাইছিলাম।'

'তাই? ঠিক আছে, আমাকে বলুন। আমি জানিয়ে দেব।'

'তাকে বলবেন, ইটোলা গ্র্যানডিকে অ্যারেস্ট করার ক্রেডিট যদি নিতে চায় সে, তাহলে যেন সরেনটো পুলিস হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করে। অন্তত আজকের রাতটা,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল ও। গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে।

ওদিকে খবর শুনে চোখ কপালে উঠে গেছে গুইডোর মহাবিস্ময়ে। মাছের খাবি খাওয়ার মত বার দুয়েক ঢোঁক গিলল অজান্তেই। সংবিত ফিরতে দ্রুত পা বাড়াল সে রানাকে ধরার জন্যে, মেসেজটা সম্ভবত আরেকবার শুনতে চায়, বা কোন প্রশ্ন করতে চায়।

কিন্তু সে সুযোগ হল না। একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে ততক্ষণে মাসুদ রানা, তার নাকের সামনে দিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। মিশে গেল অন্তহীন গাড়ির স্রোতে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থেকে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল গুইডো। তারপর তীরবেগে ছুটল ভেতর দিকে। খবরটা দিতে হয় জায়গামত।

ফেরার পথে একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চোখে পড়তে ট্যাক্সি থামাল মাসুদ রানা। ওখান থেকে একজোড়া বেদিং ট্রাঙ্ক কিনল

কেবল, তারপর ছুটল হোটেলের দিকে। টেলিফোনে লম্বা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে পদ্মাসনে বসে পড়ল তার নিচে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড।

ট্যাক্সি ড্রাইভার, লেফট লাগেজ অফিসের কেরানি এবং রেস্তোরাঁর ওয়েটার, তিনজনেই যে চিনে ফেলেছে ওকে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মনে। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার, যে-কোন মুহূর্তে এসে হাজির হবে ফ্রেনজি আর গুইডো। অতএব যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, সময় নষ্ট করা চলবে না এক মহূর্তও।

সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে, পুলিস নিশ্চিত সে ব্যাপারে। কাজেই এখন আর ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কোন প্রভাবই কাজে আসবে না। এখন আরেকটু তৎপর হতে হবে রানাকে, তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে হবে। মাসুদ রানা কোথাকার লাট দেখতে যাবে না পুলিস। ও-ই সেই রহস্যময় রবার্ট হুইটনি, কেবল এটুকু জানলেই ওদের চলবে। মনে হয়, মনে হয় কেন, নিশ্চয়ই তা জেনেও গেছে ওরা। অতএব, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে... আপনমনে হেসে উঠল রানা।

ভাগ্যটা একটু প্রসন্ন হলেই হয় এখন।

তের

রাত ন'টা বেজে কয়েক মিনিট। সরেনটো স্টীমার স্টেশন। প্রচণ্ড ভিড়। ট্যাক্সি থেকে নামল মাসুদ রানা। হাতে ছোট একটা বাদামী কাগজের প্যাকেট। মাপা, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে। মানুষের ধাক্কায় পথ চলাই দায়। ঠেলে গুঁতিয়ে এগোতে লাগল ও। দুশো গজমত এগিয়ে থামল। আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় এখানটায়। লাইটপোস্ট থাকলেও বেশিরভাগই আলোহীন।

হারবারের বাঁধানো তীরে তিন-চারটে নৌকা বাঁধা দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা। বৈঠাচালিত, পুরানো ধাঁচের নৌকা সবগুলো। ট্যুরিস্ট খদ্দেরের আশায় আছে। রানাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল মাঝিরা, ওকে দখল করার প্রতিযোগিতা পড়ে গেল।

সবচেয়ে বয়স্ক আর নিরীহ চেহারার মাঝিটিকে পছন্দ হল রানার। হাত ইশারায় লোকটাকে ডাকল ও। ভাঙা ভাঙা ইটালিয়ানে তাকে বোঝাল যে তিন-চার ঘন্টার জন্যে তার নৌকাটা ভাড়া নিতে চায় সে। তাকে সঙ্গে যেতে হবে না, রানা নিজেই বাইতে পারে।

প্রথমে খুশি হয়ে উঠলেও রানার বক্তব্য বুঝতে পেরে সন্দিহান

হয়ে পড়ল মাঝি। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। রানার দু-দুটো পাঁচ হাজার লিরার নোট দেখে ঘন ঘন ঢোক গি লাগল সে।

'কোন চিন্তা নেই,' তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। নোট দুটো হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'বোটের ক্ষতি হলে নতুন বোট পাবে। চুপ করে বসে থাক এখানে, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

এরপরও কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলল মাঝি। তারপর মাথা দোলাল। রানাকে পথ দেখিয়ে নৌকায় নিয়ে এল। 'কতদূরে যাবেন, সেনর?'

'এই তো, হারবার মাউথ পর্যন্ত,' বলল রানা।

'সেনর বাইতে পারেন তো?'

হাসল ও। 'নিশ্চই।'

গলুইয়ে বসে পড়ল রানা। বাঁধন খুলে নৌকাটা ঠেলে দিল মাঝি। গলা চড়িয়ে বলল, 'সাবধানে চালাবেন, সেনর।'

'সি, সি।'

অজস্র রোয়িং বোট, গনডোলা আর স্পীডবোটের ভিড় ঠেলে সাবধানে এগোলো ও। আধঘন্টার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পর উপসাগরে এসে পড়ল নৌকা। স্পীডবোট ভাড়া করলে এত ঝক্কি পোহাতে হত না, অনেক তাড়াতাড়িই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারত রানা। কিন্তু ইচ্ছে করেই তা করেনি ও। নির্জন রাতে অনেক দূর থেকে শোনা যায় মোটরের আওয়াজ।

নৌকার নাকটা সিধে করে একটা সিগারেট ধরাল রানা। চমৎকার নির্মেঘ আকাশ। লক্ষ-কোটি তারার মেলা বসেছে। যেন

সারা আকাশ জুড়ে এলোমেলো, অগোছালোভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ মুক্তোর দানার মত দ্যুতিময় নক্ষত্রগুলো। উপসাগরের ঢেউহীন মসৃণ পানি চিক চিক করছে সে আলোয়। কিন্তু প্রকৃতির শোভা দেখার সময় নেই এখন রানার, ও এখন জান বাঁচানোর সংগ্রামে ব্যস্ত।

ওর ব্যায়ামপুষ্ট, শক্তিশালী দুই বাহুর টানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে নৌকা—নিঃশব্দে। দক্ষিণ থেকে ভেসে আসা মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস জুড়িয়ে দিচ্ছে দেহ-মন। মাইলখানেক এগিয়ে থামল মাসুদ রানা। পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বেলা ভিসটার আবছা কাঠামোটাও চোখে পড়ল ওর। অন্ধকারে ডুবে আছে। বৈঠা তুলে রেখে বাদামী প্যাকেটটা খুলল রানা। একজোড়া বেদিং ট্রাঙ্ক বেরোল ভেতর থেকে। বসে বসেই শার্ট-প্যান্ট, জুতো-মোজা খুলল ও, তারপর পরে ফেলল বেদিং সুট।

আরও এক মাইল এগোতে আকাশের পটভূমিতে টকটকে লাল একটা আলো দেখা গেল। সেই সঙ্গে অপর ভিলাটিও—ইটোলা গ্র্যানডির আখড়া! উপসাগর থেকে কেটে নেয়া ব্যক্তিগত হারবার নির্দেশ করছে ওই লাল আলো।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা। বাঁ পাশে বড় বড় বোল্ডারগুলো দেখা যাচ্ছে। এখানেই আছড়ে পড়েছিল সোফিয়া। ঘুরে ওপাশে গেলেই প্রাইভেট হারবারটা পাওয়া যাবে। আগের থেকে আরও সতর্ক হল মাসুদ রানা। সাবধানে তীরে নিয়ে এল নৌকা। হাঁটু পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে ঠেলে বালুকাবেলায় তুলে দিল। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ওটাকে একটা বোল্ডারের সাথে বেঁধে ফেলল রানা, এবার আর ভেসে যাওয়ার ভয় নেই।

ফিরে এল রানা সাগরে। গলা সমান পানিতে এসে সাঁতরাতে শুরু করল। উষ্ণ পানি, স্রোতও অনুকূলে। অন্ধকারে বড়সড় এক জলজ প্রাণীর মত নিঃশব্দে এগিয়ে চলল রানা ওদিকের ব্যক্তিগত হারবারটার দিকে।

লাল আলোটা বৃত্তাকারে হারবার মাউথের প্রায় পুরোটাই আলোকিত করে রেখেছে। অনেকটা ঘুরে বৃত্তটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ও হারবারে। কিনারা ঘেঁষে এগোতে লাগল পন্টুনটার দিকে। সেই দুই পাওয়ার-বোট এখনও বাঁধা রয়েছে ঘাটে, সঙ্গে একটা নৌকাও দেখা যাচ্ছে।

একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে ও পাহাড় কেটে তৈরি ধাপগুলোর দিকে। কান খাড়া। দৃষ্টি পুরোমাত্রায় সতর্ক। পন্টুনের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে রানা, এমন সময় জিনিসটা চোখে পড়ল। টকটকে লাল একটা আগুন বড় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে পানিতে এসে পড়ল। 'ছ্যাঁৎ' করে নিভে গেল।

সিগারেট! ধীরে ধীরে মাথা তুলল মাসুদ রানা। কোথায় আছে লোকটা? নিকষ কালো অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না ভিলার আউটলাইন ছাড়া। পন্টুনের কিনারায় পৌঁছে থামল রানা। সামনেই একটা মুরিং রিং দেখতে পেয়ে উঁচু হয়ে ধরল ওটা। যেদিক থেকে ফেলা হয়েছে সিগারেটটা, সেদিকে তাকাল আবার।

প্রায় এক মিনিট পর আবছা একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল একটা মনুষ্য মূর্তি, আড়মোড়া ভাঙল। পিছনে আকাশ থাকায় এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে। সিঁড়ির পাশেই এতক্ষণ বসে ছিল সে। ঘুরে তাকাল লোকটা সাগরের দিকে। পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়।

তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল হারবার মাউথের দিকে। আচার-আচরণে বেশ অস্থির মনে হল রানার লোকটিকে। কারও অপেক্ষায় আছে সম্ভবত। একটু পর লাল আলোটার নিচে পৌঁছে থামল সে। এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা তাকে।

বেশ লম্বা লোকটা, স্বাস্থ্যবান। কালো ট্রাউজার এবং সাদা সিংলেট পরনে। মাথায় ইয়টিং ক্যাপ। বুঝতে অসুবিধে হয় না, পানিতেই বসবাস এ লোকের। রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আবার সিগারেট ধরাল সে।

চিতার মত দ্রুত, নিঃশব্দে উঠে পড়ল রানা পন্টুনে। খুব দ্রুত ধাপগুলো পেরিয়ে উঠে এল ওপরে। সামনে, দশ গজ দূরেই ভিলার ফ্রন্ট সাইড। জোরাল আলোয় ভাসছে। বাঁ দিকে বড়সড় কয়েকটা ঝোপ দেখে ছুটল রানা সেদিকে। প্রথম ঝোপটার কাছে পৌঁছেই বসে পড়ল ঝপ করে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল, তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। সাগর দেখছে আনমনে।

ভিলার দিকে নজর দিল এবার মাসুদ রানা। ওপাশের একটা খোলা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে। কিন্তু ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। উঠল রানা, কোমরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে ঝোপগুলো পেরিয়ে এগোল। ঘুরে এসে জানালাটার সোজাসুজি একটা কমলা গাছের আড়ালে বসল। এখান থেকে মাত্র সাত-আট ফুট দূরে রয়েছে জানালাটা।

কোন পর্দা নেই জানালায়, তবে কাঁচের পাল্লা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুন্দর করে সাজানো গোছানো প্রকাণ্ড লাউঞ্জ ওটা, অত্যন্ত দামি আসবাবে ঠাসা। রুমের

ঠিক মাঝখানে বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে চারজন লোক। পোকার খেলছে। তাদের পিছনে একটা সোফায় প্রায় শোয়ার ভঙ্গিতে বসে আছে সারা গ্র্যানডি। হাতে একটা ম্যাগাজিন, ঠোঁটে সিগারেট। পাশে নিচু একটা টেবিলের ওপর বাজছে ডেক সেট—মিউজিকের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে মেয়েটি।

অন্যদের দিকে তাকাল এবার রানা। একজন সরাসরি এদিকে ফিরে বসেছে। দু'জনের মুখের একপাশ দেখতে পাচ্ছে ও, অন্যজন বসেছে পিছন ফিরে। ভীষণ মোটা এ লোক, সারা দেহে থলথল করছে চর্বি। ঘাড় গর্দান বলে কিছু নেই, প্রকাণ্ড ফুটবলের মত মাথাটা যেন চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কাঁধের ওপর। চুলগুলো ঘন, কোঁকড়া। কাঁচায়-পাকায় মেশানো।

মুখটা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। এ-ই সেই কুখ্যাত ড্রাগ ট্রাফিকার, আলবার্তো ফেলিনির হত্যার পরিকল্পনাকারী ইটোলা গ্র্যানডি। পত্র-পত্রিকায় এর বহু ছবি দেখেছে ও। ওর ধারণা মিথ্যে হয়নি দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। ফিরে গিয়ে যখন এর আখড়ার অবস্থান জানাবে ও ফ্রেনজি আর গুইডোকে, লোক দুটোর মুখের অবস্থা কেমন হবে ভেবে হাসি পেল।

অন্য তিনজনের ওপর চোখ বোলাল এবার রানা। হলিউডের মারদাঙ্গা মার্কা ছবির ভিলেন যেন একেকটা। মুখের চামড়া পুড়ে তামাটে রঙ ধারণ করেছে। সব ক'টার ঠোঁটের কোণে ঝুলছে সিগারেট। চেহারাই বলে—প্রত্যেকেই নির্দয় খুনী। ডজন ডজন মানুষের রক্ত লেগে আছে এদের হাতে।

কে জিতছে খেলায়, এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কয়েনের ছয়টা উঁচু পাহাড় জমে আছে গ্র্যানডির সামনে। অন্যদের ভাগ্যে তেমন কিছু জোটেনি। খেলা দেখতে লাগল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর দিকে মুখ করে বসা লোকটি হাতের কার্ডগুলো টেবিলের ওপর রাখল চিৎ করে, হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলে উঠল।

গ্র্যানডির বিশাল পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠল। হাসছে। হাসি থামতে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। পাশে যেমন, লম্বায় তেমনটি নয় লোকটা। বেশ খাটো। কার্ডগুলো ফেলে দিল টেবিলে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু বলল। চোখ তুলে বাপের দিকে তাকাল মেয়েটি, মাথা ঝাঁকাল। তারপর আবার ডুবে গেল ম্যাগাজিনের পাতায়।

অন্য তিনজনের একজন এগিয়ে এল জানালাটার দিকে। এ লোক বেশ লম্বা। ছিপছিপে। ছিটকিনি খুলে ঠেলে দিল সে পাল্লা দুটো বাইরের দিকে। সেই সঙ্গে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল মিউজিকের আওয়াজটাও। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে তাকাল লোকটা, চেয়ে থাকল লাল আলোটার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর গ্র্যানডির উদ্দেশ্যে কিছু বলল সে মুখ ফিরিয়ে।

কিন্তু জোরাল বাজনার কারণে কথাগুলো শোনা গেল না। হাত বাড়িয়ে ডেক সেট অফ করে দিল গ্র্যানডি। 'কি বললে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'টিম দেরি করে ফেলেছে,' আবার বলল লোকটা। প্রতিটি কথা পরিষ্কার শুনতে পেল এবার মাসুদ রানা। 'এত দেরি করার কি কারণ?'

তার পাশে এসে দাঁড়াল ইটোলা গ্র্যানডি। উঁকি দিয়ে বাইরে

তাকিয়ে বলল, 'হয়ত এমনিই। এসে যাবে, চিন্তা নেই। কতদূর থেকে আসছে দেখতে হবে না?'

ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল তারা কিছুক্ষণ। অন্য দু'জন কি নিয়ে হাসাহাসি করছে টেবিলে বসে। সারা ম্যাগাজিন নিয়ে ব্যস্ত। মিনিট দুয়েক পর মৃদু একটা গুঞ্জন কানে এল মাসুদ রানার। অনেক দূর থেকে আসছে আওয়াজটা। মনে হচ্ছে কোন স্পীডবোটের আওয়াজ। একই সঙ্গে গ্র্যানডি আর তার সঙ্গীও শুনতে পেল তা।

'ওই এল বোধহয়,' বলে উঠল লোকটা। 'ভিটো আছে তো জেটির ওখানে?'

'থাকবে না মানে?' খেঁকিয়ে উঠল ইটোলা গ্র্যানডি। 'সব কিছু নিয়ে ইয়ার্কি?'

জানালার সামনে থেকে সরে গেল সে, দেখতে পাচ্ছে না তাকে এখন রানা। কয়েক মুহূর্ত পর সামনের দরজা দিয়ে টেরেসে এসে দাঁড়াল। ড্রামের মত মোটা কোমরে দুই কলাগাছের কাণ্ডের মত হাত রেখে হাঁক ছাড়ল ইটোলা, 'ভিটো!'

সাথে সাথেই পাল্টা হাঁক ভেসে এল ঘাটের দিক থেকে। 'সি, সেনর!'

ওর নাম তাহলে ভিটো, ভাবল মাসুদ রানা। এখান থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না এখন।

'টিম আসছে! খেয়াল রেখ,' আবার চেঁচিয়ে বলল ড্রাম।

'সি!'

আরও কয়েক পা এগিয়ে এল গ্র্যানডি। সেই বিশাল ছাতাটার নিচের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। লম্বুও বেরিয়ে এল এবার। খুব

বেশি হলে দশ গজ দূরে আছে ওরা রানার। বসে ছিল ও, আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। জায়গাটা খুব একটা সুবিধেজনক নয়। কারও চোখ পড়েও যেতে পারে ওর ওপর, বলা যায় না। মোটরের আওয়াজটা আরও অনেক কাছে এসে পড়েছে।

ম্যাগাজিন ছুঁড়ে ফেলে দিল সারা গ্র্যানডি। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। লাল ভেলভেটের স্কার্ট এবং বুকের ওপর কুঁচি দেয়া ব্রেসিয়ারের-ই বৃহৎ সংস্করণ কিছু একটা পরেছে সে। সুন্দর ফিগারের জন্যে দারুণ মানিয়েছে মেয়েটিকে। সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে, যোগ দিল বাপের সঙ্গে।

লাল আলোটা এই সময় দপ করে নিভেই জ্বলে উঠল আবার।

'ওই যে টিম,' হাত তুলে হারবার মাউথ দেখাল সারা। বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছে মেয়েটিকে এখন।

বাতাসে তার গায়ের মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ ভেসে এল রানার নাকে। ওদিকে মোটরের আওয়াজ কমে এসেছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে পন্টুনে ভেড়ার আয়োজন করছে। কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টেনে চলেছে ইটোলা গ্র্যানডি। সারা আর লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। রানাও শুয়ে আছে মূর্তির মত। ওকে এমন অস্বাভাবিক স্থির দেখে ভুল করল একটা গিরগিটি, কমলা গাছটার গুঁড়ি বা শেকড় কিছু একটা ভেবে নিশ্চিন্তে চড়ে বসল ঘাড়ের ওপর।

অজান্তেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল রানার। কাজ হল এতে। তড়াক করে এক লাফে নেমে পড়ল সরীসৃপটা, ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল কমলা গাছে। একজোড়া পায়ের আওয়াজ কানে যেতে

সেদিকে মনোযোগ দিল মাসুদ রানা। ধাপগুলো দৌড়ে টপকে আসছে কেউ ব্যস্ত পায়ে।

একটু পরেই দেখা গেল তাকে। বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক। হাতে অয়েলস্কিন পেপার মোড়া একটা প্যাকেট। যুবকের চেহারাটা গোল আলু মার্কা নায়কদের মত। পাঁচ ফুট নয় হবে লম্বায়, পেটা শরীর। মাথাভর্তি লালচে কোঁকড়া চুল। পরনে লাল সিংলেট এবং কালো ট্রাউজার। সারার ওপর চোখ পড়তে দুই কানে গিয়ে ঠেকল তার হাসি। 'হাই!' বলল সে।

দু'চোখ ঝিলিক মেরে উঠল সারা গ্র্যানডির। 'হাই, টিম!'

এগিয়ে এল টিম। গ্র্যানডির সামনের টেবিলের ওপর 'ধপাস' করে রেখে দিল হাতের প্যাকেটটা। 'হ্যালো, বস্,' মাথা ঝোঁকাল টিম সসম্ভ্রমে। 'এই যে আপনার জিনিস।'

'গুড বয়। বোসো বোসো,' প্যাকেটটা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্র্যানডি।

'আপনার মেয়েকে একটা চুমু খেতে পারি, বস্?' গ্র্যানডির দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসছে টিম।

'গো অ্যাহেড,' কাঁধ ঝাঁকাল গ্র্যানডি। 'সারা রাজি থাকলে একটা কেন, দশটা চুমো খাও না। পথে আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

টিম ততক্ষণে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে সারার কোমর। মেয়েটিরও এ ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই, সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছে সে টিমের গলা। তাড়াতাড়ি বলল যুবক, 'মোটেই না, মোটেই না।' পরমুহূর্তে ওদের দু'জোড়া ঠোঁট সেঁটে গেল পরস্পরের সাথে।

'ফড়াৎ' করে অয়েলস্কিন প্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলল ইটোলা গ্র্যানডি। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল। পরমুহূর্তে সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মুখে। 'গুড! ভেরি গুড!'

সারাকে ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল টিম। সরে এসে বসল গ্র্যানডির মুখোমুখি। 'কিন্তু বস্, এগুলো কাকে দিয়ে নিস পাঠাচ্ছেন আপনি? সবদিক দেখেশুনে নিয়েছেন তো?'

প্রশ্রয়ের হাসি ফুটল বসের মুখে। হাত ইশারায় নিজের মাথা দেখাল সে টিমকে। 'এই করেই চুল পাকিয়েছি হে!'

'কোথায় পেলেন লোকটাকে?' গলার স্বরে মনে হল সংশয় কাটছে না তার।

'রোমে। জেরি পিক করেছে তাকে। স্মার্ট বয়।'

হঠাৎ করেই গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল টিমের। চাউনিটাও কেমন ধারালো হয়ে গেছে। 'বেশি স্মার্টরাই বিপদ বাধায়, বস্,' বলে সারার দিকে তাকাল সে। 'এরমধ্যে দেখা করেছ নাকি ওর সঙ্গে, ডার্লিং?'

চোখ বড় বড় করে তাকাল সারা গ্র্যানডি । ভাব দেখে মনে হয় ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। 'জেরি? পাগল হয়েছ? তুমি থাকতে ওর মত বন-মানুষের সাথে দেখা করতে যাব আমি?'

খুব একটা প্রভাবিত হল না টিম প্রশংসায়। চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবল একটু, তারপর মাথা দোলাল। 'ঠিকই বলেছ,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'মনে থাকে যেন, ওর থেকে দূরে থাকতে হবে তোমাকে।'

মুখ তুলে হাসল ইটোলা গ্র্যানডি। যেন দারুণ এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলছে। সে তার শ্রোতা।

'তুমি জেলাস হয়ে উঠছ,' বলল সারা। টিমের গালে হাত বোলাল আলতো করে। 'আমাকে নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা কোরো না।'

তার নগ্ন বাহুতে পাল্টা হাত বোলাল যুবক। গ্র্যানডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাকে পিক করেছে জেরি, বস্? কি নাম তার?'

'ছেলেটা সাংবাদিক। নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম করেসপনডেন্ট। পত্রিকাটা কার জান তো?' অর্থপূর্ণ হাসি হাসল গ্র্যানডি।

'শিওর।'

'ওর সাংবাদিক। নাম মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা!' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল টিমের। 'ওকে চিনি আমি, বস্। ওর সঙ্গে ক'দিন খুব ঘুরঘুর করেছে সোফিয়া।'

খ্যাক খ্যাক করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল ইটোলা গ্র্যানডি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। ঐ ব্যাটাকেই ফাঁদে আটকেছে জেরি।'

'ও রাজি হয়েছে কাজটা করে দিতে?'

'আলবৎ! না করে উপায় আছে ব্যাটার?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা দোলাল টিম আপন মনে। 'তাহলে তো ভালই! সঙ্গে সাংবাদিক থাকলে নিশ্চিন্তে কাজ করা যায়।'

পাশে দাঁড়ানো লম্বুর দিকে তাকাল গ্র্যানডি। 'আরে, কি ব্যাপার! এতক্ষণ হয়ে গেল, কেউ এক গ্লাস ড্রিঙ্ক এনে দিতে পারলে না ছেলেটাকে?'

'সরি, বস্!' দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, লম্বা লম্বা পা ফেলে

ঢুকল গিয়ে ভিলায়। মিনিট পুরো না হতেই একটা ট্রে-তে এক বোতল হুইস্কি, সোডা এবং একটা গ্লাস এনে রাখল টেবিলে।

'শুরু করে দাও,' ইশারায় বোতলটা দেখাল গ্র্যানডি যুবককে। তারপর উঠে দাঁড়াল আসন ছেড়ে। প্যাকেটটা দু'হাতে বুকের কাছে ধরা। লম্বা লোকটার উদ্দেশে বলল, 'চল, সারটি। ভেতরে যাই। কাজ আছে।'

কয়েক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আবার কি মনে হতে। টিমকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি থাকছ তো আজ এখানে?'

তার চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পড়েছে সারা গ্র্যানডি, এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে গলা। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল টিম। 'শিওর, বস্! হাতে এ মুহূর্তে কোন কাজ নেই আমার।'

'টাকাটা তাহলে কাল নিলেই চলবে, না কি বল?'

কি বলবে ভাবছে টিম। এই সময় সারা-ই তার হয়ে উত্তরটা দিয়ে দিল।

'ঠিক আছে, ড্যাড। কাল দিলেই হবে,' বলেই গলা নামাল মেয়েটি, টিমের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'রাতটা তুমি আমি এক সাথে কাটাব, কেমন?'

এতই আস্তে বলল সে কথাটা যে বিশ হাত দূর থেকে রানাও স্পষ্ট শুনতে পেল। গ্র্যানডির দিকে তাকাল যুবক। 'আপনার কোন আপত্তি নেই তো, বস্?'

'কিসের?'

'সারার সঙ্গে যদি...'

'ও, শিওর শিওর! মেয়ে আমার যথেষ্ট বড় হয়েছে, যার সঙ্গে ইচ্ছে রাত কাটাতে পারে।'

'থ্যাঙ্কিউ, বস্।' শুধু হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে উঠল টিম। এক হাতে সারার কোমর জড়িয়ে ধরে পা বাড়াল। গ্র্যানডি আর সারটির পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ভিলায়।

ভুরু কুঁচকে ওদের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকল সারটি। যুগল মূর্তিটা চোখের আড়ালে চলে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অন্যমনস্কের মত বলল, 'ছোঁড়া কবে যে জেরির হাতে মরবে, তাই ভাবি।'

হেসে উঠল ইটোলা গ্র্যানডি। 'বাদ দাও! ওদের বান্ধবী সমস্যা নিয়ে ওরা ভাববে, তোমার কি? নাও,' প্যাকেটটা সারটির দিকে এগিয়ে দিল সে। 'নতুন করে প্যাকেট করে ফেলোগে। কাল ভোরে রওনা হয়ে যাবে। জেরির হাতে এটা তুলে দিয়েই ফিরে আসবে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

মাথা ঝাঁকাল সারটি। প্যাকেটটা ধরল দু'হাতে, তারপর বসের পিছন পিছন পা বাড়াল। ওরা অদৃশ্য হতেই ভূমিশয্যা ত্যাগ করল মাসুদ রানা। যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে। এবার কেটে পড়তে হবে। সারটির হাতের প্যাকেটটা যাতে রোম পৌঁছাতে না পারে, সে ব্যবস্থা তো বটেই, একই সঙ্গে অন্যদের শ্রীঘর বাসের আয়োজনটাও নিশ্চিত করতে হবে।

হামা দিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো পর্যন্ত পৌঁছুলো মাসুদ রানা। মনের মধ্যে সামান্য ইতস্তত ভাব, ভিটো বলে যাকে ডাকছিল গ্র্যানডি, তাকে দেখতে পেল না ও কোথাও। দূরের লাল আলোটার দিকে তাকাল রানা। নাহ্, নেই সে ওখানেও। তাহলে হয়ত ওর অজান্তেই কোন এক সময় ভিলায় গিয়ে ঢুকেছে ভিটো। অন্যদিকে নজর থাকায় খেয়াল করেনি ও।

তারপরও মনের মধ্যে সামান্য খুঁতখুঁতে ভাবটা রয়েই গেল। সাবধানে একটা একটা করে ধাপ টপকে পন্টুনে নেমে এল রানা। পানিতে নামার আগে শেষবারের মত মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল। নাহ্, কোথাও নেই ভিটো। পরক্ষণেই জমে গেল ও বরফের মত, পিছন থেকে কারও অতি সাবধানী নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ কানে এসেছে। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ওকে।

অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে ফেলল মাসুদ রানা, কিছু করার সময় পেরিয়ে গেছে। তবুও, শেষ চেষ্টা হিসেবে ঘুরে দাঁড়াতে গেল ও। কিন্তু পারল না। অর্ধেকটা ঘোরার আগেই পিছন থেকে ওর গলাটা পেঁচিয়ে ধরল একটা পেশীবহুল, লোমশ হাত। পরমুহূর্তে হাঁটু তুলে গায়ের জোরে গুঁতো মারল লোকটা রানার মেরুদণ্ডের ওপর।

অসহ্য যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল মাসুদ রানা।

চোদ্দ

নিশ্চয়ই নিঃশব্দে কাজ সারার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া আছে লোকটার, ভাবল রানা। হয়ত এখনই ছোরা চালাবে ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর। ওরই মাঝে টের পেল রানা, লোকটা লম্বায় প্রায় ওর সমান হলেও চওড়ায় অনেক বেশি। এ-ই সম্ভবত সেই ভিটো। দম বন্ধ হয়ে

গেছে মাসুদ রানার, একটু বাতাসের জন্যে ছটফট করছে কলজেটা। কয়েকবার ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল ও। ঠিকমত জোর খাটাতে পারছে না।

এখনও আগেরমতই ওর গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে ভিটো। এরমধ্যে রানার নড়াচড়ার ফলে ওর মেরুদণ্ডের ওপর চেপে ধরে রাখা পা'টা বার দুয়েক নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে সে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে। এ-মুহূর্তে মাসুদ রানার নড়াচড়া কমে এসেছে দেখে আবার পা তুলতে গেল সে, কিন্তু তার আগেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার। দেহের ভার ছেড়ে দিয়েছে ও পুরোপুরি।

চট করে আবার দু'পায়ে দাঁড়াতে গেল ভিটো, কিন্তু তৈরি ছিল না বলে পারল না রানার দেহের ভার সামাল দিতে। সাথে সাথে সে-ও পড়ে গেল রানাকে বুকে নিয়ে। পড়েই অদ্ভুত কায়দায় নিজের দেহটাকে মুচড়ে ঘুরিয়ে নিল রানা, দু'পা ভিটোর দেহের দু'দিক দিয়ে চেপে বসতে গেল। কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুসি চালাল লোকটা রানার থুতনি সই করে।

দু'পাটি দাঁতের সংঘর্ষে 'খটাশ!' করে আওয়াজ উঠল। বন্ করে চক্কর খেয়ে উঠল ওর মাথাটা, চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল রানা। চাপা গলায় একটা জঘন্য খিস্তি করল ভিটো, এবার দু'হাত বাড়িয়ে টিপে ধরল ওর গলা।

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে রানা অনেকটা। দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে গলার ওপর চেপে বসা ভিটোর দুই কড়ে আঙুল পেঁচিয়ে ধরল ও, পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা এক টান দিল বাইরের দিকে। 'মট্' করে ভেঙে গেল ভিটোর দুটো আঙুলই। তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল লোকটা, ঠিক সময়মত হাত চালাল রানা। গায়ের

সব শক্তি এক করে ভীষণ এক থাবড়া বসাল ভিটোর নাকেমুখে। থেমে গেল চিৎকারটা মাঝপথে।

আবার হাত চালাল মাসুদ রানা, ঘুসিটা লাগলে পন্টুনের পাটাতনের সাথে লেপটে যেত ভিটোর মুখ। ব্যাপারটা সে-ও টের পেয়ে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে ঝটকা মেরে মুখটা সরিয়ে নিল ভিটো কয়েক ইঞ্চি, তার বাঁ কান ডলে দিয়ে বেরিয়ে গেল আঘাতটা। সাথে সাথেই রানার ঘাড়ের পাশে রদ্দা চালাল ভিটো ওই আহত হাত নিয়েই, একই সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে নিজেকে মুক্ত করে নিল, ফেলে দিল রানাকে বুকের ওপর থেকে।

আঁতকে উঠল রানা। পিঠে কিছুই বাধছে না ওর, পড়ে যাচ্ছে হারবারে। ষণ্ডাটার সাথে গুঁতোগুঁতি করতে গিয়ে কখন যে দু'জনেই চলে এসেছে পন্টুনের একেবারে কিনারায়, খেয়ালই করেনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে হাত ছুঁড়ল ও, মুঠো করে ধরে বসল ভিটোর কলার। এক হাতে লোকটার কলার ধরে শূন্যে ভাসতে লাগল রানা, দোল খেতে লাগল, আর কিছু করার উপায় নেই।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওভাবে থাকতে হল না। ধরার মত কিছু নেই হাতের কাছে, অতএব রানার দেহের ভারে ভিটো-ও একটু একটু এগিয়ে এল কিনারার দিকে। এর মধ্যেও কয়েকবার চেষ্টা করল সে কলার থেকে রানার হাত ছাড়াবার, কিন্তু ভাঙা আঙুল দুটোর জন্যে সুবিধে করতে পারল না। একসঙ্গে 'ঝপাৎ' করে পানিতে পড়ল দুজনেই।

পড়েই তলিয়ে গেল। সময় থাকতে বুক ভরে দম টেনে নিয়েছে রানা, দু'হাতে ভিটোর কোমর জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে

আরও গভীরে নিয়ে গেল তাকে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। প্রাণের দায়ে ভীষণভাবে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল ভিটো। বুট জুতো পরা পায়ের শক্ত একটা লাথি উরুর ওপর পড়তেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল রানা। বাধ্য হল লোকটাকে ছেড়ে দিতে। ওপরে উঠে গেল ভিটো।

এক সেকেণ্ড পর পানির ওপর মাথা তুলল রানা। পর মুহূর্তেই একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা দেখতে পেল ভিটোর হাতে, তারার আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ইস্পাতের ফলা। সামনের দিকে ঝাঁপ দিল ভিটো, মুখ দিয়ে বুনো শুয়োরের মত 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ' আওয়াজ বেরোচ্ছে তার। পানির মধ্যে ইচ্ছেমত নড়াচড়া করতে পারছে না রানা, তবুও যথাসম্ভব দ্রুত নিজেকে একপাশে সরিয়ে নিল। মাত্র দু'ইঞ্চির জন্যে ছোরাটা মিস করল ওর গলা।

একটাই ভয় রানার, ব্যাটা সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে শুরু না করে। তাহলেই সর্বনাশ। অতএব, চেষ্টা করতে হবে লোকটা যেন সে সুযোগ না পায়। ভিলার ওদের কিছু টের পেতে দেয়া যাবে না। ভিটো এগিয়ে এল আবার ছোরা উঁচিয়ে।

ডুব দিল মাসুদ রানা। এবার দু'হাতে ওর বাঁ পায়ের গোড়ালি ধরে টেনে নামিয়ে আনল। উন্মত্তের মত লাফঝাঁপ শুরু করল এবার ভিটো। কিন্তু ছাড়ল না ও, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখল পা-টা। ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল লোকটার লাফালাফি, নিস্তেজ হয়ে আসছে।

বুকে জমানো বাতাসে যতক্ষণ কুলাল, ততক্ষণ ধরে থাকল রানা ভিটোকে, তারপর পা ছেড়ে দিয়ে সারফেসের উদ্দেশে ছুটল। বুকটা বিস্ফোরিত হওয়ার যোগাড় অক্সিজেনের অভাবে।

'ভুশ' করে প্রায় বুক পর্যন্ত পানির ওপরে উঠে এল রানা। নাকমুখ দিয়ে বাতাস টানতে লাগল ঝড়ের বেগে।

ওর চার কি পাঁচ সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল ভিটো। ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল সে। দু'চোখের দৃষ্টি চক চক করছে, মনে হল কি যেন এক ঘোরের মধ্যে আছে লোকটা। হঠাৎ করেই যেন রানাকে চিনতে পারল সে। পরক্ষণেই ঘুরে পালাতে চেষ্টা করল, দুর্বল ভাবে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল এলোপাতাড়িভাবে। একবার যেন চেঁচিয়ে ওঠার চেষ্টাও করল বলে মনে হল রানার। কিন্তু রানার কান পর্যন্ত পৌছুল না সে শব্দ।

এরই মধ্যে দেখে নিয়েছে ও, ছোরাটা নেই ভিটোর হাতে। ছুটে গেছে কখন যেন। এবার নির্ভয়ে এগোলো রানা। পেছন থেকে দু'হাতে ভিটোর ঘাড় চেপে ধরে মাথাটা নামিয়ে দিল পানির তলায়। বাধা দেয়ার মত শক্তি ফুরিয়ে গেছে ভিটোর। তলিয়েই যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি কলার ধরে মুখটা ওপরে তুলল রানা।

ঘাড় হেলে পড়েছে তার। দম আছে বলে মনে হল না। মরে গেল নাকি? মুখটা কাছে থেকে দেখার চেষ্টা করল রানা, নাকি জ্ঞান হারিয়েছে? টানতে টানতে ঘাটে বাঁধা নৌকাটার কাছে নিয়ে এল ও তাকে। প্রচুর পরিশ্রম করে ঠেলেঠুলে ভারি দেহটা তুলে দিল নৌকায়। এবার গলুই ধরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে নিজেও উঠে পড়ল।

ভিটোকে টেনে হিঁচড়ে উপুড় করে শোয়াল রানা যাতে পেট ভর্তি পানি বেরিয়ে যেতে পারে। প্রচুর পানি বেরোল। কম করেও সের পাঁচ-ছয়েক হবে। এরপর জেটির সঙ্গে বেঁধে রাখা নৌকাটার দড়ি খুলে তার হাত-পা কষে বাঁধল।

ডিউটি আপাতত শেষ। এবার ভাগতে হয়। বৈঠা নিয়ে গলুইয়ে বসে পড়ল রানা। দ্রুত বাইতে লাগল নৌকা। এর ফাঁকে নজর বুলিয়ে নিয়েছে হাতঘড়ির ওপর—সবে বারোটা। ভাড়া করে আনা নৌকাটার দিকে তাকালও না ও পাশ কাটাবার সময়। ঠিক করেছে ফ্রেনজিকে অনুরোধ করবে যেন ওটা তার মালিককে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে সে।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর নড়ে উঠল ভিটো। জ্ঞান ফিরেছে। কয়েকবার গোঙালো লোকটা, তারপর পুরো চোখ মেলে তাকাল। মাথার ওপর তারা ভরা আকাশ দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে, হঠাৎ করেই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হল। ধড়মড় করে উঠে বসল ভিটো। বেকুবের মত একবার রানা আরেকবার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হাত-পায়ের দিকে তাকাতে লাগল।

'কি হে!' মৃদু শিস দিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'ভালই তো ঘুমাচ্ছিলে। উঠলে কেন?'

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল লোকটার। ভাঙা, ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'লেফটেন্যান্ট গুইডো দেখা করতে চায় তোমার সাথে।'

কেঁপে উঠল ভিটো। 'পুলিস?'

মাথা দোলাল রানা। 'উঁহুঁ! ওঝা।'

'কি?'

'তোমরা যেমন কালসাপ, গুইডো তেমনি বাঘা ওঝা। চল না, দেখবে। কেমন ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ নামায়।'

আরও কিছু জিজ্ঞেস করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল ভিটো, কড়া এক দাবড়ি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'অ্যাই ব্যাটা,

চুপ থাক! নইলে বৈঠা দিয়ে ছাতু করে দেব তোর মাথা। শুয়ে থাক! শোও...!' আঘাত করার ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলল ও বৈঠাটা।

থমকে গেল ভিটো। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। তারপর আস্তে করে শুয়ে পড়ল। দূরে সরেনটো হারবারের আলো দেখা গেল এই সময়।

'দূর! কোথায় কি?' ঘড়ি দেখল লেফটেন্যান্ট গুইডো। 'আজ আর কোন খবর হবে বলে মনে হয় না। শুধু শুধু বসিয়ে রাখল এতক্ষণ।'

তার সাথে একমত হতে পারল না ফ্রেনজি। দ্রুত মাথা নাড়ল সে। বলল, 'আমার মনে হয় হবে, খবর হবে। লোকটাকে যদি কিছুটাও চিনে থাকি, তাহলে বাজি ধরে বলতে পারি ফালতু কথার লোক সে নয়।'

'হুঁম!' নিজের কড়া পালিশ করা বুটের ডগার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অন্যমনস্কের মত বলল গুইডো। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, চারদিক থেকে যে-সব প্রমাণ পাচ্ছি, তাতে আর সন্দেহ নেই যে এ-ই সেই রবার্ট হুইটনি। বাকি ছিল আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড, তাতেও তিন তিনজন লোক ওকেই নির্দেশ করে গেল। তারপরও লোকটাকে কেমন ড্যাম কেয়ার, ওভার কনফিডেন্ট মনে হয়েছে আমার।'

'গণ্ডগোলটা তো ওখানেই,' বলল ফ্রেনজি। 'এত কিছু জানার পরও কেন যেন লোকটাকে ক্রিমিন্যাল ভাবতে বাধছে। মনে হয় কোথাও একটা কিছু রয়ে গেছে, ব্যাপারটা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে

আমাদের। ভাবছি আজই একবার কথা বলব মাসুদ রানার সাথে।'

'কোন ব্যাপারে?'

'এই…।'

মুখের কথা শেষ করতে পারল না ফ্রেনজি। বাইরে থেকে সেন্ট্রির তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল, কিন্তু কি বলল লোকটা বোঝা গেল না। করিডরে দু'তিন জোড়া পায়ের শব্দ উঠল। ব্যাপার কি দেখার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল গুইডো, এমন সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল পিছমোড়া করে হাত বাঁধা এক লোক। পিছনেই রয়েছে মাসুদ রানা এবং সেন্ট্রি।

হাঁ করে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল দুই অফিসার। পরনে সাঁতারের জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কিছু নেই। চুল ভাল করে শুকোয়নি এখনও, লেপটে আছে মাথার সঙ্গে। ওর পেশীবহুল চওড়া বুকের ওপর নজর আটকে গেছে গুইডো-ফ্রেনজির। হাঁ করে দেখছে রানাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে গেছে।

'হাই, দেয়ার!' অমায়িক হাসি ফুটল রানার মুখে। 'দু'জনেই আছেন দেখছি। ভালই হল। এই যে,' ঠেলা দিয়ে ভিটোকে আরও এক পা এগিয়ে দিল ও, 'হাজতে পুরতে পারেন একে। ইটোলা গ্র্যানডির চ্যালা এ ব্যাটা, নাম ভিটো।'

আচমকা বড় রকমের এক ঝাঁকি খেয়ে সিধে হল দুই অফিসার। যেন ভেতরে প্রাণ ছিল না এতক্ষণ, গ্র্যানডির নাম কানে যেতেই জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। হড়বড় করে একসাথে অসংখ্য প্রশ্ন করতে শুরু করল রানাকে। যার এক বর্ণও বোধগম্য হল না।

'থামুন, থামুন,' হাসিমুখে হাত তুলে থামাল তাদের রানা। 'এখন প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। গ্র্যানডিকে বড় এক

ড্রাগের চালান আর দলবলসহ ধরতে হলে আপনাদের এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়া দরকার।'

পাঁচ মিনিটও পেরোল না, হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট গুইডো। টেলিফোনে নারকোটিক স্কোয়াডের বড় বড় কর্তাদের ঘুম ভাঙাল সে, দশ মিনিটের মধ্যে সরেনটো পুলিস হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার অনুরোধ করল তাদের। এরপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনের রিজার্ভ ফোর্সের ব্যারাক থেকে তার বাজখাঁই গলার নির্দেশের পর নির্দেশ শোনা গেল।

পনের মিনিটের মধ্যেই অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ত্রিশ জনের একটি স্কোয়াড সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সামনের আঙিনায়। পুরো দস্তুর এক কম্যাণ্ডো স্কোয়াড—অ্যাকশনের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিও মহাব্যস্ত। তারমধ্যেও থেকে থেকে এসে রানার সঙ্গে দুয়েকটা জরুরি আলাপ সেরে নিচ্ছে, সব-ই গ্র্যানডির ভিলা সম্পর্কিত।

মনের মধ্যে অন্য হাজারো প্রশ্ন তার, কিন্তু এখন নষ্ট করার সময় নেই। ফিরে এসে আলাপ করবে সে রানার সঙ্গে। দুটো শক্তিশালী পাওয়ার বোটে উঠে পড়েছে কম্যাণ্ডো স্কোয়াড এবং নারকোটিকসের বড় কর্তারা। রওনা হয়ে যাবে এখনই।

'ওয়াচ আউট,' জেটিতে দাঁড়িয়ে গুইডোর উদ্দেশে বলল মাসুদ রানা। 'পাঁচজন রয়েছে ওখানে, সম্ভবত সবাই সশস্ত্র। টাফ অ্যাণ্ড ডেঞ্জারাস পিপ্‌ল্।'

কঠিন একটুকরো হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'আমরাও কম ডেঞ্জারাস নই, সেনর,' বলল সে।

'আর একটা অনুরোধ আছে।'

'শিওর, বলুন?'

পাহাড়ের পাদদেশে রেখে আসা নৌকাটার কথা জানাল ও তাকে। 'ফেরার পথে ওটা যদি টো-করে নিয়ে আসেন, তো ভাল হয়।'

'মনে থাকবে। ইনফরমেশনের জন্যে ধন্যবাদ, সেনর রানা।'

'ও কিছু না।'

'সেনর,' বোটের কিনারায় দাঁড়িয়ে ডাকল ওকে ভিটেলা ফ্রেনজি। 'আপনি যাবেন না এখনই। জরুরি আলাপ আছে আপনার সাথে। ফিরে এসে কথা বলব। ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। লোক রেখে গেলাম আপনাকে অ্যাটেণ্ড করার জন্য। কিছু প্রয়োজন হলে জানাবেন ওকে। অলরাইট?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

সগর্জনে ছুটল দুই পাওয়ার বোট বে অভ সরেনটোর উদ্দেশে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুরে দাঁড়াল রানা। ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে এক সেপাই। রানাকে ঘুরতে দেখে হাসল।

'চলুন, সেনর। রেস্ট নেবেন,' বলল সে।

ভিজিটিং হাই অফিশিয়ালদের জন্যে নির্দিষ্ট সাজানো-গোছানো রেস্টরুমে নিয়ে এল ওকে লোকটা। বেডরুমের ওয়াল কাবার্ড থেকে একটা ঢোলা টি-শার্ট এবং ফ্লানেলের ট্রাউজার বের করে দিল। লণ্ড্রির ট্যাগ লাগানো রয়েছে দুটোতেই। 'গোসল করে এগুলো পরে ফেলুন, সেনর,' আবার হেসে ফেলল সে। 'আমি আপনার জন্যে কফির ব্যবস্থা করছি।'

দু' ঘন্টা পুরো হওয়ার আগেই অপারেশন সেরে ফিরে এল পুলিস ফোর্স। একজন সার্জেন্টের হাতে ঝুলছে বড় একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। ওর ভেতর টিমের বয়ে আনা সেই বড়সড় প্যাকেটটা দেখা গেল।

'পাওয়া গেল সবাইকে?' ফ্রেনজিকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'ইটোলা গ্র্যানডি আর তার মেয়েসহ মোট ছয়জন।' কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা।

'বাধা দেবার চেষ্টা করেনি ওরা?'

'সুযোগ দিলে তো!'

এই সময় গুইডো ঢুকল ভেতরে। হাতে রানার শার্ট-ট্রাউজার। ওগুলো এগিয়ে দিল সে। 'নিন, সেনর। আপনার নৌকাটা নিয়ে এসেছি।'

'ধন্যবাদ। এবার আমাকে ফিরতে হয়।'

'কোথায় যাবেন?' জানতে চাইল ফ্রেনজি।

'রোম।'

'কিন্তু আপনার সাথে কিছু জরুরি আলাপ ছিল যে!'

'বেশ তো, আজ সন্ধেয় আসুন আমার বাংলোয়। তখন কথা বলা যাবে।'

চোখাচোখি হল দুই লেফটেন্যান্টের। ফ্রেনজির উদ্দেশে চোখ টিপল গুইডো; ব্যাপারটা নজর এড়াল না রানার। 'ঠিক আছে,' একটু চিন্তা করে বলল ফ্রেনজি। 'আসব আমি।'

চারটেয় ডায়া ক্যাভোর পৌছুল মাসুদ রানা। প্রখর রোদে চিড়বিড় করছে গায়ের চামড়া। জ্বালা করছে চোখ। রাত জাগার ফল। সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কার পার্কে ভোঁ করে ঢুকে পড়ল ও গেট খোলা পেয়ে।

বাংলো থেকে বেরিয়ে নিউ ইয়র্ক ভিশনে ঢুঁ মেরেছিল প্রথমে। লিজা ভ্যালেন্টি নেই অফিসে। ওখান থেকে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে রানা। এখানে আছে মেয়েটি। সোফিয়ার মালপত্র গোছানো শেষ হয়নি এখনও। খুব স্বাভাবিক। একদিনে এত কাজ কারও একার পক্ষে শেষ করা অসম্ভব একটা ব্যাপার।

ডোর বেল চাপতে ভেতর থেকে লিজার সুরেলা কণ্ঠের 'কামিং,' ভেসে এল। দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল সে। রানাকে দেখামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। টান দিয়ে অর্ধেকটা মেলে ধরল ভারি এক পাল্লার চকচকে দরজাটা।

'এসো,' মৃদু হাসি ফুটল লিজার মুখে।

পরিশ্রমের ফলে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। সুন্দর মুখটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কপালে লেপটে আছে কয়েক গাছি চুল। অপূর্ব! মনে মনে আবারও লিজা ভ্যালেন্টির রূপের প্রশংসা করল

মাসুদ রানা। ভোরের শিশির ভেজা স্নিগ্ধ, নির্মল এক গোলাপ যেন। ওর বিপদের কথা ভেবে স্বল্প-পরিচিত এই বিদেশিনী উদ্বিগ্ন, ভাবতে বেশ ভালই লাগছে।

'হ্যালো!' ভেতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল রানা। 'কতদূর?'

'প্রায় শেষ করে এনেছি। আর আধঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলব।'

'যাক, একটা ঝামেলা গেল,' বাহু ধরে লিজাকে ভেতরের রুমে নিয়ে এল ও। একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বোসো এখানে। বাকিটুকু আমি করছি।'

ওটার হাতলে ঝোলানো একটা তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছল মেয়েটি। 'ওসব পরে হবে,' বলল সে। 'আগে ওয়াদা রক্ষা কর।'

'কিসের?'

'কেন কি ঘটেছে বা ঘটছে, ফিরে এসে সব খুলে বলবে বলে কথা দিয়েছিলে তুমি, রানা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'ঠিক আছে, বলছি।'

লিজার মুখোমুখি বসল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল। কিছুই গোপন করল না রানা। গালে হাত রেখে চুপচাপ শুনে গেল লিজা শেষ পর্যন্ত। এক সময় থামল ও। অসহ্য নীরবতা ভারি করে তুলল ঘরের বাতাস।

'পুলিসের ধারণা তুমিই খুন করেছ লা সেনরিনাকে?' পুরো দু'মিনিট পর মুখ খুলল লিজা ভ্যালেন্টি।

'ধারণা নয়, ওরা প্রায় নিশ্চিত। কাল আইডেন্টিফিকেশন

প্যারেডে মোট তিনজন সনাক্ত করেছে আমাকে, আমি শিওর।'

কথাটা শোনামাত্র চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটির। কিন্তু লক্ষ্য করল না রানা ব্যাপারটা। বলে চলল, 'ওদিকে সনি জানে, সেইদিন তিনটের ফ্লাইটে নেপলস গিয়েছিলাম আমি, স্বনামে।' আরেকটা সিগারেট ধরাল ও।

'ওহ্, গড!' প্রায় শিউরে উঠল লিজা।

'এখন একটাই উপায় আছে নিজেকে বাঁচাবার, এই জেরির ওপর পুলিসের নজর ঘুরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে আগে মিসিং ফিল্ম্টা দরকার। ওটা ছাড়া...'

'ফিল্ম্!' রানাকে বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল লিজা। শিথিল ভঙ্গিতে বসা ছিল, তড়াক করে সিধে হল। 'কিসের ফিল্ম্?'

ওর মুখের ভাব দেখে বিস্মিত হল মাসুদ রানা। বলল, 'সোফিয়ার সিনে ক্যামেরা ছিল একটা বললাম না? ওটার বারো ফুট এক্সপোজড ফিল্মের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা পেলে হয়ত...'

এবারও মুখের কথা শেষ করতে পারল না রানা। থেমে গেল লিজাকে একলাফে উঠে দাঁড়াতে দেখে। 'কি হল?'

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মেয়েটি। কাঁপছে রীতিমত। চাপা, ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'রানা, ফিল্ম্টা বোধহয় আমার কাছেই আছে।'

'হোয়াট!' শুকনো গলায় বিষম খেল রানা। 'তোমার কাছে আছে মানে?'

'কাল এখানে কাজ করার সময় সেনরিনার নামে একটা

পার্সেল ডেলিভারি দিয়ে গেছে পোস্টম্যান। পার্সেলের ওপর রোমের এক ফটোল্যাবের স্টিকার সাঁটা আছে।'

স্প্রিঙের মত চেয়ার ছাড়ল রানা। ডাঙায় তোলা মাছের মত তড়পাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। গলা শুকিয়ে গেছে মুহূর্তে। হুঙ্কার ছাড়ল ও, 'কোথায় সেটা?'

'দাঁড়াও, আনছি,' বলে একছুটে হলরুমে চলে এল লিজা। রানাও এল পিছন পিছন। একটা সোফার ওপর পড়ে ছিল তার হ্যাণ্ডব্যাগটা, থাবা দিয়ে ওটা তুলল সে। যিপার খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল লিজা, 'ভুলেই গিয়েছিলাম এটার কথা।'

একটা হলুদ রঙের প্যাকেট বের করল সে। 'খুলে দেখ। মনে হয় এটাই।'

পা বাড়াল মাসুদ রানা। প্যাকেটটা ধরতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল ভিজিয়ে রাখা ফ্রন্ট ডোর। পাঁই করে ঘুরল রানা। জেরি কারলোত্তি দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। দু'চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত, অথচ মুখে হাসি।

ভেতরে এসে দাঁড়াল দানবটা। কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল লিজার উদ্দেশে, 'আমাকে দাও,' হাত বাড়াল সে। 'ওটা আমার। অনেক ভুগিয়েছে...কাম কাম, গিভ ইট হিয়ার!'

লিজার রিফ্লেক্স অবাক করল রানাকে। সম্ভবত প্রথম দৃষ্টিতেই রানার দেয়া বর্ণনার সঙ্গে চেহারা মিলে যাওয়ায় ষাঁড়টাকে চিনে ফেলেছে। চোখের পলকে প্যাকেটটা ব্যাগে ভরে ফেলল সে, টেনে দিল যিপার। ততক্ষণে ওর মনোভাব বুঝে নিয়েছে জেরি, অশ্লীল একটা খিস্তি করে সামনের দিকে লাফ দিল সে, পাশেই রানা দাঁড়িয়ে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল লিজা, দানবটার বাড়ানো থাবা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে কুঁজো হয়ে তীরবেগে ছুটল বেডরুমের দিকে। বুনো শুয়োরের মত বিচ্ছিরি ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ বেরোল জেরির গলা দিয়ে, মেয়েটির অবাধ্যতা খেপিয়ে তুলেছে তাকে। আর দুয়েক ইঞ্চি এগোতে পারলেই ধরে ফেলবে সে লিজাকে।

এই সময় পা চালাল রানা, লোকটার দু'পায়ের ফাঁকে ভরে দিল ডান পা। নিখুঁত টাইমিং, থর থর করে পুরো ফ্লোর কেঁপে উঠল অতবড় দেহটা আছড়ে পড়ায়। তার এক মুহূর্ত আগেই পিছন থেকে লিজার ব্লাউজ মুঠো করে ধরে ফেলেছিল জেরি, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। পাতলা কাপড়ের ব্লাউজটা পড় পড় করে ছিঁড়ে গেল, ছেঁড়া অংশটুকু নিয়েই পড়ল সে দড়াম করে। মেঝেতে থুতনি ঠুকে গেল ভীষণভাবে—যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল জেরি কারলোট্টি।

নিজের দিকে কোন খেয়াল-ই নেই লিজা ভ্যালেট্টির। বুকের সাথে ব্যাগটা দু'হাতে সবলে আঁকড়ে ধরে পালাচ্ছে, বাঘে তাড়া করেছে যেন। স্কার্ট উড়িয়ে সাঁৎ করে বেডরুমে ঢুকে পড়ল সে, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। সেই একই মুহূর্তে 'ক্লিক' করে লেগে গেল তালাটাও। জেরি পড়ে আছে তখনও, ওঠার সময় পায়নি।

লোকটাকে ডিঙিয়ে ওপাশের দেয়াল সংলগ্ন ফায়ার প্লেসের দিকে ছুটল মাসুদ রানা। এ মুহূর্তে খালি হাতে দানবটাকে মোকাবেলা করতে যাওয়া চরম বোকামি হবে। ফায়ার প্লেসের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল একটা ভারি স্টীলের পোকার; আগেই লক্ষ্য করেছে রানা, এক ঝটকায় ওটা মাথার ওপর তুলে নিয়েই

ঘুরে দাঁড়াল। এই ফাঁকে উঠে পড়েছে লোকটা।

সামনে দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে সে। পিঠ কুঁজো করে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। লোকটার চেহারা বিস্মিত করল রানাকে। মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা গরিলা, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে জঙ্গল থেকে।

'ইউ ডার্টি ডাবল-ক্রসার,' ভয়ঙ্কর রকম শীতল গলায় বলল জেরি। 'খুন করব তোকে আজ আমি।'

'এসো,' পোকারটা ঝাঁকাল রানা। 'দেখি তোমার দৌড় কত।'

ওই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল জেরি কারলোট্টি। ধারাল দৃষ্টি স্থির রানার মুখের ওপর। ওর বাঁ দিকে তিন কদম সরল সে। রানাও ঘুরল তাল মিলিয়ে, পোকারটা একই ভাবে ধরা। এটা দিয়ে আঘাত করার একটাই মাত্র সুযোগ পাওয়া যাবে, জানে ও। কাজেই মারটা সঠিক সময়ে হতে হবে। এর একটা আঘাতই যথেষ্ট, যদি ঠিক জায়গামত বসানো যায়।

কিন্তু হিসেবে সামান্য ভুল ছিল রানার। ও জানত জেরির মুভমেন্ট খুব ফাস্ট, কিন্তু ঠিক কতটা ফাস্ট, তা টের পেল এইবার। লোকটাকে ডাইভ দিতে দেখল ও আচমকা, একই সাথে নিজেও পোকার ঠিকই নামিয়ে আনল সজোরে, কিন্তু জায়গামত লাগল না আঘাতটা। তার আগেই কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়েছে সে রানার বাঁ উরুর ওপর। বাড়িটা মাথার বদলে লাগল গিয়ে জেরির কাঁধে। তাও সেরকম জোরাল হল না।

গণ্ডারের শক্তি লোকটার গায়ে। রানার মনে হল পুরো বাড়িটাই যেন ধসে পড়েছে ওর ওপর। একটা অস্ফুট কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। পোকারটা ছেড়ে দিল রানা বাধ্য হয়ে,

পড়ে যাচ্ছে চিৎ হয়ে। বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে লোকটার চুল ধরে ফেলল শক্ত করে।

মেঝেতে আছড়ে পড়েই সর্বশক্তিতে এক নক আউট পাঞ্চ কষল ও জেরির চোয়ালে। জোর এক ঝাঁকি খেল তার মাথাটা, মট মট করে ফুটল ঘাড়ের হাড়। পরমুহূর্তেই বাঁ হাতে আরেকটা ঘুসি চালাল রানা, কিন্তু লাগাতে পারল না। সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে সে একপাশে। অন্ধের মত হাত চালাল এবার জেরি। বুঝে গেছে, একে হালকাভাবে নিলে খারাবি আছে কপালে।

তাছাড়া ফিল্ম্টা হাতে পাওয়ার জন্যে সাংঘাতিক ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ভাবছে দেরি হলে মেয়েটি হয়ত পালিয়ে যাবে অন্য কোন পথে। তার জানা নেই, হলরুমের এই দরজা ছাড়া এ ঘর থেকে বেরুনোর আর কোন রাস্তা নেই। আঘাতটা লাগল রানার বাঁ কানের সামান্য নিচে— ঘুসি বা কিল, কোনটারই পর্যায়ভুক্ত নয়, অনেকটা চড়ের মত হয়ে গেল মারটা। তবুও ওতেই ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা হল রানার।

বাঁ হাতে জেরির থুতনি ধরে পিছনদিকে ঠেলা দিতে লাগল ও, ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় বুকের ওপর থেকে। এভাবে সুবিধে করতে পারছে না। পিছনে সরতে সরতে যেই পায়ের আওতায় এসে গেল জেরির মাথাটা, অমনি চট করে ডান পা তুলল রানা। মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এপাশে নিয়ে এসে ওর থুতনিতে বাধিয়ে গায়ের জোরে ওপরদিকে পা ছুঁড়ল।

প্রায় উড়ে গেল জেরি। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল একটা চেয়ারের ওপর— 'মড়াৎ' শব্দে ওটাকে চুরমার করে দিয়ে পড়ল ফ্লোরে। উঠে পড়ল রানা এই সুযোগে। লোকটার দিকে এগোতে

যাবে, তার আগেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেছে সে। বুনো মোষের মত পরস্পরের দিকে ছুটে গেল দু'জনে। সময়মত ডান হাঁটু ভাঁজ করে সামান্য একটু কাৎ হল রানা, এবং পাশ থেকে ঘুসি মারল জেরির অরক্ষিত বাঁ চোয়ালে। আওয়াজ উঠল 'ঠক' করে।

একই সাথে মারল দানবটাও, ঘুসিটা ঠিক স্লেজ হ্যামারের মত আঘাত করল ওর বুকের পাঁজরে। ছিটকে দু'পা পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা। দম বন্ধ হয়ে এল। হাঁ করে বাতাস টানার চেষ্টা করছে। এই সুযোগে ওকে পুরোপুরি কাহিল করা যাবে ভেবে ছুটে এল জেরি, প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হয়ে উঠেছে চেহারা, ঠোঁট সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কুকুরের মত।

বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল রানা, স্থির রাখল নিজেকে। জেরি নাগালের মধ্যে আসামাত্র লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল, দু'পা এক করে ভয়ঙ্কর এক ফ্লাইং কিক মেরে বসল তার নাকেমুখে। কংক্রিটের দেয়ালে গুঁতো খেয়েছে যেন দানবটা, সম্মুখগতি রুদ্ধ হয়ে গেল আচমকা। পলকে চেহারা পাল্টে গেল। টকটকে লাল রক্তে ভেসে যেতে শুরু করল তার থুতনি, বুক।

থমকে গেল সে মুহূর্তের জন্যে, তারপর কলজে কাঁপানো এক হাঁক ছেড়েই আবার ছুটে এল। তবে এবার রানার পায়ের ব্যাপারে সতর্ক। মাত্র দুই সেকেণ্ডের মধ্যে পর পর চারটে শর্ট-আর্ম জ্যাব হজম করতে হল রানাকে বুকে-পেটে। ফুসফুস খালি হয়ে গেল রানার। কিন্তু হাল ছাড়ল না রানা, ওরই মধ্যে ডান পা ছুঁড়ল জেরির কুঁচকি লক্ষ করে।

লাগল না। চট করে নিজেকে সামান্য ঘুরিয়ে নিল জেরি, লাথিটা লাগল নিতম্বের এক পাশে। পরমুহূর্তে তার মস্ত হাতের

প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল রানা, কারণ থাবড়ার সাথে সাথে রানা যাতে পিছিয়ে যেতে না পারে সে জন্যে পায়ে পা বাধিয়ে ল্যাং-ও মেরেছে লোকটা। কিন্তু সে যা আশা করেছিল, তা হল না। পড়ল ঠিকই, তবে আছাড়টার গতি রোধ করার চেষ্টা না করে অ্যাক্রোব্যাটের মত উল্টো ডিগবাজি খেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা।

দাঁড়াল, কিন্তু সামলে নিতে পারল না। ঠিকমত ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই দৌড়ে এল জেরি, দমাদম দুটো শক্ত পাঞ্চ বসিয়ে দিল ওর থুতনি আর চোয়াল সই করে। ঘিলু নড়ে গেল রানার। আপনা থেকে দু' হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, বসে পড়ল ধপ করে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সনি, রানা আবার উঠে দাঁড়ায় কি না লক্ষ্য করল।

কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ নেই ওর মধ্যে। তেমনি বসে আছে, থুতনি ঠেকে আছে বুকের সাথে। অল্প অল্প দুলছে ডানে বাঁয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়েই বেডরুমের দিকে ছুটল এবার জেরি। বন্ধ দরজার সাথে পুরো ফ্লোর কেঁপে উঠল তার লাথিতে, কিন্তু সফল হল না। ভারি ওক কাঠের দরজা দাঁড়িয়ে রয়েছে অটল। আবার লাথি হাঁকাল লোকটা।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা কোনমতে। পা কাঁপছে, মনে হচ্ছে ও দুটো যেন রাবারের তৈরি দণ্ড—নিয়ন্ত্রণহীন। জেরির তৃতীয় লাথির আওয়াজের পরপরই ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল লিজা আতঙ্কে। এই চিৎকারটাই সচকিত করে তুলল মাসুদ রানাকে। প্রচণ্ড এক ইলেকট্রিক শক খেয়েছে যেন, ভীষণভাবে চমকে উঠল ও।

দরজা ভেঙে ফেলেছে দানবটা, মেরে ফেলছে লিজাকে। ভাবনাটা ঠেলে তুলে দিল ওকে। এখান থেকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, বিছানার ওপর চিৎ হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে মেয়েটি। বুকের ওপর চেপে বসে দু'হাতে তার গলা টিপে ধরেছে জেরি। মৃত্যুভয়ে দু' চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে লিজার, কোটর থেকে বেরিয়ে পড়বে যেন এখনই।

তার গলা ধরে ঘন ঘন ঝাঁকি মারছে জেরি, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে, 'কোথায় ওটা? কোথায় ফিল্‌ম্! জলদি বল, নইলে খুন করে ফেলব, মাগী!'

দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। পোকারটার ওপর চোখ পড়ল প্রথমেই—ওটা তুলে নিয়েই ছুটল ও বেডরূমের দিকে। ততক্ষণে জিভ বেরিয়ে পড়েছে মেয়েটির। পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনে ওই অবস্থাতেই ঘুরে চাইল জেরি। সেই মুহূর্তেই ভারি লোহার ডাণ্ডাটা দড়াম করে আছড়ে পড়ল তার চাঁদিতে। 'ঠং' করে জোরাল শব্দ উঠল খুলির সঙ্গে ওটার প্রচণ্ড সংঘর্ষে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকল জেরি, তারপর চোখ উল্টে গেল, আস্তে করে দেহটা এলিয়ে পড়ল লিজার পাশে। পোকার ফেলে টেনে হিঁচড়ে আধমরা মেয়েটিকে বের করল রানা পাহাড়ের নিচ থেকে। উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে থাকল তার মুখের দিকে।

'লিজা! লিজা, তুমি ঠিক আছ?'

চোখের উদভ্রান্ত দৃষ্টি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। রানার দিকে তাকিয়ে বহুকষ্টে এক চিলতে হাসি ফোটাল লিজা ফ্যাকাসে মুখে। তারপর হঠাৎ করেই কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

'কি হচ্ছে এখানে?'

পরিচিত কণ্ঠটা কানে যেতে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল রানা। বেডরুমের ভাঙা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই লেফটেন্যান্ট, ফ্রেনজি এবং গুইডো। ঘরের অবস্থা দেখে থতমত খেয়ে গেছে দু'জনেই।

'যা হবার হয়ে গেছে, অফিসার,' বলল রানা।

দ্রুত বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল গুইডো। ঝুঁকে অজ্ঞান জেরির মুখের ওপর নজর বোলাল কয়েক মুহূর্ত। 'কে এই লোক, সেনর?' বিস্ময় মাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'সনি বাসিলি, ওরফে জেরি কারলোট্টি,' লম্বা করে দম নিল রানা। 'ইটোলা গ্র্যানডির ডানহাত। আলবার্তো ফেলিনি এবং সোফিয়া শেরম্যানের হত্যাকারী।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠল ফ্রেনজি, 'বলেন কি?' কাছে এসে জেরির কলার মুঠো করে ধরল সে। টেনে ভারি দেহটা চিৎ করার চেষ্টা করতে লাগল।

চেঁচিয়ে উঠতে গেল রানা বোকা অফিসারটিকে সতর্ক করার জন্যে, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল দানবটার দেহে। জ্ঞান আগেই ফিরেছিল তার, পড়ে ছিল ঘাপটি মেরে। একেবারে শেষ মুহূর্তে লোকটির চোখের পাতা পিট পিট করতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা। দড়াম করে মারল জেরি ফ্রেনজির চোয়ালে।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে, ছিটকে গিয়ে পড়ল গুইডোর ওপর। বিপদ টের পেয়ে লাফ দিল রানা লোকটাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তার আগেই এক গড়ান দিয়ে নেমে পড়েছে সে খাট থেকে। নেমেই দৌড় দিল দরজার দিকে। পালাচ্ছে! রানাও ছুটতে গেল

তাকে ধরার জন্যে, কিন্তু দু'পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল গুইডোর রক্ত পানি করা গর্জন শুনে।

'জেরি! ডোন্ট মুভ!'

কিসের কি! চোখের পলকে হলরুমের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেল জেরি দমকা বাতাসের মত। আচমকা গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজে কেঁপে উঠল ঘরদোর। পিঠ বাঁকা হয়ে গেল জেরির, কিন্তু থামল না সে। এখনও ছুটছে, তবে মন্থরগতিতে। প্রায় পৌঁছে গেছে হলরুমের দরজার কাছে।

আবার গুলি করল গুইডো। পড়ে গেল লোকটা এবার। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ঘুরে তাকাল। ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড মুখটা। বিকৃত হয়ে আছে যন্ত্রণা আর আক্রোশে। কয়েক সেকেণ্ড পড়ে থাকল জেরি একভাবে। তারপর হঠাৎ করেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। ডান পা টানতে টানতে দরজার দিকে দু'তিন পা এগিয়ে গেল।

আর পারছে না। দরজার ফ্রেমের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে দুই অফিসার। এক হাতে চোয়াল ডলছে এখনও ফ্রেনজি। ওদের মাথার ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল জেরি। ভুল দেখল কি না জানে না রানা, তবে মনে হল নীরবে কি এক আকুতি জানাচ্ছে যেন লোকটা ওকে।

এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই চোখের মণি উল্টে গেল জেরি কারলোট্টির। সটান সোজা অবস্থাতেই আছড়ে পড়ল প্রকাণ্ড দেহটা, ফ্লোরের সঙ্গে মাথাটা বাড়ি খেল 'ঠাশ' করে।

'প্রশ্নটা সরাসরিই করছি, সেনর মাসুদ রানা,' বলল ফ্রেনজি।

মুচকে হাসল রানা। 'আমি জানি কি জিজ্ঞেস করবেন আপনি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, হ্যাঁ, আমিই রবার্ট হুইটনি। কাল প্যারেডের সময় যারা আমাকে আইডেন্টিফাই করেছে, তারা ভুল করেনি।'

অবাক হয়ে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল গুইডো আর ফ্রেনজি। অসপিডাল ডি সান্টোর ওয়েটিং রুমে বসে আছে ওরা তিনজন। ভেতরে মৃত্যুর সাথে লড়ছে সনি ওরফে জেরি। সাফ জবাব দিয়েছে ডাক্তার, বাঁচানো যাবে না লোকটাকে।

লিজা ভ্যালেটির কাছ থেকে ফিল্ম্ কার্টনটা নিয়ে বাংলোয় ফিরে গিয়েছিলো মাসুদ রানা। ইচ্ছে ছিল গোসল-লাঞ্চ সেরে টনি আমান্দোর বাসায় যাবে। ১৬ এম. এম., প্রজেক্টর মেশিন আছে ওর, ওটায় দিয়ে দেখবে কিসের ছবি তুলেছিল সোফিয়া। টেলিফোনে এ ব্যাপারে আলাপ করেছে ও টনির সাথে। কিন্তু লাঞ্চে বেরোবার আগেই রানার ওখানে গিয়ে হাজির এরা দু'জন।

'আপনাকে এখনই একবার হাসপাতালে যেতে হবে আমাদের সাথে, সেনর,' ও দরজা খুলতেই বলে উঠল লেফটেন্যান্ট

ফ্রেনজি।

'কেন?'

'জেরি কারলোট্টি কথা বলতে চাইছে আ... ...

নাকি জরুরি।'

'কি অবস্থা ওর?'

'খুব খারাপ,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ...ডো। 'মারা যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে।'

এইমাত্র হাসপাতালে পৌঁছেছে ওরা। খবর পেয়ে ভেতরে গেছে ডাক্তার রোগীর অবস্থা জানতে।

গুইডো জিজ্ঞেস করল, 'আপনি শিওর, জেরি-ই খুন করেছে লা সেনরিনা সোফিয়াকে?'

'হ্যাঁ। ও নিজের মুখেই স্বীকার করেছে।'

'কিন্তু কেন?'

'ওদের র‍্যাকেট থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল সোফিয়া। ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল। ইচ্ছে ছিল নেশা ছেড়ে দিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে আসবে।'

'সো?'

'আপনারা জানেন, চাইলেই যখন-তখন এ ধরনের র‍্যাকেট ছাড়া যায় না। তাতে দলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, ভেতরের গোপন সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে দলত্যাগকারীর মাধ্যমে। এ জন্যেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে পৃথিবী থেকে।'

'জেরি বলেছে এসব কথা আপনাকে?' সামনে ঝুঁকে এল গুইডো।

'হ্যাঁ।'

'কখন? কবে?'

'তিনদিন আগে। ভেইল পাওলো ভেরোনেস-এর ভিলা প্যালেস্ট্রায় বসে।'

এবার বিস্মিত হওয়ার পালা ফ্রেনজির। 'মানে সারা গ্র্যানডির ওখানে? ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের ওয়ালে লেখা ফোন নাম্বারটা দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাই খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে...।' থেমে গেল রানা কথা শেষ না করেই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ফ্রেনজি-গুইডো কি বলবে ভেবে না পেয়ে। গুইডো প্রথম ভাষা খুঁজে পেল। 'আপনি কি করে ইটোলা গ্র্যানডির আস্তানার খোঁজ পেলেন? ওকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি আমরা এতদিন, পাইনি। আপনি পেলেন কি করে?'

'অনুমানে।' একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'অনুমানটা করলেন কিসের ভিত্তিতে?'

'যেদিন সোফিয়া খুন হয়, সেদিন ওকে,' চোখের ইশারায় হাসপাতালের ভেতরদিকটা দেখাল রানা, 'বেলা ভিসটায় প্রথম দেখি আমি। হন্যে হয়ে কিছু একটা খুঁজছিল অনেকক্ষণ ধরে। জিনিসটা যা-ই হোক, খুঁজে পায়নি সে। পরে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার বদলে বেলা ভিসটার পিছনে বাগানের দিকে যেতে দেখি ওকে। তখনই সন্দেহ হয়েছিল ওই ভিলাটার সাথে কোন না কোন যোগাযোগ হয়ত আছে জেরি কারলোটির। ভিলা প্যালেস্ট্রায় গিয়ে ওর সাথে কথা বলার পর ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করি। পুরোপুরি শিওর হই

তারপরই।'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল ফ্রেনজি, 'আপনি আসলে কে, সেনর রানা?'

'মানে?' সিগারেটে টান দিতে গিয়েও থেমে গেল ও।

'জানতে চাইছি আপনার সত্যিকার পরিচয় কি?'

'কেন, আমি...'

'না, সেনর,' থামিয়ে দিল সে ওকে। 'আপনার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমরা। আপনি আদৌ সাংবাদিক নন। নিউ ইয়র্ক ভিশনে চাকরি করেন না আপনি। অথচ দায়িত্ব পালন করছেন তার রোম করেসপণ্ডেন্টের। ইল সেনর শেরম্যান পর্যন্ত আপনার এ মিথ্যে পরিচয় সমর্থন করে গেছেন। তা-ই শুধু নয়, আপনাকে তাঁকে রিপ্রেজেন্ট করার অধিকারও দিয়ে গেছেন। কিন্তু কেন? কেন মিথ্যে পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি?'

'ঠিক,' সায় দিল গুইডো মাথা দুলিয়ে। 'আপনি যে কাজগুলো করেছেন, এতক্ষণ যা যা বললেন, তা কিছুতেই কোন সাংবাদিকের কাজ নয়।'

'সত্য অনুসন্ধান সাংবাদিকের কাজ নয় বলতে চাইছেন?'

'প্লীজ, সেনর,' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল ফ্রেনজি। 'নিউ ইয়র্ক ভিশনের নিউজ এডিটরের সাথে এবং আরও অনেক সিনিয়র সাংবাদিকের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি টেলিফোনে। কেউ চেনে না আপনাকে, আপনার নাম পর্যন্ত শোনেনি তারা কেউ।'

চুপ করে ধোঁয়া গিলতে লাগল রানা। বোঝা গেছে, ধরা পড়ে গেছে ও। অতএব, এখন সত্য বলা ছাড়া উপায় নেই।

আবার বলল অফিসার, 'প্লীজ, সেনর। গ্র্যানডিকে ধরিয়ে দিয়ে

যে উপকার করলেন আপনি, সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু আমাদের চোখে এখনও আপনি একজন হত্যাকারী। জেরি আপনাকে কি বলেছে, তার ওপর ভিত্তি করে বিচারের রায় নির্ধারিত হবে না, এ কথাটা নিশ্চই জানা আছে আপনার। আমরা আসলে আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি, সেনর। সব কথা খুলে বললে আমাদের দু'পক্ষেরই লাভ। অনেক ঝুট ঝামেলা এড়ানো যাবে।'

'বেশ, বলছি।' শুরু করল রানা। লারসেনের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে কিভাবে এর সাথে জড়িয়ে গেছে ও আষ্টেপৃষ্ঠে, পুরো খুলে বলল। শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে গেল ফ্রেনজি-গুইডো।

'কিন্তু চেনা নেই জানা নেই এরকম একটা কাজের পুরো দায়িত্ব আপনার ওপর কেন ছেড়ে দিলেন ইল সেনর শেরম্যান?' জিজ্ঞেস করল গুইডো। 'আপনি সেনর লারসেনের বন্ধু বলেই? তাঁকে রিপ্রেজেন্ট করার আর কেউ কি ছিল না?'

'উনি আমাকে চিনতেন।'

'চিনতেন? তবে যে বললেন...'

'নামে চিনতেন আর কি। আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম জানা ছিল মিস্টার শেরম্যানের।'

'সেনর রানা,' চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেল ফ্রেনজির কণ্ঠে। 'এইমাত্র বললেন এক মাসের ছুটিতে ছিলেন আপনি। আবার এখন বলছেন আপনি ব্যবসা করেন?'

'দুটোই করি আসলে।'

'কিসের ব্যবসা আপনার, জানতে পারি?' তিক্ত গলায় বলল সে।

'অনেকটা আপনাদেরই মত।'

'মানে?'

'গোয়েন্দাগিরি।'

'প্রাইভেট আই? কি নাম আপনার অর্গানাইজেশনের?'

'রানা এজেন্সির নাম শুনেছেন?'

কিছু না ভেবেই বলে উঠল গুইডো, 'হ্যাঁ, শুনব না কেন? অনেক বড় ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম। সারা পৃথিবীতে শাখা আছে। এখানেও আছে। মোনিকা আলবিনো এখানকার শাখা প্রধান। খুব ভাল পরিচয় আছে ওর সাথে। কিন্তু কেন? এর সাথে কি সম্পর্ক আপনার ফার্মের?'

উত্তরটা তক্ষুণি দিল না রানা। আরেকটা সিগারেট ধরাল ধীরেসুস্থে। আসলে হাসি চাপতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তাই মুখটাকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে ফ্রেনজির মুখের দিকে তাকাল এক পলক। চোখ কুঁচকে ওর দিকেই চেয়ে আছে লোকটা। মনে হল কি এক জরুরি হিসেব মেলাতে ব্যস্ত।

'কই, বললেন না?'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ওপাশের একটা খোলা জানালার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ওর ভরাট, গম্ভীর গলা গম গম করে উঠল ছোট্ট ওয়েটিং রুমটার দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে।

'মাসুদ রানা,' বলল ও। 'এবং রানা এজেন্সি। দুটো নাম কি কিছু মীন করে বলে মনে হয় আপনাদের, অফিসার?'

'মানে...' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল দুজনেই। 'তার মানে,' কোন রকমে বলল গুইডো। 'আপনি...মানে...' দরজায় টোকার আওয়াজ

উঠতে থেমে গেল সে।

অ্যাপ্রন পরা টাক মাথার এক ডাক্তার উঁকি দিল ভেতরে। 'আপনারা এবার আসতে পারেন; অফিসার।' রানার ওপর চোখ গেল তার। 'আপনিই সেনর মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল ও। সিগারেটটা ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

'তাড়াতাড়ি আসুন, প্লীজ।'

ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে পাঁচ কদম যেতেই বাঁ দিকে ডবল বেডের একটা কেবিন। দরজার বাইরে দু'জন সশস্ত্র পুলিস গার্ড, দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। ডাক্তারকে অনুসরণ করে ওটায় ঢুকল এসে ওরা। সেই থেকে পলকহীন চোখে রানাকে দেখছে কেবল দুই অফিসার। চোখ সরাচ্ছে না মুহূর্তের জন্যেও।

পুরু গদিওয়ালা একটা বেডে শুয়ে আছে জেরি কারলোট্টি। বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। এরই মধ্যে আশ্চর্যরকম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখটা, মনে হয় এক বিন্দু রক্তও নেই শরীরে। বেডের মাথার দিকের একটা স্ট্যাণ্ডে ঝুলছে ব্লাড ব্যাগ—রক্ত দেয়া হচ্ছে তাকে।

'হ্যালো, ফ্রেণ্ড,' আধবোজা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে একটু হাসির ভঙ্গি করল জেরি। কথা বলার সময় ঘড় ঘড় করছে বুকের মধ্যে। খুব সম্ভব রক্ত বা কফ আটকে গেছে ভোকাল কর্ডে। 'তোমার জন্যেই...অপেক্ষা করছি আমি।'

লোকটির মাথার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। মৃত্যুপথযাত্রীর ওপর কোন রাগ নেই ওর। 'বল,' মৃদু গলায় বলল।

'এই দুজনকে আগে বিদেয় কর, প্লীজ। তোমার সাথে একা কথা বলতে চাই আমি।'

'কিন্তু...,' আমতা আমতা করতে লাগল ফ্রেনজি। 'আমরা থাকলে অসুবিধে কি?'

'আছে, অসুবিধে আছে। যদি জানতে চাও কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে সোফিয়ার, তাহলে দয়া করে পাঁচ মিনিট এর সঙ্গে কথা বলতে দাও আমাকে। এরপর তোমাদের ডাকব আমি। যাও যাও, দেরি কোরো না। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে।' কথা শেষ করে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল জেরি। মুখের দুই কষা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল খানিকটা গ্যাঁজলা। হাতে ধরা একটা ফেসিয়াল টিস্যু দিয়ে নিজেই সেটা মুছে নিল জেরি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল দুই গোয়েন্দা। তারপর পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তারও গেল তাদের সঙ্গে। বাইরে থেকে টেনে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

রানার একটা হাত মুঠো করে ধরল জেরি। 'তোমার সহ্যশক্তি খুব বেশি, সেনর। প্রায় ভালই বেসে ফেলেছিলাম তোমাকে। শুধু যদি...সে থাক, আমার মৃত্যুর পর সোফিয়াকে হত্যা করার ব্যাপারে পুলিস যাতে তোমাকে টানাহ্যাঁচড়া করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করে যাব আমি। বিনিময়ে তুমি কি আমার একটা উপকার করবে?'

'সম্ভব হলে করব। বল, কি করতে হবে।'

'ওই ফিল্‌ম্‌টা পুড়িয়ে ফেলো।' যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল জেরি হঠাৎ করে। কয়েক সেকেণ্ড দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে পড়ে থাকল মড়ার মত। তারপর তাকাল। 'যদি কথা দাও কাজটা করবে, শান্তিতে মরতে পারব, ফ্রেণ্ড। আমার নিজের জন্যে নয়, যাকে সারাজীবনের জন্যে কাঁদিয়ে রেখে গেলাম, তার জন্যে এই

ভিক্ষেটুকু আমাকে দাও, সেনর। তুমি ছাড়া আর কেউ যদি ওই ফিল্ম্ দেখে, মান-সম্মান কিছু থাকবে না তার। আমার মত এক গুণ্ডাকে ভালবাসার অপরাধে সবাই ওর মুখে থু থু দেবে। আমি জানি সোফিয়ার মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছ তুমি। কিন্তু তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আরেকটা জীবন নষ্ট করে দিয়ো না জেনেশুনে। তাতে সোফিয়া ফিরে আসবে না।'

'বেশ। তবে এখনই কথা দিতে পারছি না। আগে দেখতে হবে ওতে সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে...'

অধৈর্যের মত মাথা নাড়ল জেরি। 'নেই নেই, ওসব কিচ্ছু নেই। তাছাড়া আমি পুলিসকে স্টেটমেন্ট দেব এখনই। জানিয়ে যাব যে আমিই খুন করেছি ওকে। এরপর আর কি থাকে, বল? তুমি একা দেখো ফিল্ম্টা। তারপর নষ্ট করে ফেলো। পুড়িয়ে ফেলো। আর কারও হাতে যেন না পড়ে।'

'ঠিক আছে। যদি দেখি যে ওটা কোন এভিডেন্স নয়, তাহলে তোমার অনুরোধ রাখব আমি।'

'ওয়াদা?'

'ওয়াদা। তবে শর্ত থাকল, এভিডেন্স না হলে, ওকে?'

ফ্যাকাসে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেরির। বহু কষ্টে একটু হাসি ফোটাল সে শুকনো ঠোঁটে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ফ্রেণ্ড। যাও, এবার ওদের পাঠিয়ে দাও।'

ওর হাতটায় সামান্য একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল মাসুদ রানা। 'গুড বাই, জেরি।'

'গুড বাই, ফ্রেণ্ড।'

রানা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল গিয়ে গুইডো-

ফ্রেনজি। তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে বসে তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা। তিনটে বাজতে চলল, এখনও খাওয়া হয়নি। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট।

চল্লিশ মিনিট পর বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। মাসুদ রানার অপলক চাউনির জবাব দিল ফ্রেনজি মাথা দুলিয়ে। বিষণ্ন গলায় বলল, 'মারা গেছে। এইমাত্র।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। কার জন্যে এত উদ্বেগ ছিল জেরি কারলোত্তির? মৃত্যুর আগমুহূর্তেও যার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে সে, কে সে? কে হতে পারে? পকেটের ফিল্ম্ কার্টনটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল রানা বাইরে থেকে।

ছবি তোলার হাত ভালই ছিল সোফিয়ার, পর্দায় ছবি ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হল মাসুদ রানাকে। মেয়েটি জানত, কিভাবে তুলতে হয় ছবি। প্রথমেই দেখা গেল সাগর–বে অভ সরেনটো। আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল ক্যামেরা, ভেসে উঠল পাহাড়ের গায়ে ঝোলানো প্রকাণ্ড এক ভিলা।

দেখামাত্রই চিনল রানা, ইটোলা গ্র্যানডির হাইড-আউট। এবার জুম করল ক্যামেরা—অনেক কাছে নিয়ে আসা হয়েছে ভিলাটা, পেইলারড বোলেক্সের শক্তিশালী টেলিফোটো লেন্সের কল্যাণে দারুণ এসেছে ছবি। সেই রঙ-চঙে ছাতাটার নিচে বসে আছে গ্র্যানডি প্রকাণ্ড ভুঁড়ি ভাসিয়ে। সারা শরীর লালচে রোমে ভরা। দেখলেই বমি আসে। তার মুখোমুখি বসে আছে জেরি কারলোত্তি। আলাপে ব্যস্ত। সামনে ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। সব ভুলে ফিল্ম্ দেখছে। অতি মনোযোগের ফলে দু'ঠোঁট সামান্য

ফাঁক হয়ে আছে। টিপ্ টিপ্ করছে বুকের মধ্যে। শুকিয়ে উঠেছে গলা।

এক সেকেণ্ড পরই ওদের সঙ্গে যোগ দিল এসে সারা গ্র্যানডি। দেখামাত্রই বুঝল রানা। এই ছবি তোলার সময় যেভাবেই হোক দূর থেকে সোফিয়াকে দেখে ফেলেছিল জেরি। এ ধরনের রেকর্ড যাতে না থাকে, সে কারণেই ছুটে এসেছিল, ক্যামেরাটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে সজোরে লাথি মেরে বসে সোফিয়ার তলপেটে, এবং পাহাড় থেকে ছিটকে পড়ে মারা যায় মেয়েটি।

ওকে যাতে গ্র্যানডি র‍্যাকেট থেকে বেরিয়ে আসতে দিতে বাধ্য হয়, সে-জন্যেই সম্ভবত এ ছবি তোলে সোফিয়া। হয়ত এর ভয় দেখিয়ে নিজের সরে আসার পথ পরিষ্কার করতে চেয়েছিল সে। সোজা কথায় রাজি না হলে এই ছবি ফাঁস করে দেবার ভয় দেখাত, হয়ত। তখন একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হত ইটোলা গ্র্যানডি।

পরের দৃশ্যটা চোখে পড়ামাত্র জেরি কারলোত্তির উদ্বেগের কারণটা জানা হয়ে গেল মাসুদ রানার। এটাও ওই বাংলোর-ই পিছনদিকের ছবি। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে জেরি, সাগর দেখছে আনমনে। একসময় ঘুরল সে। ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। হাসি মুখে চেয়ে আছে ক্যামেরার সামান্য বাঁ দিকে।

প্যান করল ক্যামেরা। বাগানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক যুবতী। দূর থেকে হাত নাড়ল সে জেরির উদ্দেশে। হাসি ঝিলিক মেরে উঠল লোকটির মুখে, পাগলের মত মেয়েটির দিকে ছুটে গেল সে। জড়িয়ে ধরল তারা পরস্পরকে, চুমু খাচ্ছে একে অপরকে, থামাথামির লক্ষণ নেই। পুরো ফিল্মের অর্ধেকটাই এই

দুই যুগলের চুমোচুমিতে ভরা।

মেয়েটিকে চেনামাত্র মাথায় বাজ পড়ল রানার। নিজের দু'চোখকে বিশ্বাস করতে ভরসা হল না। মেয়েটি আর কেউ নয়—প্যামেলা শেরম্যান, ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের চতুর্থ স্ত্রী। ছবি শেষ হওয়ার দু'সেকেণ্ড আগে ঝট করে এদিকে তাকাল জেরি কারলোত্তি। সরাসরি ক্যামেরার দিকে। একভাবে চেয়ে আছে সে, এই সময় শেষ হয়ে গেল ছবি।

তার মানে গ্র্যানডি জেরি এবং সারার ছবি তোলার সময় নয়, শেষের এইটুকু তোলার সময় ধরা পড়ে যায় সোফিয়া। পুরো ছবিটা কি একই দিন তোলা হয়েছিল। হবে হয়ত। পরক্ষণেই আরেকটা জরুরি প্রশ্ন মনে জাগল রানার। ধরাই যদি পড়ে থাকে সোফিয়া, জেরি ছুটে এসে যদি ফিল্মটুকু ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা রোমের ফটোল্যাবে গেল কি করে?

একটু চিন্তা করতেই উত্তরটা মিলে গেল। জেরি দেখে ফেলেছিল সোফিয়াকে ছবি তুলতে, তা ঠিক। ধাওয়া করে এসেছিল ফিল্ম কেড়ে নিতে, তা-ও ঠিক। কিন্তু আসলে ফিল্মটা পায়নি সে। বিপদ টের পেয়ে সোফিয়া নিজেই সেরেছে কাজটা, ব্যস্তহাতে ছিঁড়ে বের করে নেয় ব্যবহৃত বারো ফুট ফিল্ম।

এরপর তাড়াহুড়োর মধ্যে ওটা খামে পুরে ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেসসহ মেইল করে দিয়েছিল সেই ল্যাবের নামে। এ জন্যে দূরে যেতে হয়নি সোফিয়াকে। বেলা ভিসটায় ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ডাক বাক্স, ওটার ভেতর ফেলে দিয়েছে সে খামটা। ওকে হত্যা করার পর ক্যামেরায় এক্সপোজড় ফিল্মটুকু না পেয়ে নিশ্চয়ই বোকা বনে গিয়েছিল জেরি।

ওটার আশায় চষে বেড়িয়েছে পুরো বেলা ভিসটা এবং সোফিয়ার গাড়ির ভেতরটা। অথচ ওই সময় তার মাত্র কয়েক হাত দূরে মেইল বক্সের পেটের মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিল প্যাকেটটা। পরদিন পোস্টম্যান এসে নিয়ে গেছে বাক্স খুলে।

প্রজেক্টর থেকে ফিল্‌ম্‌টা বের করে নিল রানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আর কাউকে জানাবে না এটার ব্যাপারে। ঠিকই বলেছে জেরি, এটা দেখে কারও কিছু লাভ হবে না। মাঝখান থেকে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে প্যামেলার। সামাজিক মর্যাদা বলে কিছু তো থাকবেই না, শেষ পর্যন্ত হয়ত বিয়েটাই ভেঙে যাবে। হয়ত কেন, অবশ্যই যাবে। নিজের একমাত্র সন্তানের হত্যাকারী মানুষ-টির প্রেমিকা তারই স্ত্রী, এ সহ্য করবে না কেউ।

জেরি কারলোত্তির মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। অমন এক নির্দয় পশুর অন্তরেও থাকতে পারে কারও জন্যে গভীর প্রেম, মৃত্যুর আগমুহূর্তেও প্রেমাস্পদের ভবিষ্যৎ চিন্তা তার মত কোন দয়ামায়াহীন খুনীর মন জুড়ে থাকতে পারে, ভাবতে বড্ড অবাক লাগছে ওর।

সতের

খবর পেয়ে চার্টার্ড প্লেনে ওইদিনই সন্ধের পর রোম পৌঁছুলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান এবং তাঁর স্ত্রী প্যামেলা শেরম্যান। মুখ শুকিয়ে

আমসি হয়ে গেছে মেয়েটির। রোগা রোগা লাগছে। এ কয়দিনে নির্ঘাত ছয়-সাত পাউণ্ড ওজন হারিয়েছে বেচারি দুশ্চিন্তায়।

মাসুদ রানা, লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি এবং গুইডো রিসিভ করল তাদের বিমান বন্দরে। নীরবে ওদের সাথে হাত মেলালেন শেরম্যান, ভীষণ রকম গম্ভীর। প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌঁছল ওরা। আগেই সুইট বুক করে রেখেছিল রানা।

হোটেলের লবিতে পা রেখে অফিসার দুজনের উদ্দেশে বললেন ভদ্রলোক, 'রানার সাথে কিছু আলাপ আছে আমার, উড ইউ মাইণ্ড?'

'অফকোর্স নট, সেনর,' বলল ফ্রেনজি।

'গ্রেট।'

প্যামেলা এবং তাদের দুজনকে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে বলে রানাকে নিয়ে লিভিং রুমে এসে বসলেন শেরম্যান। একটা চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলেন আনমনে। ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়। 'বল, রানা, প্লীজ। সবটুকু শুনতে চাই আমি।'

কথার মাঝে একবারও ওকে বাধা দিলেন না শেরম্যান, কোন প্রশ্নও করলেন না। চুরুট দাঁতে কামড়ে ধরে একভাবে চেয়ে থাকলেন কেবল। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই। বক্তব্য শেষ হতে কোটের ভেতরের পকেট থেকে গুইসেপ ম্যালেট্টির তৈরি করা রিপোর্টটা বের করল রানা। আগেই অবশ্য ওর কয়েক জায়গায় কারিগরি ফলিয়েছে ও।

একসঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়া বা লাঞ্চ-ডিনার ছাড়া ওদের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, তেমন কোন প্রমাণ নেই এখন

এ রিপোর্টে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে রিপোর্টটা পড়লেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। সবশেষে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরিয়ে দিলেন কাগজগুলো রানার হাতে।

'পুরো ব্যাপারটা এখনও অকল্পনীয় লাগছে আমার, রানা,' বললেন তিনি। 'এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আমার মেয়ে এতসব কাণ্ড ঘটাতে পারে। হয়ত এরকম দুঃখজনক মৃত্যুই পাওনা হয়েছিল ওর, কে জানে।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'কাল সকালে নেপলস যাচ্ছি আমি, একা,' আবার বললেন শেরম্যান। 'তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। অনেক করেছ তুমি। করোনারের সঙ্গে কথা বলব প্রথমে, ওখান থেকে বেরিয়ে পুলিস চীফের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।'

'আপনার স্ত্রী?'

'এখানেই থাকবে ও।'

পরদিন দশটার দিকে হোটেল ইন্টারকনে এল মাসুদ রানা। রিসেপশন ডেস্ক থেকে ফোনে প্যামেলা শেরম্যানের সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে উঠে এল ওপরে। নক্ করতে নিজেই দরজা খুলে দিল মেয়েটি। 'কাম ইন, প্লীজ,' ক্লান্ত স্বরে বলল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। আরও শুকিয়ে গেছে সুন্দর মুখটা। চোখের নিচে হালকা কালির প্রলেপ। খাড়া নাকের ডগাটা লাল হয়ে আছে—কাঁদছিল সম্ভবত।

'গুড মর্নিং,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল প্যামেলা। 'বসুন। আমার কাছে আপনার কি

বিশেষ কোন কাজ আছে?'

'জানেন বোধহয়, সোফিয়ার হত্যাকারীকে সনাক্ত করা হয়েছে?'

'জানি,' কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্যামেলা। 'পুলিসের গুলিতে মারা গেছে সে। কিন্তু আমাকে কেন এ সব শোনাতে এসেছেন, মিস্টার রানা?'

'মাফ করবেন। আমি আসলে দুয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছি। আপনি ছাড়া উত্তরগুলো আর কারও জানা নেই।'

'বুঝলাম না।' হাতব্যাগ খুলে সিগারেট বের করল মেয়েটি। ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগল।

'আপনি জানতেন আমিই রবার্ট হুইটনি, অথচ তারপরও আপনার স্বামীকে খবরটা জানাননি। কেন?'

'উত্তরটা খুব সহজ। তাকে জানাবার কোন আগ্রহ ছিল না আমার।'

'কিন্তু গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন কেন তাহলে সোফিয়ার পিছনে?'

মুখটা কঠোর হয়ে উঠল প্যামেলার। চট করে উঠে দাঁড়াল সে। খোলা জানালার পাশে গিয়ে নিচের রাজপথ দেখতে লাগল। 'ওটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, মিস্টার রানা,' বলল সে। 'আপনি দুর্ভাগ্যবশত জড়িয়ে গেছেন।'

পকেট থেকে ফিল্ম্ কার্টনটা বের করল এবার মাসুদ রানা। 'এটা নিশ্চই নষ্ট করে ফেলতে চাইবেন আপনি।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল প্যামেলা। চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকল ওর বাড়ানো হাতের দিকে। 'কি ওটা?'

'বার ফুট এক্সপোজড ফিল্ম্। সোফিয়ার ক্যামেরা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল ওকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন।'

পলকে ধপধপে সাদা হয়ে গেল মেয়েটির চেহারা। এক ফোঁটা রক্তও নেই। নাকের ফুটো ঘন ঘন স্ফীত হতে লাগল। 'কোথায় পেলেন আপনি ওটা?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ওকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন আপনিও ছিলেন ইটোলা গ্র্যানডির ভিলায়, ঠিক?'

চুপ করে থাকল প্যামেলা।

'আপনিও ড্রাগ অ্যাডিক্ট?' পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রানা।

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'না!'

'আই সী।'

'ওটা...ফিল্ম্টা দেখেছেন আপনি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল প্যামেলা। ঢোক গিলল একটা।

'হ্যাঁ।'

'ও। ওটা নিশ্চই আমার স্বামীর হাতে তুলে দেবেন?'

হাতটা আরেকটু এগিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'নিন। এটা ধ্বংস করতে হলে কিছুটা কষ্ট করতে হবে আপনাকে। সহজে পোড়ে না এ জিনিস। সবচে' ভাল হয় যদি কুচি কুচি করে কেটে কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দেন।'

রানার চোখে চোখ রেখে জিনিসটা নিল প্যামেলা। তারপর দম ছাড়ল সশব্দে। 'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কাছে চিরঋণী থাকব আমি, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'দ্যাট'স অল রাইট।'

বসল আবার প্যামেলা। এবার খানিকটা সুস্থির লাগছে তাকে।

'আপনি এখন জানেন, জেরি কারলোত্তিকে ভালবাসতাম আমি, তাই না?'

'জানি।'

'জেরি কারলোত্তি ছিল সাংঘাতিক রকম জেদি, রগচটা মানুষ। ভাল ব্যবহার করতে জানত না কারও সাথেই। সেদিক থেকে আমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। পৃথিবীতে একমাত্র আমিই ভাল ব্যবহার পেয়েছি লোকটার কাছ থেকে। নিউ ইয়র্কের পাম গ্রোভ নাইট ক্লাবের সিঙ্গার ছিলাম আমি, ওখানেই কারলোত্তির সাথে পরিচয়। যাকে বলে প্রথম দর্শনেই একে অন্যের প্রেমে পড়ে যাই আমরা। শুনে আপনার হাসি আসতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, কারলোত্তিকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসতাম আমি।'

'এসব এখন থাক, মিসেস শেরম্যান। আমি...'

'না, শুনুন। এই সময় আলবার্তো ফেলিনির সাথে গোলমাল বাধে ইটোলা গ্র্যানডির, নিশ্চই জানা আছে আপনার। ক'দিন পর পুলিসের ভয়ে আমেরিকা ছেড়ে ইটালিতে পালিয়ে যায় গ্র্যানডি। কারলোত্তি ছিল তার গানম্যান বা লেফটেন্যান্ট, হোয়াট এভার ইউ সে। সে-ও ওর সাথে চলে আসে। কারলোত্তিকে হারিয়ে চোখে আঁধার দেখছিলাম আমি, এমন সময় শুনলাম ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান আমার প্রেমে পড়েছে। কিছু না ভেবেই তার বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। আসলে, সস্তা হোটেলে গান গাইতে গাইতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল আমার। এত পয়সাওয়ালা লোকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবার কথা একবারও মনে হয়নি। হোক সে বুড়ো। তাছাড়া পাম গ্রোভ নাইট ক্লাব ছাড়তে পারব এটাও ছিল বড় একটা কারণ। কারলোত্তির সাথে ওখানেই

পরিচয় এবং প্রেম আমার। শেষ বিদেয়টাও ওখান থেকেই নেয় সে। ওর অভাব ভুলতে পারতাম না কিছুতেই। রোজ স্টেজে উঠে অভ্যাসবশে দর্শকদের ভেতর ওকে খুঁজতাম আমি। না পেয়ে কাঁদতাম, গলা বুজে আসত। ঠিকমত গান গাইতে পারতাম না।'

একটু থামল প্যামেলা। স্মৃতি ঘাঁটতে গিয়ে চোখে পানি এসে গেছে। আলতো করে চোখ মুছল সে।

'এর কিছুদিন পর গোপনে নিউ ইয়র্ক যায় কারলোত্তি, ফেলিনিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। বোধহয় এরমধ্যে জেনে গেছেন ফেলিনির বান্ধবী ছিল সোফিয়া?'

মাথা দোলাল রানা ইতিবাচক ভঙ্গিতে।

'কারলোত্তির জানা ছিল এ খবর, কারণ, ওর সাথেও সোফিয়ার সম্পর্ক ছিল অনেক আগে থেকে। আরও জানত, সোফিয়া ড্রাগ অ্যাডিক্ট। ইটালি থেকেই অন্য লোকের মাধ্যমে সোফিয়াকে হাত করে কারলোত্তি। মাত্র দু'হাজার ডলারের বিনিময়ে রাজি হয় সে ফেলিনিকে হত্যার ব্যাপারে তাকে সহায়তা করতে।' কাঁধ ঝাঁকাল প্যামেলা। 'পরের ঘটনা সারা পৃথিবী জানে।

'কারলোত্তি নিউ ইয়র্ক গিয়েই আমার সাথে যোগাযোগ করে। আগেই বলেছি, আমরা দু'জনেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম দুজনের প্রেমে। যে কয়দিন ওখানে ছিল সে, সে কয়দিন অবাধে মেলামেশা করি আমরা। ওই সময় কি ভাবে যেন সোফিয়ার নজরে পড়ে যাই, আমাদের দু'জনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তুলে ফেলে মেয়েটা। ব্যস্, এরপর থেকে নিয়মিত ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে সে আমাকে। একদিন, দু'দিন পরপরই দু'শো তিনশো ডলার করে আদায় করতে থাকে বাপকে ছবি দেখাবার ভয়

দেখিয়ে। সোফিয়াকে অনেক বুঝিয়েছি আমি, মিস্টার রানা। কিছুতেই পথে আনতে পারিনি। রোম আসার পরও তিন দফায় মোট ছয় হাজার ডলার দিতে হয়েছে ওকে আমার। গোপনে ওর দাবি মিটিয়ে গেছি আমি, কাউকে জানতে দিইনি। আমার কাছে না থাকলে ওর বাবার পকেট থেকে চুরি করেছি টাকা।

'আমি খুব গরীব ঘরের মেয়ে, মিস্টার রানা। সোফিয়া বাপকে ওই ছবি দেখালে শেরম্যান হয়ত আমাকে ডিভোর্স করবে, এই ভয়ে ওর কথা মানতে বাধ্য হয়েছি আমি। আমি জানি দারিদ্র্য কি জিনিস। নিজের এই অভাবিত সৌভাগ্য, শেরম্যানের সঙ্গে আমার বিয়ে, চারদিকে প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি, এসব যে-কোন মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে ভেবে ভয়ে সারাক্ষণ সিঁটিয়ে থাকতাম।'

'অত বিস্তারিত বলার দরকার নেই, মিসেস শেরম্যান,' নরম গলায় বলল মাসুদ রানা। 'শুধু বলুন, সোফিয়া মারা গেল কি ভাবে?'

'দুঃখিত। এ ব্যাপারে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানি না। কারলোত্তির মুখে শুনেছিলাম, ইটোলা গ্র্যানডির ড্রাগ রিঙের সাথে জড়িত ছিল ও। সম্ভবত নিজেদের মধ্যে কোন গোলমাল ছিল... ঠিক জানি না। ক্লিফ হেড থেকে আমাদের ছবি তুলছিল ও, ব্যাপারটা চোখে পড়ে যায় কারলোত্তির। তক্ষুণি ঘটনাটা গ্র্যানডিকে জানায় সে। এরপর গ্র্যানডিই নির্দেশ দেয় সোফিয়াকে হত্যা করার। ওখানেই ছিলাম আমি তখন, গ্র্যানডিকে অনুরোধ করেছিলাম আদেশটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু কাজ হয়নি। গ্র্যানডির জানা ছিল সোফিয়ার চরিত্র। ভেবেছিল এই ছবি দেখিয়ে তাকেও

ব্ল্যাকমেইল করবে সে। কাজেই...।'

'সোফিয়াকে হত্যা করার পর তার ক্যামেরার ফিল্মটুকু বের করে নিয়েছিল কারলোট্টি, তাই না?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল প্যামেলা। 'ঠিক বলতে পারছি না। আমি তখন ওখানে ছিলাম না।'

'আই. আই. এ.-কে সোফিয়ার পিছনে কেন লাগিয়েছিলেন?'

'ভেবেছিলাম ওর অস্ত্র ওর-ই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে নিজেকে বাঁচাব। সোফিয়ার মৃত্যুর পর তার ভিলায় গিয়েছিল কারলোট্টি। ওর সুটকেসের মধ্যে আমাদের দু'জনের সেই ছবিগুলো ছিল—মোট চারটে ছবি। পুড়িয়ে ফেলেছি আমি সব। বিশ্বাস করুন, মিস্টার রানা, সোফিয়ার এই পরিণতির জন্যে আমি মোটেই দায়ী নই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। তারপর বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, মিসেস শেরম্যান।'

'তবে একটা ব্যাপার, শেষের চার-পাঁচদিন সোফিয়া আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা দাবি করেনি। পরে ভেবেছি আমি ব্যাপারটা নিয়ে। আমার কাছে আশ্চর্য-ই মনে হয়েছে। কারণ এক কি দু'দিন পর পরই টাকা চাইত ও। কিন্তু শেষের দিকে কেন যে এতদিন বিরতি দিল, জানি না।'

আমি জানি, মনে মনে বলল মাসুদ রানা, আমি জানি কেন। উঠল ও। 'সব খুলে বলার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিসেস শেরম্যান। এখনই ধ্বংস করে ফেলুন ওটা,' চোখ ইশারায় তার হাতে ধরা কার্টনটা দেখাল রানা। 'আর...জেরি কারলোট্টির পরিণতির জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

দেখতে দেখতে পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল প্যামেলার সুন্দর দু'চোখ। বিকৃত হয়ে উঠছে ফ্যাকাসে মুখটা। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'ধন্যবাদ,' কান্না জড়ানো গলায় বলল। 'আমার দুর্ভাগ্য, কারলোট্টি-ই একমাত্র পুরুষ আমার জীবনে, যাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম। এখন তার প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওর অভাব বয়ে বেড়াবার যন্ত্রণা তাই আমাকেই সইতে হবে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। দু'চোখের কোণ শির শির করছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ও ঘর থেকে। নিঃশব্দে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

ঃশেষঃ